(ছেলেমেয়েদের উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

দাম—এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক চিত্রিত

প্রিণ্টার
শ্রী[illegible]ারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূর্ব্বকথা

অনেক দূরে প্রকাশিত হইল।

আমোদের সঙ্গে অন্য পাঁচটা দেশের সহিত ছেলেমেয়েদের খানিক পরিচয় হয় সেই উদ্দেশ্যে এ উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থানে একটু নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছি। তাই বলিয়া অসম্ভব আজগুবি যা-তা লিখিয়া ছেলেমেয়েদের কল্পনা-বিভোর মনের উপর ফাঁকির ফেনা ফাঁপাইয়া তুলি নাই।

গল্পটি আগাগোড়া মৌলিক; কোনো বিদেশী গল্প বা ফিল্মের একবিন্দু ছায়া ইহাতে নাই।

আমার লেখা অন্য বইগুলির মতো এ বইখানি ছেলে-মেয়েদের ভালো লাগিলে আমি যে খুব খুশী হইব, সে কথা বলা বাহুল্য। ইতি—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২, এলগিন লেন,
কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৭

গজু

সতু

এ বইখানি তোমাদের দুজনকে দিলুম

বাবা

২, এলগিন লেন,

কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৭

অনেক দূরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশীথ-রাতে

রাত্রি বারোটা।

শ্রাবণ মাস। মেঘলা আকাশ। নীচে সজল-বাতাসে ঘুমন্ত পৃথিবী স্নিগ্ধ-শীতল।

কলকাতার ষ্ট্রাণ্ডের ধারে গ্যাস জ্বললেও চারিদিকে কেমন অন্ধকারের আবছায়া! নির্জ্জন পথে চল্‌তে গা ছম্‌ছম্ করে' ওঠে।

এই অন্ধকারের আবছায়ায় গা ঢেকে নদীর ধারে বেঞ্চে বসে' আছে অনাদি। তার মাথায় কত রকমের ফন্দী-ফিকির, কত চিন্তার উদয়াস্ত চলেছে, তার আর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! বীটের পাহারওলা দু'তিনবার এসে কৈফিয়ৎ চেয়ে গেছে, এখানে কি কাজে বসে আছে? অনাদি জবাব দেছে—আমার খুশী!

পাহারওলাটি হয় খুব নিরীহ-ধাতের কিম্বা কাদা-জল ভেঙ্গে হানাহানি করার প্রবৃত্তি তার ছিল না। না হলে আইনের যে-কোনো একটা বিভীষিকা দেখিয়ে অনাদিকে স্থানচ্যুত করতে পারতো।

কিন্তু সে কথা যাক। অনাদি ভাবছিল...

তার আগে বোধ হয় অনাদির পরিচয় জানা দরকার। না হলে এই শ্রাবণের সজল রাত্রে—হিমালয়-পাহাড়ের প্রান্তে নয়, পঞ্চবটীর বুকে নয়, কলকাতায় ষ্ট্রাণ্ড রোডের ধারে এভাবে একা বসে তার চিন্তার কারণ আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না!

অনাদির বাবার ভালো চাকরি ছিল। তিনি মোটা টাকা রোজগার করতেন। অনাদিরা চার ভাই। অনাদি সবার ছোট। বড় তিন ভাইকে মানুষ করে' তুলতে অনাদির বাবা প্রচুর পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এগ্‌জামিনগুলো পাশ করে' তারা মানুষের মতো হয়েছে—সেজন্য বাপের মনে তৃপ্তির সীমা ছিল না।

বড়, মেজো, সেজো—তিন ছেলের পিছনে বহু পরিশ্রম করার পর অনাদির বেলায় তাঁর কেমন শ্রান্তি ঘটলো। ভাবলেন, বড় তিন ভাইকে দেখে ছোট অনাদি তাদেরি চলা-পথে চলে নিজেকে ঠিক জায়গাটিতে এনে দাঁড় করাতে পারবে। সেজন্য অনাদির সম্বন্ধে কোনো রকম আইন-কানুন বা নিষেধ-শাসনের ব্যবস্থা তিনি করেন নি। তার ফলে অনাদি ভিন্ন পথ ধরে ইস্কুল ছেড়ে খেলার মাঠে গিয়ে উদয় হলো।

খেলাধূলার ঠাকুর বড় তিন ভাইয়ের নাগাল পান্‌নি বলে' বোধ হয় ছোটটিকে বুকে তুলে নিলেন এবং তাঁর সর্ব্ববিধ কশরতিতে অনাদিকে পারদর্শী করে তুললেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, হাইজাম্প, লংজাম্প—সব বিষয়েই অনাদি পটুতা লাভ করলো আশ্চর্য্য-রকম।

চারিদিকে অনাদির ভক্ত জুটলো এবং মোহনবাগান থেকে টালিগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব পর্য্যন্ত অনাদির কৃপা প্রার্থনা করে' বহু [illegible] তার কাছে নিত্য এসে জড়ো হতে লাগলো। এই কলকোলাহলে চটে তিন দাদা গিয়ে বাবার কাছে নালিশ জানালো,—অনাদিটা বয়ে গেছে। তার বন্ধু জুটেছে

আপনাদের চেয়ে বড়-বয়সের লোক ! অনাদি না যায় ইস্কুলে, না করে লেখাপড়া—দিন-রাত মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

বাপ তাদের ধমক দিলেন, বললেন—এতদিন তোমরা দেখতে পারোনি—নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে ! এখন নালিশ করতে এসেছো ! আমাকে চিরদিন গরু তাড়াতে হবে ?···তোমাদের মানুষ করেছি, এখন তোমাদের উচিত ওকে দেখা।

এ-কথার জবাব না দিয়ে তিন দাদা নিজেদের ঘরে এসে গুম্ হয়ে রইলো।

অনাদিকে ডেকে বাপ তাড়া দিলেন। বললেন—লেখাপড়া করো না, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াও, এর পরে আমি চোখ বুজলে খাবে কি ? আমি তো নশো-পঞ্চাশ টাকা রেখে যাচ্ছি না বাপু !···নিয়ে এসো দেখি তোমার জিওগ্রাফিখানা।

আমরা জানি, অনাদি জিওগ্রাফি নিয়ে যেতে পারেনি। তার কারণ, জিওগ্রাফি আর ইংলিশ-টেক্সট বেচে সে একজোড়া সেকণ্ড-হ্যাণ্ড বুট কিনেছিল দমদমায় ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাবার দিন।

ছেলেকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না—কাজেই বাপ খুব কড়া-মেজাজের একজন প্রাইভেট-টিউটর রাখলেন ; নতুন একশেট্ বই কিনে দিলেন। দু'চার দিন শান্ত-শিষ্ট ছেলের মতো অনাদি প্রাইভেট-টিউটরের কাছে গিয়ে বসলো। তাকে নাড়াচাড়া দিয়ে মাষ্টার মশায় এসে বাপের কাছে রিপোর্ট দাখিল করলেন,—ছেলেটি ফ্র্যাক্শন কষতে পারে না। গ্রামারের টেন্স কাকে বলে, জিজ্ঞাসা করতে চমকে উঠেছে ; এবং "রামের বগলে ফোড়া হয়েছে" এ-কথার ট্রান্স্লেসনে লিখেছে, "Ram's boil is in buggle."

তিনি আরো বললেন, কোচিং-এ তাঁর খ্যাতি আছে এবং অনাদিকে

হাতে নিয়ে সে খ্যাতি তিনি খোয়াতে পারবেন না! এই কথা বলে' মাহিনা নিয়ে মাষ্টার-মশায়টি বিদায় হলেন।

এর পর অনাদিকে নিয়ে বাপ মাসখানেক ঘষামাজা করতে লাগলেন। এবং এ-বয়সে সে চাপ সইতে না পেরে অনাদি একদিন বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

মা কাঁদলেন, ছেলে বুঝি বৈরাগ্য নিয়ে গেল বুদ্ধদেব চৈতন্যদেবের মতো! দাদারা ভেঙ্গচে উঠলো—হ্যাঁ গো হ্যাঁ···তোমার ঘরে চৈতন্যদেব এসে আবার নতুন জন্ম নিয়েছেন। তবে এবারে খোলে চাঁটি দেবেন না; ফুটবলে কিক্ আর ব্যাটে বল মেরে অবতারত্ব প্রমাণ করবেন!

বাপ বল্লেন—কেঁদো না। ক দিন মাঠে চরবে? এই গোয়ালেই আবার তাকে ফিরে আসতে হবে। বন থেকে হাতী বেরিয়ে তাকে শুঁড়ে তুলে রাজার গদিতে বসিয়ে দেবে, সে আশা করো না।

বাপের এ কথার মর্য্যাদা রেখে মাসখানেক পরে অনাদি একদিন সত্যই ফিরে এলো। এসে বললে, সে পালায় নি; শান্তিপুর গিয়েছিল ম্যাচ খেলতে। তারপর সেখান থেকে কেষ্টনগর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদে শীল্ড-ম্যাচ খেলে মেডেল পেয়েছে···মাকে সে মেডেল দেখালো।

রুদ্ধ অভিমান সহসা রোষের তাপে তীব্র হয়ে উঠলো। মা বললেন,—সেইখানে থাকতে পারলে না! ফিরে এলে কেন?

অনাদি বললে—ফিরে এলুম শুধু তোমার জন্যে—তুমি কাঁদবে, তাই। না হলে সেখানে এমন ফ্রেণ্ড পেয়েছিলুম···হুঁঃ, কেষ্টনগরের কুচো···সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খাশা খ্যালে। তার বাড়ীতে আমাকে সে মাথায় করে' রেখেছিল।

পরাজয় মেনে বাপ আর মা বুঝেছিলেন, এ-ছেলেকে মারধোর করে

ঠেলেঠুলে মা-সরস্বতীর পায়ের সামনে কোনোদিন দাঁড় করাতে পারবেন না! তাই অনাদির সম্বন্ধে দায়ে পড়ে' তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। কাজেই অনাদির দিন কাটতে লাগলো এমনিভাবে···তার খেয়াল-খুশী-ভরে!

দিন হয়তো এমনি কাটতো—যদি মা-বাপ চিরদিন বেঁচে থাকতেন।···

বাপ-মা মারা গেলে অনাদি দেখলে, পৃথিবীটা ঠিক খেলাধুলা করবার জায়গা নয়। খেলা দু'দণ্ডের—খেলা যদি কারো দেখতে ভালো লাগে তো সে ক্ষণেকের জন্য! তার পর···

অর্থাৎ এখন বাড়ী ফিরতে দেরী হলে অনাদি দেখে, বেরালে ভাত খেয়ে গেছে; না হয় ঠাকুর হাঁড়ি-কুড়ি তুলে' কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছে! প্রথম প্রথম অভ্যাস-বশে বৌদিদের কাছে অনুযোগ তুলে বলতো,—ঠাকুরের কতখানি আস্পর্দ্ধা দেখেছো বৌদি···

বৌদিরা বলতেন—কি করি, বলো ভাই! ঠাকুর তো আপন-জন নয়। বলে, ভোর থেকে রাত দুটো পর্য্যন্ত কি হেঁসেল নিয়ে থাকবো···?

অনাদি বলতো—তা হলে আমার উপায়?

গম্ভীর-মুখে বৌদিরা জবাব দিতেন—ঠাকুর বলে, আমি পারবো না··· আপনারা অন্য বামুন দেখুন···

এ ব্যাপার দিনে-দিনে বাড়তে লাগলো। শেষে বাড়ীর আবহাওয়া এমন হলো যে অনাদি বুঝতে পারলো, এখানে আর থাকা চলবে না! বন্ধুদের বাড়ী গেল। তারা দুদিন আশ্রয় দিলে। কিন্তু পরের আশ্রয়ে কতদিন থাকবে?

বন্ধুরা বললে—তোমার বাবা যে-সম্পত্তি রেখে গেছেন, দাদাদের সঙ্গে তোমারো তাতে সমান অধিকার তো!

অনাদি কোনো জবাব দিলে না।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলে,—তোমার এই খেলার গুণে যে-কোনো বড় আপিসে গিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে, সে-ই তোমাকে আদর করে' ভালো চাকরি দেবে। সাহেবদের কাছে পাশ-করা জড়ভরতের চেয়ে খেলোয়াড় লোকের আদর ঢের বেশী।

কিন্তু চাকরির দিকে অনাদির কোনোদিনই ঝোঁক নেই! চাকরি করে' কি লাভ? জীবনে সে কোনো দিন বাঁধা রুটীন মেনে চলেনি,—চলতে পারবে না! তার উপর নিজের লোকের কাছে কোনোদিন যে এতটুকু স্নেহ বা কৃপা চাইতে পারেনি, আজ চাকরির জন্য পরের কাছে গিয়ে সে কি করে' কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে!

বাড়ীর স্নেহ-বিমুখতায় তার মন বাইরের জন্য অধীর-আকুল হয়ে উঠেছিল। এবং ঠিক এমনি সময়ে একদিন ভাইয়েদের উকিল অনাদিকে ডেকে তার হাতে হাজার তিনেক টাকা তুলে দিয়ে বললেন—তুমি তো ও-বাড়ীতে বাস করবে না। বাড়ীতে তোমার যা অংশ, তার দাম এই তিন হাজার টাকা নিয়ে ওটুকু তিন ভাইয়ের নামে দলিল লিখে রেজেষ্ট্রী করে' দাও···

অনাদি যেন বর্ত্তে গেল! তিন হাজার টাকা মাত্র নিয়ে সে দলিল লিখে রেজেষ্ট্রী করে' দিলে এবং এই টাকা সম্বল করে' সে বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

ভারতের নানা স্থানে বছর-খানেক ঘুরে আজ তিনদিন সে কলকাতায় ফিরেছে। হাতে এখনো কিছু পুঁজি আছে। ভাবছিল, এবার একখানা জাহাজে চড়ে ভারত ছেড়ে চীন, জাপান, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়ার দিকে পাড়ি দেবে!···

কিন্তু অতখানি লম্বা পাড়ি দেবার মতো সামর্থ্য কৈ? অনেকের মুখে গল্প শুনেছে, নিশুতি-রাতে চুপিচুপি জাহাজে উঠে কোনোমতে তার খোলের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকা—তারপর কূল ছেড়ে

··· একখানা রিক্শ ··· তিনজন লোক ধরাধরি করে'
আর একটি লোককে ··· ৭ পৃষ্ঠা

জাহাজ যখন অথই-সমুদ্রে পাড়ি জমাবে, তখন খোল ছেড়ে ডেকে আসা।···ধরা পড়লেও জাহাজ থেকে জলে নামিয়ে দেবে না···

আজ তিন দিন ধরে' রাত্রে নদীর ধারে সে আসছে···চুপচাপ বসে ঐ ঘুমন্ত জাহাজগুলোর পানে চেয়ে থাকে···ভাবে, কি করে ঐ অগাধ-জলে জাহাজের উপরে গিয়ে উঠবে···

আজো বসে বসে সেই কথা ভাবছিল···

হঠাৎ রিক্‌শ-গাড়ীর টুং-টাং শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখে, রাস্তার ওপারে একখানা রিক্‌শ এসে থামলো···এবং তিনজন লোক ধরাধরি করে' আর একটি লোককে রিক্‌শ-গাড়ী থেকে নামাচ্ছে।

অনাদির বুকখানা কেমন ছাঁৎ করে উঠলো। পরক্ষণে মনে হলো, হয়তো কোনো জাহাজের লোক···বাইরে গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে! কিম্বা হয়তো অসুখ করেছে, তাই তার সঙ্গীরা ···

অবিচল দৃষ্টিতে অনাদি ঐ দিকে চেয়ে রইলো।···লোকগুলো এই দিকেই আসছে।···কোথাও পুলিশের কোনো চিহ্ন নেই! লোকগুলোর ভঙ্গী যেন সংশয়াচ্ছন্ন!

ব্যাপার কি? অনাদি উঠে পথে এসে দাঁড়ালো।

অনাদিকে দেখে লোকগুলো দাঁড়ালো। অনাদি কৌতূহলী হয়ে তাদের সামনে এলো, বললে—এ লোকটির কি হয়েছে?

তারা কোনো জবাব দিলে না···ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে অনাদির পানে তাকালো।

অনাদি বললে—তোমরা কোথা থেকে আসছো?

তাদের মুখে কথা নেই।

অনাদি বললে—কোথায় যাচ্ছ, শুনি...

তবু তারা নিরুত্তর।

অনাদির সন্দেহ হলো। নিজের শক্তির উপর তার বিশ্বাস অপরিসীম। তাই বিনা-বাক্যে সে এবার খপ্ করে তাদের একজনের হাত ধরলো।

যেন দম্ পেয়েছে, এমনিভাবে লোকটা নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে' বলে' উঠলো—কে তুমি লাট-সাহেব যে তোমাকে কৈফিয়ৎ দেবো?

অনাদি সগর্জ্জনে বললে—আলবৎ কৈফিয়ৎ দিবি। এসেছিস চোরের মতো...

বলতে বলতে লোকটার হাতখানা সজোরে সে চেপে ধরলো। সে চাপে তার হাতের হাড় ভেঙ্গে যাবার জো!

সে চেঁচিয়ে উঠলো।

অনাদি বললে—ও তো দেখছি ছেলেমানুষ। এত রাত্রে ওকে কোথায় নিয়ে চলেছিস?

লোকটা এ-কথার জবাব দেবার আগে তার সঙ্গীরা যাকে বয়ে এনেছিল, তাকে পথে নামিয়ে অন্যদিকে ফিরে দাঁড়ালো। অনাদি তাদের পানে চাইবার আগেই তারা সবেগে দিলে অনাদিকে ধাক্কা। সে-টাল সামলাতে না পেরে অনাদি পড়ে' গেল এবং সেই ফাঁকে যে-লোকটাকে অনাদি ধরে ছিল, সে পেলো মুক্তি।

পড়েই অনাদি কিন্তু চট্ করে উঠে দাঁড়ালো। সে লোক দুটো ততক্ষণে ধারালো ছুরি বার করেছে অনাদিকে মারবার জন্য। ছুরি দেখে অনাদি ভীত হলো না।

মারামারির অনেক প্যাঁচ সে জানতো। আত্মরক্ষার উপায়ও তার

অবিদিত ছিল না। ছোটখাট একটা যুদ্ধ চললো···কারো কোনো দিকে লক্ষ্য নেই! সকলের চোখের সামনে যেন আগুনের চাকা ঘুরছে!···

হঠাৎ অনাদির মাথায় প্রকাণ্ড একটা ঘুষি পড়লো। চোখের সামনে আগুনের চাকা ঘুরে' অদৃশ্য হলো! অনাদি দেখলে, চারিদিকে অন্ধকার!

টলতে-টলতে অনাদি রাস্তার উপরে শুয়ে পড়্লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাম্পঙের রাজপুত্র

অন্ধকার কেটে অনাদির চোখের সামনে আবার যখন আলো ফুটলো, সে তখন উঠে বসলো। বসে তাকিয়ে দেখে, সে লোকগুলো সেখানে নেই···সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌শ-গাড়ীখানাও অদৃশ্য হয়েছে। যেখানে রিক্‌শখানা দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে পথের উপর একজন লোক পড়ে আছে!

বুঝলো, যে-লোকটিকে ওরা পাঁজাকোলা করে' বয়ে এনেছিল, সেই লোকটিকেই তারা ঐখানে পথের উপর ফেলে রেখে গেছে! বেগতিক বুঝে? না, আর··· কি কারণ থাকতে পারে?

মনে হলো, লোকটি তাহলে রোগী নয়! নিশ্চয় সে লোকগুলোর কোনো গূঢ় অভিসন্ধি ছিল এবং অনাদি রুখে ওঠার দরুণ হয়তো অভিসন্ধি ব্যর্থ হতে ওকে ওখানে ফেলে তারা পালিয়েছে! কিন্তু লোকটি বেঁচে আছে তো?

বুকে দারুণ দুশ্চিন্তা ও কৌতূহল বয়ে অনাদি এলো সেই লোকটির কাছে। মাথার উপর মেঘের রাশি বিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ করে' তখন চাঁদের

আলো ফুটেছে। চাঁদের আলোয় এবং গ্যাসের আলোয় অনাদি দেখলে, লোকটির বয়স বেশী নয়। প্রায় তার সমবয়সী। বয়স বিশ-বাইশ বছর হবে। তবে তাকে বাঙালী বলে' মনে হলো না··

তাড়াতাড়ি তার গায়ে হাত দিলে। গা গরম। হাত টিপে নাড়ী দেখলে···নাড়ীর স্পন্দন রয়েছে। তা হলে বেঁচে আছে! তবে অজ্ঞান হয়ে আছে!

অনাদি ছুটলো পথের হাইড্রাণ্টের ধারে এবং রুমাল ভিজিয়ে সে-রুমাল নিংড়ে লোকটির মুখে-চোখে জলের ছিটে দিতে লাগলো।··· অচেতন মানুষের চেতনা-সম্পাদনের বহু কৌশল তার জানা ছিল। সেই সব প্রক্রিয়ায় আধ ঘণ্টার মধ্যে তার চেতনা ফিরলো। সে চোখ মেলে চাইলো।

দেখে অনাদির মন খুশীতে ভরে গেল। সে তার পানে দু'চোখের কুতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' চুপচাপ রইলো।

লোকটি কথা কইলে, ইংরেজী ভাষায় প্রশ্ন করলে,—আমি কোথায়?

ইংরেজী ভাষায় অনাদি জবাব দিলে—ষ্ট্রাণ্ডে। প্রিন্‌সেপ্‌স্ ঘাটের কাছে।

লোকটির দু'চোখে বিস্ময় ও ভয় একেবারে জল্‌জ্বল্ করে উঠলো। ভীত স্বরে সে বললে—তুমি কে?

অনাদি বললে—বন্ধু।

সে বললে—তারা পালিয়েছে? সেই গুণ্ডাগুলো?

অনাদি বললে—পালিয়েছে!

লোকটি আরামের নিশ্বাস ফেললে, তারপর কি সংশয়াকুল-দৃষ্টিতে অনাদির পানে চেয়ে রইলো! সে-দৃষ্টি দেখে অনাদি বুঝলো, এর ভয় এখনো যায়নি।

অনাদি প্রশ্ন করলে,—তোমার বাড়ী কোথায়?

লোকটি বললে—আমি তালতলায় থাকি।

অনাদি চমকে উঠলো। তালতলা থেকে রিক্‌শয় চড়িয়ে এই গঙ্গার ধারে এনেছে এত রাত্রে এমনি অচেতন অবস্থায়! চৌরঙ্গীর উপর পুলিশ-কনষ্টেবল রয়েছে, সার্জ্জেন্ট রয়েছে, তাদের চোখে ধূলো দিলে কি করে? তারা একটা প্রশ্ন করলো না যে, তোমরা কারা? এই রাত্রে মুর্দ্দা, না, জ্যান্ত লোক বয়ে কোথায় চলেছো জনহীন মাঠের দিকে? সাহস তো কম নয়!

অনাদি বললে—ওরা কারা?

সে বললে—সে অনেক কথা।···আমাকে একটু জল দিতে পারো? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

অনাদি বললে,—তোমাকে ধরে ঐ বেঞ্চটায় বসিয়ে দি, এসো। বসতে পারবে?

সে বললে—পারবো।

অনাদি বললে—তা হলে তুমি বসো। আমি গঙ্গা থেকে রুমাল ভিজিয়ে আমি জল নিয়ে আসি···কেমন?

সে বললে—বেশ।

অনাদি যাবার উদ্যোগ করলে। কি মনে হলো, ফিরে প্রশ্ন করলে,—ভয় করবে না? আমি চলে গেলে সে-লোকগুলো যদি আবার আসে?

সে বললে—আশ্চর্য্য নয়। তার চেয়ে তুমি যদি আমাকে ধরো তা হলে আমি তোমার উপর ভর দিয়ে নদীর পারে যেতে পারবো।

অনাদি বললে—আমার গায়ে খুব জোর আছে। হেঁটে যেতে হবে না তোমাকে। আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

সে বললে—তোমার কষ্ট হবে।··· আমাকে ধরলে আমি যেতে পারবো।

অনাদি বললে—বিপদের সময় তুমি এ-সব 'ফর্ম্মালিটি' করো না। আমি তোমাকে ঠিক নয়ে যাবো'খন।...

অনাদি একরকম বুকে তুলে তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে এলো। সামনে জেটি।

অনাদি বললে—ঐ জেটিতে নিয়ে যাই...

তাই করলো সে। জেটির উপর এসে অনাদি তাকে নামিয়ে দিলে; বললে—আমি হাতের আঁজলা ভরে' জল আনি...

অনাদি তাকে জল এনে খাওয়ালো। লোকটি আরাম পেলে। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—আমাকে তো রক্ষা করলে...কিন্তু আমার গার্জ্জেন-টিউটর মিষ্টার রাতু...তাঁর যে কি হলো...

এই কথা বলে' লোকটি নিশ্বাস ফেললে। বেশ বড় নিশ্বাস!

অনাদি জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার নাম কি?

সে বললে—আমার নাম সুহাদে।

—তোমার বাড়ী কোথায়? আদ্-বাড়ী?

সুহাদে বললে—বলি-দ্বীপ আর সিলেবিস্ দ্বীপ আছে প্যাসিফিক্ ওশানে...জানো?

অনাদি বললে— জানি। বলি-দ্বীপ তো জাভার পূবদিকে!

—হ্যাঁ। ঐ বলি-দ্বীপ আর সিলেবিশের মাঝে দু'তিনটে ছোট দ্বীপ আছে। তারি একটি দ্বীপের নাম কাম্পঙ। আমার বাড়ী সেই কাম্পঙে।

বিস্ময়ে অনাদির দুই চোখ যেন ঠিকরে পড়লো! কিছুক্ষণ সে অবিচল-নেত্রে সুহাদের পানে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললে—এখানে হঠাৎ?

সুহাদে হাসলো। মলিন মৃদু হাসি। বললে,—আমার বাবা সেখানকার রাজা। আমাকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়েছেন আমার গার্জ্জেন-টিউটর মিষ্টার রাতুর সঙ্গে।...আমাদের দেশে লেখাপড়ার তেমন চলন নেই। বাবার ইচ্ছা, আমি ইংরেজী শিখি। তাহলে দেশের অনেক ভালো করতে

পারবো। ইংরেজী ভাষা শিখলে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করা সম্ভব হবে।

অনাদি বললে—কতদিন তুমি কলকাতায় আছো ?

সুহাদে বললে—প্রায় চার বছর।

—এর মধ্যে দেশে যাওনি ?

—আর-বছর বড়দিনের সময় গিয়েছিলুম। তিন মাস ছিলুম···ফিরেছি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি।

সুহাদে চাইলো নদীর পানে। আকাশের চাঁদ ঢেউয়ের বুকে দুলতে দুলতে যেন হাজার টুক্‌রো হয়ে ভেসে চলেছে···

অনাদি বললে—মিষ্টার রাতুর সম্বন্ধে তোমার এত ভাবনা কেন ?

একটা নিশ্বাস ফেলে সুহাদে বললে—আমার এক বোন আছে। তার নাম বর্ণী। আমার চেয়ে বয়সে বড়। খুব বুদ্ধিমতী। আমার মা মারা গেছেন আজ ছ' বছর। মা মারা যাবার পর বাবার দেহ-মন ভেঙ্গে গেছে। রাজ্যের কাজ-কর্ম্ম তেমন দেখতে পারেন না। আমার দিদি বর্ণী কলকাতায় দু'বছর ছিল। এখানে লরেটোয় পড়তো। মা মারা যাবার এক বছর পরে দিদি বাড়ী যায়; দিদি বাবার সেক্রেটারীর কাজ করতো। আজ পনেরো দিন হলো, দিদি চিঠি লিখেছে, বাড়ীতে ভারী বিপদ। অর্থাৎ আমার এক কাকা আছে। তার নাম নাওলি। কাকা ভারী বদ লোক। বাবাকে সে নাকি কোথায় সরিয়ে দেছে,—দিয়ে রাজ্য নেবার মতলব। অনেক লোককে সে নিজের দলে টেনে নেছে। কাকা এখন চায় আমাকে মেরে ফেলতে। মিষ্টার রাতু শুধু বিদ্বান্, তা নয়,—ভালো পলিটিশিয়ান্। তাই তাঁকে সরিয়ে শেষে আমাকে মারবে, কাকার এই মতলব। দিদি বর্ণী কামপঙ্ থেকে সরে' বলি-দ্বীপে পালিথান বলে' একটা গ্রাম আছে, সেইখানে গেছে। আমাকে চিঠি লিখেছে, সাবধান !

অনাদি বললে—যে লোকগুলো তোমাকে এখানে এনেছিল, তারা তোমার দেশের লোক নয় তো! আমি তাদের দেখেছি···আমার সঙ্গে বেশ একচোট হাতাহাতি হয়ে গেছে!

সুহাদে বিস্ময়ান্বিত নেত্রে অনাদির পানে চাইলো।

অনাদি বললে—তুমি বলো, কি করে' তোমাকে ওরা অমন অজ্ঞান-অবস্থায় এখানে নিয়ে এলো।

সুহাদে বললে—যে-লোকগুলো এনেছিল, তুমি বলছো, তারা আমার দেশের লোক নয়?

অনাদি বললে,—না। তাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমান···আর দু'জন খোট্টা—গাড়োয়ান-ক্লাস!

সুহাদে বললে—আমার দেশের একজন ও-দলে আছে। নাম বলেছিল, টাঙ্কি। সাত-আট দিন আগে ঐ টাঙ্কি আমাদের কাছে এসে কেঁদে বলে, আমার কাকা তাকে মেরে কাম্‌পঙ থেকে তাড়িয়ে দেছে। বললে, কাম্‌পঙে যদি কাকা তাকে দেখে, তাহলে তার শির নেবে। ভয়ে তাই আমাদের কাছে সে আশ্রয় চায়।···আমরা আশ্রয় দি। দুদিন আগে সে বলে, একটা বিলিতি কোম্পানিতে সে ভালো কাজ পেয়েছে। আমাদের দেশ থেকে সে অনেক রকম কাঁচা মাল আমদানির ব্যবস্থা করে দেবে। বললে, মাইনে পাবে কোম্পানির কাছ থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা।···আজ মিষ্টার রাতুকে আর আমাকে নিয়ে একটা হোটেলে আসে। হোটেলটা কলুটোলায়।···সেখানে এক মুসলমান গুণ্ডা বাজে-কথায় মিষ্টার রাতুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাঁকে টানাটানি করে' একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। আমি সে ঘরে ঢুকছিলুম, তখন এই টাঙ্কি আমার হাত ধরে টেনে আনে। এনে বলে, তুমি বসো, আমি দেখছি! তার কথা শুনে আমি বসে রইলুম; টাঙ্কি গেল মিষ্টার রাতুকে গুণ্ডার হাত থেকে

উদ্ধার করতে !···অনেকক্ষণ বসে রইলুম। ট্যাক্সি ফেরে না—মিষ্টার রাতুও না! আমার ভাবনা হলো। আমি উঠে পড়লুম। ওঠবামাত্র দু'তিনজন গুণ্ডা আমাকে ধরে' আমার হাতে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে···

এই পর্য্যন্ত বলে' সুহাদে তার জামার আস্তিন গুটিয়ে ডান হাতখানা অনাদির সামনে মেলে ধরলো। অনাদি দেখে, হাতে ছুঁচ ফুটোনোর দাগ। একটু রক্ত শুকিয়ে আছে।

অনাদি বললে—তারপর ?

সুহাদে বললে—আমি সেই ঘরে গেলুম।··· দেখি, কেউ নেই। ঘরের ওদিকে একটা খোলা দরজা। দরজার ওদিকে সরু একটা গলি। দরজায় এসে গলির দিকে চাইবামাত্র আমার মাথা ঘুরে উঠলো। আমি পড়ে গেলুম।

অনাদি বললে—তোমাকে কখন কে রিক্শয় তুলেছে, জানো না ?

সুহাদে বললে—না।

অনাদি কি ভাবলে···তারপর বললে—সে হোটেল তুমি দেখিয়ে দিতে পারো ?

সুহাদে বললে—রাত্রে বোধ হয় দেখাতে পারবো না। দিনের বেলায় হয়তো দেখিয়ে দিতে পারি···

অনাদি বললে—কাল আমাকে দেখিয়ো···

সুহাদে বললে—কিন্তু মিষ্টার রাতুর যে কি হলো···

অনাদি বললে—ভাবনার কথা !···পুলিশে যাবো ?

সুহাদে বললে—কোনো ফল হবে ?

অনাদি বললে—হয়তো হতে পারে।···কিন্তু পুলিশে গেলেও এখন এ রাত্রে নয়—নিশ্চয়।

সুহাদে চুপ করে চেয়ে রইলো নদীর দিকে।···

•

অনাদির মনের মধ্যে রাজ্যের চিন্তা একেবারে উথলে উঠলো! এ যে মস্ত বড় ষড়যন্ত্র চলেছে বেচারীর বিরুদ্ধে! ওদিকে তার বাপ! ছোটখাট দ্বীপ হলেও সে-দ্বীপের রাজা! আর সুহাদের দিদি বর্ণী রাজকন্যা! শয়তান কাকার ভয়ে বর্ণী রাজ্যছাড়া। এখানে কলকাতার সহরে বাস করছে রাজপুত্র সুহাদে! সঙ্গে তার গার্জেন-টিউটর···ইংরেজের রাজ্য···আইনের রাজ্য! পুলিশের দেশ! এখানে মানুষের পিছনে এমন মারাত্মক গুণ্ডা লেলিয়ে দেছে!···

তারপর···?

তারপর শুধুই অন্ধকার···অন্ধকার!···সে-অন্ধকারে চিন্তার গতি রুদ্ধ হলো।

কিন্তু পরের কথা পরে···

এখন বেচারী সুহাদে···

অনাদি বললে—আমার সঙ্গে এসো সুহাদে, কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দেবে। তারপর কাল আমাদের কাজ সুরু হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোয়েন্দাগিরি

সে রাত্রে অনাদির ভালো ঘুম হলো না। সুহাদে, রাতু, সুহাদের বাবা, দিদি বর্ণী···সকলকে কেন্দ্র করে' চিন্তার পর চিন্তা তার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে তুললো। শোবার ঘরে নিজের বিছানাটি সে ছেড়ে দিয়েছিল সুহাদেকে। সুহাদে ভীষণ আপত্তি জানিয়েছিল···অনাদি তাকে বুঝিয়ে দিলে, সে অনাদির অতিথি ; এবং বাঙালী-জাত অতিথিকে দেখে দেবতার মতো ! আরো বললে—যদি তোমার সঙ্গে আমি কামপঙে যাই সুহাদে, তাহলে তোমার বিছানা আমাকে দিয়ো, শোধেবোধ হয়ে যাবে।

সুহাদে বললে—তুমি যাবে কামপঙে ?

অনাদি বললে—ইচ্ছা হচ্ছে, যাই। লাঠালাঠির ব্যাপার যদি ঘটে, তোমার তরফে বাঙালী সেনাপতি এই অনাদি দাঁড়িয়ে যদি তোমার usurper কাকার হাত থেকে রাজ্যটি ছিনিয়ে নিতে পারি, তাহলে ইতিহাসে একটা নাম থাকবে !

সুহাদেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অনাদি বসে রইলো একখানা চেয়ারে। তার মাথায় তখন রাজপুতানার ইতিহাস জেগে উঠেছে !··· রাজ্যহারা রাজা···তাঁর দুই অসহায় ছেলেমেয়ে সুহাদে আর বর্ণী।···একবার এঁদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে দিয়ে দেখে, পরিণামে কি হয় !

তার মন বাইরের পৃথিবীর বুকে নিজেকে ছড়িয়ে দেবে বলে' আকুল হয়েছিল, ভাবলে, ভগবান্ হয়তো তাকে মস্ত বড় সুযোগ দিচ্ছেন···সে যদি অভিযানে বেরোয়···

সকালে উঠে চা এবং টোষ্ট-রুটিতে সুহাদের অভ্যর্থনা সেরে অনাদি বললে,—আমি কি ভাবছিলুম জানো সুহাদে?

সুহাদের মন তখন একেবারে যেন খালি হয়ে গেছে! কোনো চিন্তা সে মনে স্থান পায় না! বসে' বসে' সে ভাবছিল, এ কি স্বপ্ন দেখা চলেছে? দিদির চিঠি···কালকের হোটেল···রাতুর অন্তর্দ্ধান···এখানে তার আশ্রয়··· দুর্দ্দিনের বন্ধু অনাদি···

অনাদির প্রশ্নে সুহাদে অনাদির মুখের পানে চেয়ে রইলো···

অনাদি বললে—ভেবে ঠিক করলুম, পুলিশ-টুলিশ নয়।··· আমার নিজের এমন শক্তি আছে, যে সে গুণ্ডাগুলোকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি।···শুধু হোটেলটা খুঁজে বার করা···

সুহাদে বললে—সে-হোটেল আমি দেখিয়ে দেবো···

অনাদি বললে—কিন্তু ওদিকে তোমাকে নিয়ে যাবো না। এ-সব গুণ্ডার দলে এমন কাপুরুষের অভাব নেই—পাঁচটা টাকা পেলে যারা পিছন থেকে পিঠে ছোরা চালিয়ে দেবে!···তুমি এইখানে থাকো। তোমার তালতলার ঠিকানা দাও। সেখানে আমি মিষ্টার রাতুর সন্ধান নেবো। তাছাড়া হোটেল তো আছেই! তুমি বলছো, কলুটোলায় হোটেল!···আচ্ছা, বলতে পারো, হোটেলটা কলুটোলা ষ্ট্রীটের উপর? না, ঐ অঞ্চলে কোনো গলির মধ্যে?

সুহাদে মনে-মনে হোটেলের জিওগ্রাফি যতখানি পারে, ভেবে দেখলো। দেখে' সে বললে—হ্যাঁ, একটা গলি। সেই গলিতে হোটেল। হোটেলের পাশে একটা মোষের খাটাল আছে···

মহা-উৎসাহে অনাদি বললে—ও···তাহলে কুছ [illegible]য়া নেই···সে হোটেল আমি বার করবোই।···এখনি আমি বেরুচ্ছি। তোমার তালতলার ঠিকানা দাও। আর আমি চলে গেলে তুমি এ-ঘরে দরজা বন্ধ করে' থাকবে···। আমি ছাড়া যে-কেউ ডাকুক, খবর্দার, দরজা খুলবে না।···

তালতলার ঠিকানা জেনে নিয়ে অনাদি বেরিয়ে গেল। সুহাদে অনাদির পরামর্শ-মতো ঘরে খিল এঁটে দিয়ে বসলো। কখানা স্পোর্টিংএর বই ছিল। সুহাদে সে বইগুলোর পাতা উল্টোতে লাগলো।···

মেশ থেকে বেরিয়ে অনাদি প্রথমে গেল সুহাদের তালতলার বাসায়। একটা গলির মধ্যে বাড়ী। একতলা বাড়ী। বাড়ীতে ছিল একটা খোট্টা চাকর। তাকে প্রশ্ন করে' অনাদি শুনলে, মনিব আর তার মাষ্টার আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কাল সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে গেছে, এখনও পর্য্যন্ত কেউ ফেরেনি!

অনাদি চলে আসছিল।···তার মাথায় মতলব জাগলো। ফিরে চাকরটাকে বললে—আমি পুলিশের লোক। থানা থেকে আসছি। তুই বাড়ীর তালা বন্ধ কর্। কেউ এলে চাবি খুলবি না। যে-লোকের সঙ্গে তোর মনিবরা কাল বেরিয়েছিল, সে-লোক যদি আসে, তাকে বসতে বলবি, বলবি, তোর মনিব এসে বলে গেছে, সে যেন বসে থাকে। সে-লোকের নাম টাঙ্কি। যে আসবে, নাম জিজ্ঞাসা করবি, বুঝলি।

চাকরটা বললে—জী···

অনাদি বললে—মাষ্টারজী যদি ফিরে আসেন, তাহলে বলিস, তোর মনিব ভালো আছে। একজন বাবুর বাড়ীতে আছে। সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরবেলায় বাসায় আসবে।

চাকরকে উপদেশ দিয়ে অনাদি এলো কলুটোলায় হোটেলের সন্ধানে।··· এ-গলি সে-গলি ঘুরে সুহাদের কথামতো মোষের খাটাল মিললো। কিন্তু তার পাশে হোটেল কৈ?

হোটেল মিললো না।

অনাদি ভাবলো, হয়তো হোটেল নয়···তারা হোটেলের ফাঁদ পেতেছিল এদের দুজনকে কায়দায় ফেলে বন্দী করবার অভিপ্রায়ে!

খাটালের অন্য দিকে এক ভদ্রলোকের বাড়ী। সে বাড়ীর বাইরের ঘরগুলোয় দোকান। খাটালের অন্যদিকে বস্তী।

মনে পড়লো, যে-ঘরে রাতু ঢুকেছিল, সে-ঘরের গায়ে একটা সরু গলি—গলির দেখা মিললো…কিন্তু তার গায়ে যে-ঘর, সে-ঘরে তালা দেওয়া।

বুঝতে বাকী রইলো না, ঐ তালা-বন্ধ ঘর কাল হোটেলের মূর্ত্তি ধারণ করেছিল।

তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদের কৌশলের তারিফ করতে হয়!

খাটালের সামনে এসে অনাদি দাঁড়ালো। খাটালের সামনে একটা দড়ির চার-পায়ায় বসে ক'জন গুণ্ডা-চেহারার খোট্টা কথা কইছিল। অনাদি খানিকক্ষণ তাদের লক্ষ্য করলে। কাল রাত্রে গঙ্গার ধারে দু'জন খোট্টা ছিল—এদের মধ্যে যদি সে দু'জনের দেখা পায়?

কিন্তু না…

অনাদি ধৈর্য্যরক্ষা করতে পারলো না। সেই খোট্টাদের কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করলে,—জমাদার-সায়েব, এ ঘর কি কাল রাত্রে এমনি তালাবন্ধ ছিল?

তারা বললে,—না বাবুজী। ও-ঘর সন্ধ্যার সময় খোলা হয়। একজন লোক হোটেল খুলেছে। দিনের বেলায় সে অন্য কাজে যায়; সন্ধ্যায় এসে হোটেল খোলে!…

অনাদি দেখলে, সুহাদের নির্দ্দেশে ভুল হয়নি এবং সেও ঠিক জায়গায় এসেছে! সে বললে,—যার হোটেল, তার নাম জানো পাঁড়েজী?

খোট্টাদের মধ্যে একজন বললে—হামলোক পাঁড়ে নেহি বাবুজী… তেওয়ারি।

অনাদি বললে—ও…তা, এ হোটেলের মালিকের নাম?

তেওয়ারী বললে—তার নাম হামিদ। রমজান্ গুণ্ডা ছিল; হামিদ তার ছোট ভাই···

—দিনের বেলায় হামিদ কি করে?

তেওয়ারী বললে—হামিলোক তা জানে না বাবুজী। বদ্মাস আদ্মী··· কেত্তা কাম হ্যায়!···কাহে, বোলিয়ে তো?

অনাদি বললে—কাল রাত্রে আমাদের একজন লোককে মেরেছে। যে মেরেছে, আমি তাঁর খোঁজ করছি!···তোমরা জানো তেওয়ারীজী?

তারা বললে, না। তারা সন্ধ্যার পর আর এদিকে থাকে না। তারা থাকে বেলগেছেয়। সেখানে বাগান আছে—বড় খাটাল আছে। এখানে তাদের লোকজন থাকে।

অনাদি বললে—তোমাদের লোকজন যদি কালকের কথা কিছু বলতে পারে···একবার মেহেরবাণি করে যদি···

তেওয়ারী বললে—বেশ···

তেওয়ারী ডাকলো তার ভৃত্য লছমনকে। তাকে প্রশ্ন করে কোনো রহস্য ভেদ হলো না। সে বললে,—এ হোটেলে নিত্য ঝামেলা হয়···যত গুণ্ডা বদমায়েস এসে জমে। চেঁচামেচি গোলমাল তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে; কাজেই বিদম-রকম কিছু না ঘটলে ও গোলমালে তাদের নজর পড়ে না।

অনাদি নিরাশ হলো।···রাতুর খপর তাহলে কি করে' পাওয়া যায়? অথচ না পেলে নয়!

সে স্থির করলে, হোটেলের মালিকের নাম তো পাওয়া গেছে··· হামিদ। সন্ধ্যার সময় সে এসে হোটেল খোলে এবং তখন এ সব নিত্যকার শয়তানী-পালার অভিনয় সুরু হয়। সেই সময় সে আসবে এবং আসবে মুসলমান সেজে!···তা ছাড়া এ রহস্য ভেদ করবার অন্য কোনো উপায়

আর নেই! এবং তখন এলে হয়তো কাল রাত্রের সেই বদমায়েসগুলোর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

তাই স্থির করে' অকারণ ঘোরার চিন্তা ছেড়ে অনাদি ফিরে মেশে এলো। বেলা তখন দশটা বেজে গেছে।

ঘরে এসে দেখে, স্থহাদে ঘুমোচ্ছে। ডেকে তার ঘুম ভাঙ্গালো।

জেগে উঠে বসে স্থহাদে প্রশ্ন করলে,—কোনো খপর পেলে, বন্ধু?

অনাদি বললে—মিষ্টার রাতুর সন্ধান পাই নি, তবে সে-হোটেলের সন্ধান পেয়েছি। হোটেলের মালিকের নাম পেয়েছি। আজ সন্ধ্যার পর মুসলমান খদ্দের সেজে হোটেলে যাবো। লোকগুলি তোমাকে রিক্‌শয় তুলে গঙ্গার ধারে গিয়েছিল, তাদের দেখা পাবো বলে' মনে হয়। এবং একবার যদি তাদের দেখা পাই, তাহলে জেনো, এ রহস্য ভেদ করে' আমি মিষ্টার রাতুর উদ্ধার সাধন করবোই।

স্থহাদে বললে—তুমি একা পারবে?···তার চেয়ে যদি পুলিশের সাহায্য নাও···

অনাদি বললে—না। পুলিশে যাবো না। পুলিশে গেলে জানাজানি হবে এবং তাহলে ওরা এত বেশী সতর্ক হবে যে আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবো না। তুমি ঠিক জেনো বন্ধু, তুমি-আমি পুলিশে গেছি বা যাচ্ছি কি না, সে সম্বন্ধে ওরা খপর রাখছে···এবং সে খপর পাবামাত্র ওরা মিষ্টার রাতুকে এমন অন্ধকূপে বন্ধ করে রাখবে যে আমরা ইহজন্মে তাঁকে বার করতে পারবো না! তার চেয়ে ছদ্মবেশে আমি ওদের পাছু নেবো··· ওরা জানতে পারবে না এবং আমার মনে হয়, এই উপায়ে আমি মিষ্টার রাতুকে আবিষ্কার করবোই!

একটা নিশ্বাস ফেলে স্থহাদে বললে—মিষ্টার রাতু কি বেঁচে আছেন?···

আমার ভয় হয় বন্ধু, ওরা তাঁকে হয়তো খুন করেছে! গুম খুন! কেন না, তিনি পণ্ডিত লোক—পলিটিক্স জানেন! তিন বৎসর বিলেতে ছিলেন। তিনি হয়তো দারুণ এজিটেশন সুরু করবেন এবং কাকার ভয়, তাহলে সারা জীবনে নিশ্চিন্ত নিরাপদ হবেন না!...

অনাদি বললে,—এত শীঘ্র এবং এত সহজে ওঁর মতো লোককে মারতে পারবে না। বিশেষ তুমি যখন ওদের হাত ফসকে পিছলে সরে পড়েছো, তখন মিষ্টার রাতুকে মেরে ওদের খুব বেশী লাভ হবে না। তুমিও তো ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কিম্বা অন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে এ-কথা তুলে সুবিচার চাইতে পারো তোমার usurper কাকার বিরুদ্ধে।...তবে এবার যদি তোমাকে হাতে পায়, তাহলে মিষ্টার রাতুকে মারতে একতিল বিলম্ব করবে না...কিন্তু এখন ও-সব ভেবে কোনো লাভ নেই—স্নানাহার করা যাক, এসো।

উৎকণ্ঠিত স্বরে সুহাদে বললে—তুমি ভাবো বন্ধু, ওরা তোমাকে 'ফলো' করছে না?

অনাদি বললে,—সে-কথা আমার মনে হয়েছে!...আসতে আসতে কতবার থমকে দাঁড়িয়ে চারিধারে তাকিয়েছি, তার ঠিক নেই! কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনো ছায়া আমায় ফলো করছে, দেখিনি!...এত সহজে তোমার সন্ধান ওরা ছাড়বে না...আমাকেও ছাড়বে না। এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়...এর সঙ্গে কামপঙের পলিটিক্স জড়িয়ে আছে যে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হবিব্

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতু আর সুহাদের জিনিষপত্র লরির উপর তুলে তালতলা থেকে অনাদি নিজের মেশে এনে ফেললো। সুহাদের একটা চাকর ছিল। খোট্টা চাকর। তাকে মাহিনা চুকিয়ে বিদায় করে দিলে। কি জানি, তাকে এখানে আনলে যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে' গুপ্তচরের মতো বদমায়েসগুলোর কাছে তার খপর-বার্ত্তা ছায়! লরি আনলো সে অনেক ফন্দীতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। প্রথমে শেয়ালদা ষ্টেশনে—যেন ট্রেণে কোথাও যাবে। শেয়ালদায় মালপত্র নামিয়ে লরির ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় করে দিলে; তারপর সেখান থেকে কতক মুটের মাথায়, কতক ট্যাক্সিতে তুলে মালপত্র আনলে নিজের বাসায়। পথে সে বেশ হুঁশিয়ার রইলো, কোনো লোক তার উপর নজর রেখেছে কি না! এমনি সতর্কভাবে তার ঠিকানার কোনো হদিশ্ না দিয়ে অনাদি মেশের ঘরে সুহাদের জিনিষপত্র তুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

এ-কাজে সন্ধ্যা হয়ে এলো। মেশের একটা কামরা নিয়ে জিনিষপত্র সে-কামরায় রাখা হলো।

সুহাদে বললে—মাষ্টার মশায়?

অনাদি বললে—আজ এদিককার কাজ চুকলো। তালতলার পোষ্ট-অফিসে বলে এসেছি, তোমাদের নামে যে-সব চিঠিপত্র আসবে, সেগুলো আমার ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করে' পাঠাবে।...কাল মিষ্টার রাতুর সন্ধানে কোমর বেঁধে লাগবো।

সুহাদে বললে—এ ব্যাপারে অনেক টাকা-পয়সার দরকার। ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে···

—কোন্ ব্যাঙ্ক ?

সুহাদে বললে—পেনাঙ্ ব্যাঙ্ক।

—কত টাকা ?

সুহাদে বললে—তা প্রায় সতেরো-আঠারো শ' টাকা।

অনাদি বললে—টাকা নিরাপদ জায়গায় আছে। তার জন্য কিসের ভাবনা ?

সুহাদে বললে—আমার কাজে অনর্থক তুমি কেন টাকা খরচ করবে বন্ধু?···আমাকে বাঁচিয়ে এমন আশ্রয় দেছ, তোমার ঋণ কখনো শোধ দিতে পারবো না···! ভাবছিলুম, আর-জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে নিশ্চয় !

অনাদি বললে—ছিলুম তো ! আর-জন্মে তোমার ভাই ছিলুম···এ জন্মে তোমার বন্ধু।

এত দুঃখে সুহাদের মুখে হাসি ফুটলো। সুহাদে বললে,—সত্যি তাই।

অনাদি বললে—শোনো তবে কালকের প্রোগ্রাম। সারা দিন ঘুরতে ঘুরতে মনে-মনে এ প্রোগ্রাম তৈরী করেছি···

—বলো···

অনাদি বললে,—কাল মিষ্টার রাতুর সন্ধান···

বিমর্ষ মুখে সুহাদে বললে—কোনো সন্ধান পাবে না। হয় তাঁকে খুন করেছে, না হয় মারবে বলে' কোনো অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রেখেছে।

অনাদি কি ভাবছিল !···বললে—কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার কি দরকার ?···মুসলমান সেজে হোটেলে যাবো ভেবেছিলুম। আজ এই ঘোরাঘুরি গেছে···তা বেশ, স্নান করে' কিছু খেয়ে নি···তারপর যাবো সেই হোটেলে···

সুহাদে বললে—কিন্তু সারাদিন এত ঘুরেছো—শেষে অসুখ করে যদি ?··

হেসে অনাদি জবাব দিলে—অসুখের ভয় করো না···আমার শরীর বাবুর শরীর নয়। আমি আজ রাত্রে বিশ্রামের কথা বলেছিলুম এই জন্য যে, তুমি একলা থাকবে !··হয়তো সারা রাত আমি ফিরবো না···কিন্তু না, একটা রাত্তির চুপচাপ কেন থাকি ? একরাত্রে তারা অনেক কিছু করতে পারে ··

সুহাদে বললে—যা ভালো বোঝো, করো বন্ধু। আমার মন যেন পাথর হয়ে আছে···বুদ্ধিশুদ্ধি সব সে-পাথরের তলায় চাপা পড়েছে !···

অনাদি স্নানাহার সেরে একটা এ্যামেচার-থিয়েটারের আখড়ায় চলে' গেল। সেখানে পয়সা দিতে তারা তাকে এমন মুসলমান গুণ্ডা সাজিয়ে দিলে যে, আয়নায় নিজের সে-মূর্ত্তি দেখে অনাদি অবাক্ ! পরণে লুঙ্গি, গোঁফ-দাড়ি···মুখের শ্রী অবিকল মুসলমান গুণ্ডার মতো।

আখড়া থেকে বেরিয়ে সে লোভ সম্বরণ করতে পারলো না। এলো নিজের মেশে···এবং এসে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে উঠলো। তাকে দেখে মেশের অন্য লোকজন ভয়ে সন্ত্রস্ত ! কম্পিত বুকে অনেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে' দিলে···যে দরজা বন্ধ করতে পারলো না, দুচোখ কপালে তুলে' সে মনে-মনে দুর্গা-নাম জপ করতে লাগলো।···

অনাদি এলো তার নিজের ঘরের সামনে। দরজা ভি[illegible] থেকে বন্ধ। বন্ধ-দরজায় অনাদি টোকা মারলো।

দরজা খুলে সুহাদে সে-মূর্ত্তি দেখে চীৎকার করে' উঠলো। হেসে অনাদি বললে—ভয় নেই বন্ধু···আমি ! আমি !

গলার স্বর শুনে সুহাদের ভয় ভাঙ্গলো। সে বললে—এ সাজে সেজেছো…

অনাদি বললে—যে-দলে গিয়ে মিশতে হবে, সে-দলের যোগ্য বেশে সাজা চাই তো!…জানো তো সেই প্রবচন—birds of the same feather flock together…

সুহাদে বললে—এ চেহারা দেখলে কারো মনে সন্দেহ হবে না…

অনাদি বললে—তা হবে না। তবে ভয় হচ্ছে, এ চেহারা নিয়ে কলু-টোলায় পৌঁছুতে পারবো কি না!

—কেন?

অনাদি বললে—পথে পুলিশে না গ্রেফ্তার করে…

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুহাদে বললে—তাহলে যাবে কি করে?

অনাদি বললে—একখানা রিক্শায় চড়ে যাই…গুণ্ডারা'ও তো ভদ্রভাবে সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলে।…তবে গলি-রাস্তা দিয়ে যাবো—বড় বড় মোড়গুলো বাঁচিয়ে…

অনাদি আর দাঁড়ালো না…মেশ থেকে বেরিয়ে পথে একখানা রিক্শ নিয়ে তার উপর চেপে বসলো; বসে' রিক্শওয়ালাকে বললে—কলুটোলা চল্…

ঠুং-ঠাং ঘণ্টাধ্বনি তুলে রিক্শ ছুটলো অনাদির নির্দ্দেশ-মতো গলি-পথ দিয়ে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কলুটোলা। সেই হোটেল; এবং খাটালের পাশে যে-ঘর অনাদি সকালে তালাবন্ধ দেখে গিয়েছিল, সে ঘর এখন দেখলো, সরাইখানার মূর্ত্তি ধরেছে! বসবার জন্য বেঞ্চ পাতা…বেঞ্চের সামনে আর একটু উঁচু বেঞ্চ…বেঞ্চে নানাবিধ মূর্ত্তি…ভোজনে-রসালাপে এবং বাদ-বিসম্বাদে সব নিমগ্ন!

কোণের দিকে একটা টেবিল ঘিরে একদল লোক মহা-কলরবে খেলায় মত্ত। তাদের ঘিরে ক'জন দর্শক। টাকা-পয়সার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে···সেই সঙ্গে উচ্চ হাসি আর চীৎকার!

অনাদি বুঝলো, ওখানে জুয়ো-খেলা চলেছে!

একবার সে ঘরময় ঘুরে লোকগুলোকে দেখে নিলে। না, কাল রাত্রের কাকেও সে-দলে দেখা গেল না!···

অনাদি একটা বেঞ্চে জায়গা দেখে বসলো। কিন্তু চুপ করে' বসে থাকা ভালো দেখায় না! অথচ এ-নরকের কোনো-কিছু খাবার মুখে দিতে প্রবৃত্তি হয় না!···খাওয়ার কথা মনে হলে গা কেমন করে' ওঠে! ভাবলে, উপায় কি?

একটা চাকর এসে প্রশ্ন করলে—কিছু চাই?

অনাদি বললে—করিম এসেছে? করিম?

মন-গড়া নাম!···ঐ নামটা হঠাৎ মনে এলো, তাই বললে করিম!

চাকরটা বললে—কোন্ করিম?

তাইতো!

অনাদি বললে—কলাবাগানের করিম। সেই যার সাদা ঘোড়া-জোতা টম্‌টম্ আছে···

চাকরটা কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলো, তার পর বললে—সাদা ঘোড়ার করিম! না, চিনতে পারছি না। এখানে আসে তিনজন করিম। একজনের বাড়ী রাজাবাজার; তার কোকেনের কাজ আছে। আর একজন থাকে খিদিরপুরে—সে আসে গাড়ী চড়ে! কিন্তু সাদা ঘোড়ার টমটম নয় তো··· কালো ঘোড়ার পাল্‌কী-গাড়ীতে আসে। তেস্‌রা করিম হলো রহিমের ভাই···মেছোবাজারের মাংসওলা রহিম···তার ভাই।

অনাদি বললে—কিন্তু এ রহিম কলাবাগানে থাকে। আমার দোস্ত

হয়। এদিকে একটা কাজ আছে···আমাকে বলেছিল, এই হোটেলে এসে তার জন্য বসে থাকতে। রাত নটার মধ্যে সে আসবে, বলেছিল।

কে জানে, হয়তো কোনো খদ্দের! চাকরটা বললে—তাহলে বসো···

চাকরটা চলে যাচ্ছিল। অনাদি ডাকলো—শুনচো?

চাকর ফিরে দাঁড়ালো, বললে—আমাকে ডাকচো?

—হ্যাঁ।···মানে, তোমাদের মালিকের সঙ্গে একবার দেখা হয় না? তাহলে করিমের কথা তাকে বলি।

চাকর বললে—মামুদ সাহেব? দেখি, আছে কি না···

এই কথা বলে' ঘরের প্রান্তে যে দরজা পর্দ্দা-ঢাকা, সেই দরজা দিয়ে চাকরটা ওদিকে বেরিয়ে গেল। অনাদি একদৃষ্টে তার পানে চেয়েছিল। এ-ঘরের বাইরে আর একটা ঘর আছে। যার হোটেল, তার সঙ্গে তাহলে ও-ঘরের সম্পর্ক আছে!···

সে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলো সেই দরজার পর্দ্দার দিকে। ঘরের মধ্যে নানা কলরব-কলহের ধ্বনি মিশে ঘরটাকে প্রায় বাজারের মতো সরগরম করে তুলেছিল!

প্রায় দশ মিনিট পরে পর্দ্দা সরিয়ে চাকরটা ফিরে এলো। এসে অনাদিকে বললে,—মামুদ সাহেব তোমার নাম জিজ্ঞাসা করলে···

অনাদি বললে—আমার নাম বললে কি তোমার সাহেব চিন্‌তে পারবে? আমি তো কলকাতায় থাকি না। আমি থাকি মেটেবুরুজে। করিম চিঠি দিয়ে আমাকে আনিয়েছে। কি একটা কাজ আছে। লিখেছিল, দুদিন আগে আসতে। তা আমার চাচীর অসুখ ছিল বলে' দেরী হয়ে গেছে। বিকেলে এসে করিমের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। করিম বললে—এইখানে যেন রাত নটার আগে আসি।···

চাকরটি বললে,—তাহলে মামুদ সাহেবকে আমি কি বলবো?

—এই কথাই বলো গে'…শুনলে তো আমার কথা।

চাকর বললে—শুনলুম। কিন্তু সায়েব বললে, কে আমায় ডাকে, তার নাম জেনে আয়।…তোমার নাম বলো…

একটু ভেবে অনাদি বললে—বলো গে আমার নাম হবিব। মেটেবুরুজ থেকে এসেছি।

চাকরটা আবার চলে গেল। অনাদির মনে চিন্তার লহর বইতে লাগলো। মামুদ যদি আসে? যদি জিজ্ঞাসা করে, কি কাজ?…একটা জুৎসই কথা তাকে বলতে হবে এবং সে কথায় সুহাদের ব্যাপারের একটু ইঙ্গিত যদি দেওয়া যায়, তাহলে এ নরকে পদার্পণ সার্থক হয়।

অনাদির চিন্তার মধ্যে মোটা-সোটা লম্বাচওড়া এক জোয়ান লোক ওদিককার পর্দ্দা ঠেলে এ-ঘরে এসে উদয় হলো। চেহারা দেখলে মনে হয়, কোনো দুষ্কর্ম্মে এ লোকটির ভয়-ডর দূরে থাক, যেন একটা ঝোঁক আছে! লোকটাকে দেখে মনে হলো,…মূর্ত্তিমান বিভীষিকা!

মূর্ত্তির পিছনে সেই চাকরটা! তাকে নির্দ্দেশ করে' চাকরটা দেখালো। জোয়ান লোকটি তখন অনাদির সামনে এসে দাঁড়ালো। সে কাছে আসতে অনাদি উঠে দাঁড়ালো এবং বেচারার মতো দীন কণ্ঠস্বরে মলিন একটু হাসির রেখা মুখে এঁকে বললে—সেলাম!

সে-সেলামকে মামুদ গ্রাহ্যের মধ্যেই ধরলো না…দৃঢ় কর্কশ স্বরে বললে, —কি চাই?

খুব বিনীত কণ্ঠে অনাদি বললে,—করিম বলে দেছে, এখানে তার জন্য অপেক্ষা করতে। সায়েবের সঙ্গে তার কি পরামর্শ আছে।

মামুদ বললে—কলাবাগানের করিম বলছো, কিন্তু কলাবাগানে কে করিম, আমি জানি না তো…

মৃদু হেসে অনাদি বললে—সায়েব তাকে জানেন না—কিন্তু সায়েবকে সে

জানে। খুব জানে। আমাকে বলেছে, সায়েবের সঙ্গে শলা না করে' সে কিছু করবে না।

মামুদ বললে,—কি কাজ?

অনাদি বললে—আমি সবটুকু জানি না। আমাকে চিঠি লিখে আনিয়েছে মেটেবুরুজ থেকে।

অনাদিকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে' মামুদ বললে—তোমার নাম কি?

অনাদি বললে—আমার নাম হবিব।

মামুদ বললে—বেশ, বসো⋯তোমার করিম আসুক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিকাশীপাড়ায়

রাত প্রায় সাড়ে নটা পর্য্যন্ত অনাদি বসে' সরাইয়ের কাণ্ড দেখতে লাগলো। কত রকমের লোক যাতায়াত করছে,—কারো চেহারায় বা আচরণে এতটুকু ভদ্রতার খোলশ পর্য্যন্ত নেই! অনাদিকে সেই চাকরটা এসে বললে—তোমার করিম এলো, মিয়া?

অনাদি বললে,—না।

চাকটা বললে—কি করবে?

অনাদি বললে—কতক্ষণ তোমাদের হোটেল খোলা থাকবে?

সে জবাব দিলে—সরাই খোলা থাকে প্রায় সারা রাত। তবে দশটা বাজলে আমরা দরজা বন্ধ করে রাখি। দশটার পর জানা-শোনা লোক ছাড়া আর কাকেও এখানে থাকতে দেওয়া হয় না।

অনাদি বললে—আমাকে তাহলে আর আধ ঘণ্টা পরে সরতে হবে?

চাকরটা বললে—তাই···

চুপ করে অনাদি কি ভাবতে লাগলো। চাকরটা তার গা ঘেঁষে এসে বললে—কি তোমার কাজ, আমায় বলবে?

অনাদি তাকে বেশ করে নিরীক্ষণ করে' বললে—আমার কাজ দুটো। পয়লা কাজ, ঐ করিমের সঙ্গে। বড়বাজারে কে থাকে মাড়োয়ারী—নাম মোহনলাল খাণ্ডেলওয়ালা। তার একটা ছেলে আছে। সেই ছেলেটাকে তার এক ভাই সরিয়ে দিতে চায়। ছেলের বয়স পাঁচ বছর।··· মোহনলালের বয়স হয়েছে ষাট। তার অসুখ। বেশী দিন বাঁচবে না। মোহনলালের ভাই চায় ও-ছেলেকে সরাতে—তাহলে যত কিছু বিষয়, সব তার হবে!···করিম আমায় বলেছিল···দু'হাজার টাকা দেবে। আমি বলেছিলুম, পাঁচ হাজার টাকা শুধু যদি আমাকে ছাড়, তাহলে পারি।··· বোধ হয়, ওরা রাজী হয়েছে। তাই করিম চিঠি লিখেছে আসবার জন্য।···বলো কি, ওরা পাবে বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা···আর আমাদের বেলায় এমন কঞ্জুষপনা! হুঁঃ! এই যে দিন পনেরো আগে একজন বিদেশী এসে ধরেছিল তালতলা থেকে একটি ছেলেকে সরাতে—তার মাষ্টারকে শুদ্ধু। আমি বলেছিলুম, দশ হাজার টাকা নেবো। তারা বললে,—দেড় হাজার! আমি রাজী হলুম না···

চাকরটা বললে—ও···। তা তালতলার সে কাজটা করলে ঐ ফজলুর ভাইপো জলিল। এই তো কাল রাত্রের কথা।···

অনাদির বুকখানা ফুলে যেন দশ হাত হলো! অনাদি বললে,—কোন্ জলিল?

—জানো না? সে থাকে নিকারীপাড়ায়···

অনাদি বললে—কত টাকায় এ-কাজ করলে?

চাকরটা বললে—বারো-শো টাকা···

—ছ্যাঃ! এরাই দেখছি বাজার মাটী করবে। আমি পাঁচ হাজারের নীচে কাজ করি না।···আর জলিল এতেই রাজী হলো? হুঁঃ! তোমার সায়েব কিছু বললে না তাকে?

চাকরটা বললে—সায়েব লোক দিয়েছিল হু'জন। তাদের জন্য সায়েব পাঁচশো টাকা নিয়েছে।···সায়েব বললে, খাঁকৃতির সময়—যা পাচ্ছিস, ছাড়িস নে রে···

অনাদি বললে—বারো-শো টাকায় হু'জনকে সরানো···আরে ছ্যাঃ!

তারপর সে ভাবলো, খপর তো পাওয়া গেছে··এখন নিঃশব্দে সরে' পড়তে পারলে বাঁচে! সে বললে—তোমার নাম কি ভাই?

চাকরটা বললে—আমার নাম বাচ্ছু···

অনাদি তার হাতে একটা টাকা দিলে; দিয়ে বললে,—শোনো ভাই বাচ্ছু, আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। করিম এলে তাকে বলো, হবিব তার জন্যে পৌনে দশটা পর্যান্ত অপেক্ষা করেছিল।··· যদি তার পার্টি রাজী থাকে, তাহলে কাল যেন সে ট্যাঙরায় করিমের চাচার বাড়ীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে···সকালে। আমি আজ রাত্রে ট্যাঙরায় থাকবো। কাল বেলা দশটায় মেটেবুরুজ ফিরবো···বলবে?

একটা আশা পেয়ে বাচ্ছু মহা-খুশী। সে বললে—নিশ্চয় বলবো।··· তা তুমি কিছু খেলে না?

অনাদি বললে,—না ভাই বাচ্ছু, আমার বড্ড অসুখ গেছে। কলিকের ব্যথা। যে করে' সেরেছি···ওঃ! ডাক্তারে বলেছে, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে বাপু।···নাহলে তোমাদের এখানে এক-হাতা পোলাও না খেয়ে এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি!

কথাটা বলে' অনাদি হাসলো।···

বাচ্চু বললে,—একটা কথা বলবো সায়েব ?

—নিশ্চয় বলবে। বলো···

বাচ্চু বললে—ও-কাজটা যদি হাতে নাও, আমাকে সঙ্গে রাখবে ?···বিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ো···

—বেশ ! কিন্তু ঐ জলিলের উপর আমার ভারী রাগ হচ্ছে। এত শস্তায় অত বড় কাজ করলে ! তার দেখা পেলে আমি একবার তার কাণ মলে' দি আচ্ছা করে'। এত বড় চামার···এমনি করে' এ ব্যবসাটা মাটী করে দিচ্ছে ! আচ্ছা, তুমিই বলো না বাচ্চু···

আনন্দে মাথা নেড়ে বাচ্চু অনাদির কথায় সায় দিলে।

অনাদি বললে— আজ সে এখানে আসে নি যে বড় !

বাচ্চু বললে—নগদ সাতশো টাকা পেয়েছে···খুব মদ খাচ্ছে ! তার তো ঐ রোগ !

অনাদি স্থির হয়ে এ-কথা শুনলো···মনে-মনে বললে, হুঁ···

তারপর বাচ্চুর কাছে বিদায় নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়লো।···

বেরিয়ে ভাবলে, এখন কি করবে ? বাড়ী ফিরবে ? না, নিকাশী-পাড়ায় জলিলের সন্ধানে যাবে ?

চকিতে স্থির করে ফেললে, নিকাশীপাড়া যাওয়াই ঠিক !

রাত এগারোটা। অনাদি এলো শ্যামবাজারে নিকাশীপাড়ায়।

জলিলের ঠিকানা পেতে দেরী হলো না। এ-তল্লাটে সে একজন নামজাদা বদমায়েস।

সাহসে ভর করে' অনাদি এসে জলিলের দোরে কড়া নাড়তে লাগলো।

ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় কে বললে—কে গা ?

অনাদি বললে—জলিল আছে ?

…তুমি জলিলের বৌ?… ৩৫ পৃষ্ঠা

উত্তর এলো—না।

অনাদি ভাবলে, মন্দ নয়। জলিল বাড়ী নেই···এই ফাঁকে যদি কোনো খপর পাওয়া যায়!

অনাদি বললে—একটা খপর আছে গো···

জবাব এলো,—যাচ্ছি।

হারিকেন-লণ্ঠন-হাতে একটি স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিলে। স্ত্রীলোক-টির মাথায় ঘোমটা।

অনাদির মনে পড়লো রামায়ণের গল্প। ব্রাহ্মণ সেজে হনুমান ছলনায় ভুলিয়ে মন্দোদরীর কাছ থেকে এনেছিল রাবণের মৃত্যুবাণ! সে আজ হবিব সেজে এখানে এসেছে জলিলের···

মৃত্যুবাণ নয়, নিশ্চয়!···উদ্দেশ্য তার চেয়ে ভালো ! হয়তো এ স্ত্রীলোকটি জলিলের বৌ! উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, তাহলে এ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ছলনা দোষের কাজ হবে না···

সে বললে—তুমি জলিলের বৌ?

চাপা গলায় স্ত্রীলোকটি বললে—হ্যাঁ···

অনাদি বললে—বিপদ হয়েছে। আমাকে ছোট ভাই বলে' মনে করো। তুমি আমার দিদি। জলিল আর আমি এক সঙ্গে কাজ করি। জলিলের বিপদের ভয় আছে বলে' তাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিতে এসেছিলুম···

স্ত্রীলোকটি বললে—কি বিপদ?

অনাদি বললে,—কাল দু'জন বিদেশী লোকের পিছনে লেগেছিল। একজন পালিয়ে পুলিশে খপর দেছে। আর-একজনকে কোথায় সে লুকিয়ে রেখেছে··দলবল নিয়ে পুলিশ এ-বাড়ীতে আসছে! জলিলকে গ্রেফ্তার করবে নিশ্চয়···সে-লোককে না পেলে হয়তো-বা বাড়ী শুদ্ধু গ্রেফ্তার করে নিয়ে যাবে।

ভয়ে স্ত্রীলোকটির মুখ শুকিয়ে গেল! সে বললে—আজ রাত্রে পুলিশ আসবে?

অনাদি বললে—নিশ্চয়।···থানার এক জমাদার আমার মামা হয়। সে আমাকে চুপিচুপি খপর দিয়ে গেছে যে, তোমার জলিল এবার চললো! আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি করেছে জলিল? তাতে মামা এই কথা বললে।···তা জলিল গেছে কোথায়?

স্ত্রীলোকটি বললে—কোথায় আবার! ঐ খেঁদুর আড্ডা আছে··· সেখানে তাকে সন্ধ্যার পর ছোট্টু খোট্টা ডেকে নিয়ে গেছে। ঐ খোট্টাটাই হলো হাড়-পাজী। জলিল তো ও-কাজে যাবে না বলেছিল। বলেছিল, কম পয়সা—ঝুঁকি খুব! তাতে ছোট্টু বললে, এ-পয়সা বা আজকাল কে ছায়, বল্?

অনাদি বুঝলো, কাল যে খোট্টাদের সে দেখেছিল, তাদের একজন তাহলে এই ছোট্টু! বললে—খেঁদুর আড্ডাটা কোথায়?

স্ত্রীলোকটি বললে—খাল-ধারে টালা···সেই টালায়।

অনাদি বললে—তা যাক্। কিন্তু বলতে পারো দিদি, পরদেশী লোকটাকে কোথায় রাখলে? চুপি চুপি তার চোখ বেঁধে তাকে একটা গাড়ীতে তুলে গড়ের মাঠে ছেড়ে দিয়ে এলেই হাঙ্গাম চুকে যায় তো!

স্ত্রীলোকটি বললে—তাকে রেখেছে ঐ ছোট্টুর ঘরে।

—ছোট্টু কোথায় থাকে?

—বাগবাজারে। নিবুনিঘাটের সামনে।

অনাদি বললে,—তাইতো!···যাবো নাকি একবার বাগবাজারে?

স্ত্রীলোকটি বললে—তা যদি পারো, ছাখো ভাই। এত মানা করি যে, ও সব কাজ ছেড়ে দে···এর চেয়ে গাড়ী হাঁকা।···আগে ট্যাক্সি হাঁকাতো। কি দুর্বুদ্ধি হলো···ট্যাক্সি-চালানো ছেড়ে দেছে।

অনাদি বললে—জানি। আমিও তাকে কত বুঝুই! বলি, ওরে, এ হলো সহর কলকাতা…আইন-পুলিশের মুল্লুক! এখানে ও-সব কাজ আর চলে না। এ সব কাজ চালাতে চাস্ যদি তাহলে বেনারসে কিম্বা লাক্ষ্ণৌয়ে যা।… এই তো আমি…ও-সব কাজ ছেড়ে বিড়ির দোকান করেছি…খাশা আছি! কোনো-কিছুর ভয় নেই!

স্ত্রীলোকটি বললে—আমাকে যখন দিদি বলেছো, তখন ছোট ভাইয়ের কাজ করো ভাই…ঐ ছোট্টুর ওখানে নিশ্চয় সে পরদেশী লোককে তুমি পাবে। তাই করো—তাকে ছেড়ে দাও।

অনাদি বললে—যা বলেছো! তাই করি।…কিন্তু এর পরে জলিল যদি জানতে পারে, আমাকে আস্ত রাখবে না।

স্ত্রীলোকটি বললে—সে ভয় নেই। জানবার মধ্যে জানলুম শুধু আমি! ওদের আমি বলবো না।

অনাদি বললে—ওরা যদি এর মধ্যে এসে পড়ে?

স্ত্রীলোকটি বললে—রাত্রে তারা ফিরবে না। জানি তো, ফিরবে সব কাল সন্ধ্যার সময়। মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁশ হবে, তারপর গাড়ীভাড়া করে বাড়ী আসবে।…হাড় জ্বালাতন করে' খেলে, ভাই। দু'টো ছেলে…তাদের মুখের পানে চেয়েও যদি মানুষ না হয়…আমার নশীব!

স্ত্রীলোকটি নিশ্বাস ফেললে।

অনাদি বললে—তাহলে ছোট্টুর ওখানে তুমি যেতে বলচো দিদি! আমি রাজী। আরে, যার জন্য ভয়, তাকে ছেড়ে দিলেই তো গোল মিটে যায়। এর পরে সে গিয়ে যদি নালিশ করে? হুঁঃ…সাক্ষী-প্রমাণ চাই তো যে জলিল আর ছোট্টু তাকে জবরদস্তি করে ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল…

স্ত্রীলোকটি বললে—সত্যি। তুমি মেহেরবাণি করো, ভাই।···আমি তোমার দিদি হই সত্যি···তুমি আমার ছোট ভাই। নাহলে দরদ করে' কেন তুমি দৌড়ে আসবে হুঁশিয়ার করতে!···তাকে বলা মিছে···সে এখন নেশায় মেতে চুর হয়ে আছে!

অনাদি বললে—আমি তাই করি···ছোট্টুর ওখানে যাই।···কি বলে' তার ঘর পাবো?

—ছোট্টু গাড়োয়ান।···সে কাজ করে ঐ ওসমান চৌধুরীর কাছে। ওসমান হলো ও-তল্লাটের চৌধুরী···

অনাদি বললে—একটা কথা ছিল কিন্তু···

—বলো···

—তোমার নামটা আমাকে বলবে দিদি?

—আমার নাম খদিজা।

—সেলাম খদিজা বিবি। এ ব্যাপারে জলিলের কোনো বিপদ হবে না। আমি জবান্ দিয়ে যাচ্ছি···

খদিজা বিবি বললে—সেলাম ভাই···

অনাদি বললে—আমার নাম হবিব!

—আবার দেখা হবে তো হবিব ভাই?···দিদিকে মনে থাকবে?

—নিশ্চয় থাকবে। যতদিন বাঁচবো, আমার খদিজা দিদিকে কক্খনো ভুলবো না। একদিন আসবো দিদি সময় করে'···তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাবো।

খুশী-মনে খদিজা বললে—তা যদি খাও, তাহলেই বুঝবো, আমাকে তুমি সত্যিকারের দিদি বলে' ভাবো।

অনাদি বললে—আমার মায়ের পেটের বোন নেই···আজ থেকে তুমি আমার মায়ের পেটের বোন হলে খদিজা দিদি।

—এর খপর আমি কি করে' পাবো ভাই? তাহলে নির্ভাবনা হতে পারবো কি না···

অনাদি বললে—যদি তাকে পাই, কাল এসে আমি খপর দিয়ে যাবো···

—এসো ভাই। না হলে এ-কথা তো ওদের কাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারবো না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিষ্টার রাতু

বাগবাজারে বিচুলিঘাটের কাছে ছোট্টুর আস্তানা পেতে দেরী হলো না। এ-তল্লাটে ছোট্টুর খুব নামডাক আছে। বাগবাজারের ট্রাম-রাস্তার ওপর সরু একটা গলি। সেই গলির মধ্যে টিনের ছাদ-দেওয়া বাড়ী। তারি দুটো ঘরে ছোট্টুর বাস।

রাত নিশুতি···পাড়া নিশুতি।···

অনাদি ভাবলে, এ-বাড়ীর কড়া নেড়ে কাজ নেই। তার চেয়ে অন্য উপায় অবলম্বন করা যাক!

স্পষ্ট ইংরেজী ভাষায় উচ্চস্বরে অনাদি ডাকতে লাগলো—মিষ্টার রাতু··· মিষ্টার রাতু···মিষ্টার রাতু···

প্রথমে কোনো সাড়া মিললো না···

অনাদি আবার ডাকলো,—মিষ্টার রাতু···আর ইউ হিয়ার? আই এ্যাম এ ফ্রেণ্ড···আই কাম্ ফ্রম্ সুহাদে! (তুমি শুনতে পাচ্ছো? আমি বন্ধু। সুহাদের কাছ থেকে এসেছি।)

কোথায় যেন কি একটা শব্দ হলো…অনাদি ঠিক বুঝতে পারলো না…

আবার সে বললে ইংরেজী ভাষায়—ইফ্ ইউ আর হিয়ার, জাষ্ট ক্যফ্ এ লিট্‌ল্…(যদি এখানে থাকো, একটু কাশো)।

কথাটা বলে' অনাদি উৎকর্ণ হয়ে রইলো। অমনি বাড়ীর একটা ঘর থেকে কাশির শব্দ উঠলো…খক্ খক্ খক্…নকল কাশি!

অনাদি বললে—গো অন্ ক্যফিং (কাশতে থাকো)

ঘরে কাশির শব্দ চললো অবিরাম এবং কাশির সে-শব্দ লক্ষ্য করে' অনাদি বুঝলো, বাড়ীর মাঝখানে যে-ঘর, কাশির শব্দ আসছে সেই ঘর থেকে।

কি করে' এখন সে-ঘরের কাছে অনাদি যাবে? গেলেও রাতুর উদ্ধার হবে বা কি করে'?

…দরজা-জানলা ভাঙ্গা নিরাপদ নয়। এ-বাড়ীতে যত খোট্টা গাড়োয়ানের বাস। তাদের মেজাজ জানোয়ারের মতো!…দরজা-জানলায় ঘা মারলে এখনি পাড়াশুদ্ধ খোট্টার দল এসে মেরে তার এবং রাতুর হাড় গুঁড়িয়ে দেবে!…অথচ এই রাত্রেই রাতুকে বার করতে না পারলে এর পরে তাঁর উদ্ধারের কোনো আশা থাকবে না।…

হাতে পেয়ে ছেড়ে যেতেও পারে না…কিন্তু উপায় কি?…

ঘরের মধ্যে তখনো কাশি চলেছে!…

অনাদি ভাবলো, পুলিশে খপর দেবো? থানায় গিয়ে বলবে একজন ভদ্রলোককে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে?…পুলিশ এসে দোর ঠেঙ্গি… রাতুকে উদ্ধার করবে!…কিন্তু পুলিশ ডাকলেই বেশ খানিকটা সোরগোল পড়ে যাবে!…পুলিশ তো ছোট্টুকে ছেড়ে কথা কইবে না। দলশুদ্ধ শয়তানগুলো গ্রেফ্‌তার হবে।…বদমায়েশদের শাস্তি উচিত, অনাদি তা জানে। কিন্তু

এদের শাস্তিতে সোহাদে আর রাতুর বিপদ যদি আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে? টাঙ্কি যদি আরো সতর্ক হয়ে কিছু গুরুতর-রকমের বিপদ গড়ে তোলে?... ভাগ্য যে দুজনকে এখনো প্রাণে মারে নি!...

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনাদি ভাবতে লাগলো। ভেবে কোনো উপায় মাথায় আসে না!

ঘরের মধ্যে কাশি তখন থেমে-থেমে আবার জাগছে!...

অনাদি বললে—আই হ্যাভ্ ফাউণ্ড ইউ...বাট্ হাউ টু হেল্প ইউ গেট আউট?...ষ্টিল ইউ ডু নট্ গিভ্ আপ্ হোপ্ ফর্ ইউর রেশকিউ!... (তোমার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু কি করে তোমাকে বার করে' আনি?... তবু তোমার উদ্ধার সম্বন্ধে তুমি হতাশ হয়ো না)...

এ কথার পর কাশি থামলো...

প্রায় পাঁচ মিনিট কাশির শব্দ নেই...

অনাদি ভাবলো, না, ছোট্টুর দরজায় ধাক্কা দেওয়া যাক।... ওখানে যেভাবে কাজ হাসিল হয়েছে, এখানেও সেই ব্যবস্থা করা যাক্।...তবে সে ব্যবস্থায় একটু অদল-বদল...

উপায় স্থির করে' অনাদি দোরের কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলো—কোন্ হায় রে? ছোট্টু...এ ছোট্টু...

দু'তিনবার ডাকবার পর একজন পুরুষ মানুষ ভিতর সাড়া দিলে;— বল্লে,—কৌন্ রে?

অনাদি হিন্দী-ভাষায় জবাব দিলে, সে আসছে ছোট্টুর কাছ থেকে... জরুরি খপর আছে।

লোকটি বললে—আচ্ছা খাড়া রহো...

অনাদির বুকের মধ্যটা টিপ-টিপ করে উঠলো। এখানে দিদি নয়... দরজা খুলতে আসছে খোট্টা গাড়োয়ান!...

লোকটা এসে দরজা খুলে দিলে। কালো···গুণ্ডা চেহারা···খোঁচা খোঁচা গোঁফ···

লোকটা এসে প্রশ্ন করলে—কি চাই ?

অনাদি বললে—বাইরে দাঁড়িয়ে সে-কথা বলা চলে না···ভিতরে চলো।

অবাক হয়ে লোকটা খানিকক্ষণ অনাদির পানে চেয়ে রইলো, তার পর বললে,—আও···

দুজনে এলে বাড়ীর উঠোনে। ছোট্ট উঠোন···উঠোনের চারদিকে ঘর। গলির গ্যাশ-ল্যাম্পের আলো ওদিককার পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে উঠোনে এসে পড়েছে! সেই আলোয় অনাদি একবার ঘরগুলোর পানে চেয়ে নিলে···এর কোন্ ঘর থেকে কাশির শব্দ উঠেছিল,··· বুঝে নিতে।

লোকটা জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে ?

অনাদি বললে—আগে দরজা বন্ধ করো···

লোকটা হতভম্বের মতো দরজা বন্ধ করতে গেল···

অনাদি তখন খক্-খক্ করে একবার কাশলো···

তুক্ না তাক্! এ তুক্ লাগলো!···ঘরের মধ্য থেকে পাল্টা-কাশি অনাদির কাশির জবাব দিলে···অনাদি মনে মনে খুশী হলো। ঘরের হদিশ জানা গেছে!

লোকটা দরজা বন্ধ করে' ফিরলো।

অনাদি বললে—আমি আসছি খেঁদুর বাড়ী থেকে! ছোট্টু আর জলিল আমাকে পাঠিয়েছে।

লোকটা বললে,—কেন পাঠিয়েছে ?

অনাদি বললে,—ওরা সেই পরদেশী-লোকটাকে এখানে এনে রেখেছে না?···কে নাকি গোয়েন্দাগিরি করে' পুলিশে খপর দেছে। তাই

ছোট্টু, বল্লে, তুই দৌড়ে যা···গিয়ে সে-লোকটাকে আমার ঘর থেকে বার করে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলে' যা···ভুলিয়ে নিয়ে যাস···

লোকটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনাদির পানে চেয়ে রইলো।

অনাদি বললে,—আমাকে চেনো না? আমি জলিলের ভাগ্‌নে। কত-দিন তো জলিলের সঙ্গে ছোট্টুর কাছে এসেছি। এই দাওয়ায় ছোট্টু আমাকে বিড়ি দিয়েছে···খেয়েছি।

লোকটা বললে—আমি দেখিনি···তা, ওকে যে নিয়ে যাবে,···ও যদি পালায়?

অনাদি বললে—আমার হাত থেকে পালাবে! হুঁঃ! দেখেছো আমার হাতের গুলি!

এই কথা বলে' অনাদি তার হাতের গুলি দেখালো।

লোকটা বললে—পথে গেলে ও যদি পুলিশ ডাকে? কিম্বা থানায় যায়?

অনাদি বললে—কোনো ভয় নেই! মানে, এর সঙ্গে আর-একজন ছোকরাকে ধরা হয়েছিল। সে ছোকরাকে রেখেছি আমার ঘরে···সেই মৌলালিতে।···একেও আপাততঃ সেইখানে নিয়ে যাবো।···একে কায়দা করে এমন বুঝিয়ে দেবো যে ওর মনে এতটুকু সন্দেহ হবে না।···

লোকটা বললে—কি করে' বোঝাবে? ও আমাদের কথা বোঝে না।

অনাদি বললে—দু'চারটে ইংরেজী কথা জানি। সেই কথা মিশিয়ে বুঝিয়ে দেবো। তুমি দেখতে চাও যদি তো বেশ, ওর ঘরের চাবি খুলে দাও। তোমার সাম্‌নে ওর সঙ্গে কথা বলি। ও সুড়্‌সুড়্‌ করে' আমার সঙ্গে আস্‌বে'খন পোষা কুকুরের মতো। মন্দিরের কাছে দু'তিনখানা ছ্যাকড়া-গাড়ী দেখেছি। তারি একখানায় চড়ে' আজ এই রাতটার মতো ওকে মৌলালিতে সরিয়ে রাখি তো,—তারপর কাল সকালে এসে একসঙ্গে শলা-পরামর্শ করা যাবে। কিন্তু দেরী হচ্ছে···পুলিশ এসে পড়লে সকলে মারা যাবো।

লোকটার মনে দ্বিধা-সংশয় মাঝে মাঝে জাগলেও অনাদির সপ্রতিভ এবং সুস্পষ্ট কথায় সে-সংশয় থিতুতে পারলো না।

সে বললে—তাহলে কথা কয়ে দ্যাখো।

লোকটা চাবি খুলে দিলে।

দাওয়া থেকে অনাদি বললে—That friend...managed cleverly...you obey me...and come (সেই বন্ধু···কৌশলে ব্যবস্থা করেছি। তুমি শুধু আমার বাধ্য হবে। বেরিয়ে এসো।)

রাতু বেরিয়ে এলো।

দুদিনে তাঁর চেহারা যা হয়েছে···দেখলে মনে হয়, যেন বহুকাল রোগ ভোগ করেছেন!

লোকটিকে অনাদি বললে,—ওকে বলেছি, তোমাকে তোমার বাড়ী পৌঁছে দেবো—এসো। ও বিশ্বাস করেছে···তারপর অনাদি চাইলো রাতুর দিকে; চেয়ে বললে—Gharry...Gharry...(গাড়ী···গাড়ী) গাড়ী'পর বৈঠ্ যাও···কুছ ডর নেই···(no fear)···

সভয়ে রাতু অনাদির পানে চেয়ে রইলো। ভাবছিল, এ আবার কে! দেখছি মুসলমান! এদেরই চর···অথচ এমন কথা বলে!···যাক, বিশ্বাস করেই দেখা যাক!

অনাদি বললে—গোলমাল মৎ করো···you are safe in my hands (তুমি নিরাপদ আমার হাতে)। Trust me (বিশ্বাস করো)। আইয়ে···উধর গাড্ডী হ্যায়···

রাতু বুঝলো, রাস্তায় বেরুতে হবে। সে-রাস্তা যেমনই হোক্···বন্ধ ঘর ছেড়ে তাতে তবু একটু বৈচিত্র্য পাওয়া যাবে!

লোকটাকে টেনে অনাদি একদিকে সরিয়ে নিয়ে এলো···তার কাণের কাছে মুখ এনে মৃদু স্বরে বললে—গোলমাল করবে না। তুমি আসবে আমার

সঙ্গে ? অন্ততঃ ঐ গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও। একবার গাড়ীতে বসালে কায়দার মধ্যে পাবো। গাড়ীর সব ফিরকি বন্ধ করে দেবো। তারপর ভালো কথা, একখানা চাকু-ছুরি বরং আমার সঙ্গে দাও···গোলমাল করে, দেবো অমনি ফ্যাঁশ্ করে' গলায় বসিয়ে···

লোকটা অনাদির এ কথায় চম্‌কে উঠলো—তবু ছোটুর দোশর··· মানুষের গায়ে ছোরাছুরি মারার কাজ এমন রপ্ত হয়ে গেছে যে, নিঃশব্দে একখানা চাকু-ছুরি এনে সে অনাদির হাতে দিলে।

অনাদি বললে—গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে এসো···

এ কথায় লোকটির মনে সন্দেহের লেশমাত্র রইলো না। সে এলো অনাদির সঙ্গে বাগবাজারের মোড়ে গাড়ীর আস্তানা পর্য্যন্ত। মিষ্টার রাতু তাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

সামনে মিললো খালি-ট্যাক্সি। অনাদি ডাকলো। ট্যাক্সি দাঁড়ালো।

অনাদি তখন লোকটার পানে চেয়ে বললে—ভালোই হয়েছে···সাঁ-সাঁ করে' বেরিয়ে যাবো'খন!···কাল ভোরে আমি আসবো। ওরা এলে বলো, জলিলের ভাগনে হবিব এসে নিয়ে গেছে তার মৌলালির বাসায়··· কোনো ভয় নেই। কাল এসে পরামর্শ করে' যা হয় ব্যবস্থা করবো।···

ট্যাক্সিতে উঠে লোকটাকে শুনিয়ে অনাদি বললে—মৌলালি চলো ভাই ···রসিদ মিয়ার বাড়ী···সাউথ রোড।

ট্যাক্সি চললো চিৎপুর রোড ধরে'···

লোকটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। হাওয়ার বেগে ট্যাক্সি অদৃশ্য হয়ে গেলে সে বাড়ী ফিরলো···

গাড়ী চিৎপুর রোড দিয়ে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে বাঁকলো। গ্রে ষ্ট্রীট···তার পর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট এবং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট ধরে মির্জাপুর ষ্ট্রীট হয়ে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো চাঁপাতলার মোড়ে অনাদির মেশের সামনে!

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে রাতুকে নিয়ে অনাদি নামলো। ট্যাক্সি চলে গেল।

রাতুর চোখে প্রচণ্ড বিস্ময়!

অনাদি ইংরেজী ভাষায় বললে—আমি মুসলমান নই। আমার নাম অনাদি। কাল আমি স্থহাদকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আমার এইখানেই এনেছি। তারপর যে করে' আপনাকে এনেছি—ঘরে চলুন, সে-কথা শুনে আর আমার সত্যকার চেহারা দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।

রাতুর মুখে কথা নেই! ছ'চোখের দৃষ্টিতে শুধু প্রচুর বিস্ময়!

সদরের কড়া ধরে অনাদি নাড়লো। চাকর এসে দরজা খুলে দিলে।

বিশুদ্ধ বাঙলায় অনাদি বললে,—আমি অনাদি বাবু রে! থিয়েটার করে ফিরছি···তারপর রাতুকে বললে,—আসুন।

রাতু যন্ত্রচালিতের মতো অনাদির মেশে ঢুকলো।

দোতলায় উঠে অনাদি দেখে, ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে আছে স্থহাদে!

রাতুকে দেখে স্থহাদে চমকে উঠলো, বললে—You!

রাতু বললে—তুমি বেঁচে আছো স্থহাদে?

স্থহাদে বললে—এই বন্ধুর দয়ায়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ-পর্ব্ব

আনন্দ, বিস্ময়, ধন্যবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাত্রিটা কেটে গেল। অনাদির দেহ-মনের শক্তির পরিচয় পেয়ে রাতু আর সুহাদে তার শত ব্যাখ্যায় সহস্র-মুখ হয়ে উঠলো।

অনাদি বললে—কিন্তু এ পরাজয় স্বীকার করে' ওরা চুপচাপ থাকবে বলে' মনে হয় না। হবিবের সন্ধানে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করবে!

রাতু বললে—আমাদের কিন্তু আর একদিন এখানে থাকা উচিত নয়।

সুহাদে বললে—বর্ণী আছে বলিদ্বীপের পালিথানে। তার কাছে সব-আগে আমাদের যাওয়া চাই। তারপর কর্ত্তব্য স্থির। যেতেই হবে এবং যেতে হলে অনাদি-বন্ধুকে নিয়ে যাবো। উনি সঙ্গে থাকলে কতখানি সহায় পাবো, তা ঐ একটি রাত্রের ব্যাপারে জেনেছি!

রাতু বললে—সত্যি! আমাকে যেভাবে উদ্ধার করে এনেছেন, সে কাহিনী লোকের কাছে বললে সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না···ঠিক যেন রোমান্স!

সুহাদে বললে—নিশ্চয়। ঐ যে মুসলমান গুণ্ডা সেজে হোটেলে যাওয়া —তারপর সেখানকার সেই ছোকরা-চাকরটাকে আষাঢ়ে গল্প বলে' বেকুব বানিয়ে কাজ আদায় করা···সত্যি, অদ্ভুত বুদ্ধি!

রাতু বললে—সাহসও তেমনি!···নিশুতি-রাতে গুণ্ডাদের বস্তীতে গিয়ে বানানো গল্প বলে' লোকটাকে থ করে দিলে!

অনাদি বললে—কিছু বুদ্ধি আর সাহস খেলাতে হয়েছে কিন্তু এ কি সার্থক হতো যদি ভাগ্য না সহায় হতো !

রাতু বললে—ভাগ্য ?

অনাদি বললে—নিশ্চয়। না হলে ঘটনাচক্র অমন দাঁড়াবে কেন ? ক'দিন রাত্রে গঙ্গার-ধারে বসে-বসে আমি কত জল্পনা-কল্পনা করেছি··· ! জাহাজ দেখে মন একেবারে আকুল !···পরশু রাত্রে ওখানে আমি যদি না থাকতুম, ভাবুন তো, তাহলে কি হতো !

সুহাদে বললে—গঙ্গার জল খেয়ে মরে কোথায় চলে যেতুম···

অনাদি বললে—কিন্তু ও-সব কথা যাক। এখন দেশে ফেরবার ব্যবস্থা কি করবেন, বলুন···

রাতু বললে—আমার মনে হয়, আমি আর সুহাদে একসঙ্গে যাবো না। যখন হাত ফশ্‌কে এসেছি, তখন ওরা জাহাজেও নজর রাখবে···

সুহাদে বললে—নজর রাখবে কি···আমরা যে-জাহাজে যাবো, সে জাহাজে ওরা হয়তো সদলে গিয়ে যাত্রী হবে।

অনাদি বললে—নিশ্চয় হবে। আপনাদের দুজনের এক সঙ্গে যাওয়া হবে না। এক জাহাজেও নয়।···তারপর যাবেন যখন, একটু ভোল্ ফিরিয়ে···মানে, ছদ্মবেশে !

সুহাদে বললে—আমি কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে যাবো। আমার বুদ্ধি কম—কাজেই বন্ধু-অনাদি সাহায্য না করলে আমার পক্ষে দেশের মাটিতে ফেরা সম্ভব হবে না !

হেসে অনাদি বললে—ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে যাবো—রাজ-সেনাপতি হয়ে···কিম্বা বডিগার্ড !

রাতু বললে—তামাসা নয় অনাদিবাবু। আপনাকে শুধু সেনাপতি নয়,

সেনাপতি এবং মন্ত্রী করলে তবে যদি সুহাদে দেশে গিয়ে পৌঁছুতে পারে !···এখন যাবার কি হবে, ব্যবস্থা করুন।

রাতু বললে—ব্যাঙ্কে আমার টাকা-কড়ি যা আছে···প্রায় তিন হাজারের ওপর···

অনাদি বললে—একখানি 'বেয়ারার'-চেক কেটে দিন। আজ আমি ব্যাঙ্ক থেকে সে-টাকা তুলে নিয়ে আসি। সুহাদের টাকা-কড়ি সব ব্যাঙ্ক থেকে ড্র করে এনেছি···

রাতু বললে—টাকার বল মস্ত বল।···হ্যাঁ, তাহলে যাবার দিন-ক্ষণ ঠিক করে ফেলি, আসুন। আমাদের যেতে হবে জাপানী ষ্টীমারে···জাভা-চায়না জাপান-লাইন দিয়ে। ওদের প্রায় বিশখানা জাহাজ আছে।

অনাদি বললে—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সে সব আমি ঠিক করে' আসবো। যত শীগগির হয়, বেরিয়ে পড়া উচিত।···

সুহাদে বললে—আমার একটা কথা রাখতে হবে, বন্ধু···

অনাদি বললে,—বলো···

আবেগে অনাদির হাত ধরে' সুহাদে বললে—কথা রাখবে আগে বলো, তবে বলবো। কথা যদি না রাখো, তাহলে কথা বলে' কথার অপমান করবো না !

হেসে অনাদি বললে—এর মধ্যে থেকে সেনাপতির উপর রাজার জুলুম চললো, দেখছি···

সুহাদে জবাব দিলে—রাজা বলে' যদি মানো, তাহলে জুলুম মানতেও তুমি বাধ্য···নও ?

অনাদি বললে—বেশ, মানবো।

সুহাদে বললে—তাহলে তোমার আর আমার—দুজনের টিকিটের দাম আমি দেবো···তুমি টিকিট কিনতে পারবে না।

অনাদি বললে—আমার কি-বা আছে! তাই হবে, যুবরাজ! এবং আমার যে-সামান্য পুঁজি আছে, সেটুকু রাজভাণ্ডারে জমা করে দিতে দিন···আমার খরচ রাজভাণ্ডার থেকে আসবে।

রাতু বললে—আমার কাছে আমি এক হাজার টাকা রাখবো··বাকী টাকা তোমরা রাখো। আর শোনো, আমি সিঙ্গাপুর হয়ে জাভা দিয়ে সোজা বলিদ্বীপে যাবো···তারপর খপরাখপর নিয়ে নিজেদের দল গড়ে' ঠিক তোমাদের কাছে গিয়ে উদয় হবো। চিঠিপত্র আমাকে লেখবার দরকার হলে কেয়ার অফ্ 'কুইক সিয়াং লিঙ' কোম্পানি সামারাঙ্, জাভা—এই ঠিকানায় দিয়ো। যেখানেই আমি থাকি, সে চিঠি আমি পাবো। তারা পাঠিয়ে দেবে, সে ব্যবস্থা আমি করবো।···আর আমার নাম দিয়ো···

অনাদি বললে—একটা বাঙলা নাম বলি, 'সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য'। সিদ্ধেশ্বর কথার মানে—'যে ঈশ্বর সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি দান করেন'—কেমন ?

হেসে রাতু বললে—বড্ড শক্ত নাম। নিজের মনে থাকবে না!

অনাদি বললে,—আপনাদের নামও আমার কাছে এমনি শক্ত ঠেকে।···বেশ, সিদ্ধেশ্বর নাম যদি ভুলে যান—তাহলে 'সিধু' নাম নিন···

রাতু বললে—অল্ রাইট্ মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড···

অনাদি বললে—তাহলে শুভস্য শীঘ্রং···স্নানাহার সেরে আমি বেরিয়ে পড়ি···আপনি চেক লিখে তাতে নাম সই করুন। আর জাহাজে ছদ্মনাম ···ছদ্মবেশ···সে দুটোর ভার আমাকে দিন।

রাতু বললে—বেশ। ও-বিদ্যায় তোমার পারদর্শিতার যে প্রমাণ পেয়েছি, তাতে ও সম্বন্ধে দ্বিতীয় চিন্তার প্রয়োজন নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ত্রি-মূর্ত্তি

পাঁজি দেখে ষ্টীমারে চড়া হলো। সেকণ্ড ক্লাস বার্থ। রাতু নাম নিলেন চিংসিং চীনাম্যান্। ওস্তাদ মেক্‌আপ-ম্যান মিষ্টার রাতুকে এমন চীনাম্যান বানিয়ে দিলে যে, আয়নায় মুখ দেখে রাতু বললে —যা চেহারা হয়েছে, ভয় হচ্ছে, নিজের দেশে না নেমে ভুল করে শেষে ক্যাণ্টণে বা ন্যানকিনে চলে যাই!

সুহাদকে সাজানো হলো নেপালী সজ্জায়। তার নাম হলো শের বাহাদুর। অনাদি নিজে সাজলো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান চা-কর। নাম নিলে মিষ্টার এ্যাণ্ডিস্।

তিনজনের আলাদা-আলাদা বার্থ। পুরানো কেবিনট্রাঙ্ক সঙ্গে রইলো না···সকলের নতুন নতুন ট্রাঙ্ক-বিছানা এবং তিনজনে স্বতন্ত্রভাবে ষ্টীমারে এসে নিজেদের নিজেদের বার্থ দখল করলো। ষ্টীমার ছাড়লো রাত প্রায় দুটো!···

পরের দিন সকালে অনাদি এলো ডেকে। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু জল···আর জল। ছেলেবেলায়-পড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়লো,—

···জল, শুধু জল

··· ··· ··· ···

মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,

লোলুপ লেলিহ জিহ্বা সর্পসম ক্রূর।

খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা

ফুঁশিছে গর্জ্জিছে নিত্য করিছে কামনা

মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ !

ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে অনাদি মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলো দিকচক্র-রেখার পানে।

যাত্রীর দল একে একে সব সজীব হয়ে উঠলো। ডেকে এলো চিংসিং-বেশী রাতুসাহেব, নেপালী-সজ্জায় শের বাহাদুরবেশী সুহাদে !···আরো বহু লোক।

অনাদির সঙ্গে নেপালীর দৃষ্টি-বিনিময় হলো···অমনি দুজনের চোখে-চোখে হাসির মৃদু ঝিলিক সবার অলক্ষ্যে ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠে চকিতে মিলিয়ে গেল ! রাতু সাহেব আরো দুজন চীনা বন্ধু পেয়েছিলেন,—তাঁদের সঙ্গে গল্পে প্রবৃত্ত হলেন। সুহাদেও নিঃসঙ্গ ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের পানে চেয়েছিল। অসীম উত্তাল ফেনিল তরঙ্গভঙ্গ-কম্পিত জলের বুকে উদয়-রবির লাল রশ্মি পড়েছে—সাগরের বুক লালে লাল !

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনাদির হলো কৌতূহল—বদমায়েস টাঙ্কির দল এ জাহাজে এলো নাকি ?···যদি না এসে থাকে, তাহলে কতকটা নিশ্চিন্ত ! না হলে ক'দিন খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে তিনজনকে !

এই কথা ভেবে সে চললো প্রথমেই ক্যাপ্টেনের অফিসে। সেখানে আলাপ জমিয়ে যাত্রীদের নামের ফর্দ্দখানা দেখে নিলে। সে ফর্দ্দে পরিচিত নামগুলি মিললো না। না টাঙ্কির নাম ! না সেই ছোট্টু, বা জলিলের নাম !

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। তাদের মতো টাঙ্কিরা যদি বুদ্ধি করে' নাম আর চেহারা বদল করে থাকে !···

অনাদি চললো নীচেকার ডেকে ; এবং অলস-বিচরণের ভঙ্গীতে দু'চোখে

শ্যেন-দৃষ্টি নিয়ে যাত্রীদলের মুখগুলোর উপর সে-দৃষ্টি যথাসাধ্য বুলিয়ে নিলে !···

মনে হলো, টাঙ্কিকে তো চেনে না !···তাকে চেনেন রাতু সাহেব আর বন্ধু সুহাদে। ভাবলো, রাতু সাহেবকে একবার কোনো ফাঁকে আভাসে-ইঙ্গিতে পরামর্শ দেবে, জাহাজখানা ঘুরে একবার দেখে নিন্—তারা এসেছে কি না !···

সে-সুযোগ মিললো রাত দশটায় দোতলার যাত্রীরা বিরাম-নিদ্রার ব্যবস্থা করবার পর। চিং-সিংয়ের কামরায় টোকা দিতেই রাতু কামরার দোর খুললেন।···বললেন,—হোয়াট্ ডু ইউ ওয়াণ্ট (কি চাও) ?

কামরার খোলা দ্বার-পথে ভিতরটা যথাসাধ্য অনাদি দেখে নিলে—এ কামরায় আর দুটি বার্থ আছে। তার একটায় আছে একজন পাঞ্জাবী, আর একটায় একজন সাহেব। তখন মৃদুস্বরে অনাদি প্রশ্ন করলে,—জাহাজে দেখেছেন ভালো করে সেই টাঙ্কি আছে কিনা ?

রাতু জবাব দিলেন,—হাশ্ (চুপ) !···হী ইজ্ এ প্যাসেঞ্জার টু (সেও এ জাহাজে যাত্রী)। থার্ড ক্লাশ ডেক্···এ্যাজ্ এ ম্যাহোমেডান্ (মুসলমান-বেশে আছে—থার্ড-ক্লাশ ডেকে)।

অনাদি চিন্তিত হলো।···মুখে বললে—উই মাষ্ট বী ভেরি কেয়ারফুল্ (আমাদের খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে।)

—শ্যিয়োর (নিশ্চয়)। গুড্ নাইট···এই কথা বলে' রাতু সাহেব কামরার দোর বন্ধ করে দিলেন।

অনাদি ফিরলো তার নিজের কামরায়। তার কামরায় ছিল একজন মাত্র যাত্রী। একটি বাঙালী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি কাগজের প্যাড্ বার করে নানা কথা লিখছিলেন।

ইংরেজীতে অনাদি তাঁকে প্রশ্ন করলো,—কতদূর চলেছেন ?

ভদ্রলোকটি বললেন—জাপান।

—ব্যবসা করেন ?

—ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ।

—কিসের ব্যবসা ?

—জাপানী খদ্দর···

অনাদির মুখে আপনা থেকে কথা বেরুলো—শেম্···

ভদ্রলোক চম্‌কে উঠলেন।

অনাদি বললে—দেশের লোক চাইছে দেশে ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্‌কে উন্নত করবে···এজন্য তারা যথাসম্ভব বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন করছে। তাদের সেই sacrificeএর সুযোগ নিয়ে আপনি প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতছেন!···

ভদ্রলোক কাঁচুমাচুভাবে বললেন,—বিজনেশ ইজ্ বিজনেশ্!

ঘৃণাভরে অনাদি বললে—একে বিজনেশ বলে না—একে বলে ট্রেচারী!···আমি আপনার কীর্ত্তির কথা দেশের লোকদের কাছে প্রচার করে' দেবো। আপনার নাম দেখছি তো সুধাংশু মিটার···!··· ইয়েস, আই শ্যাল এক্সপোজ ইউ এ্যাজ্ এ চীট্·শিয়োর···!

নবম পরিচ্ছেদ

সিঙ্গাপুরে

জাহাজে চিঠিপত্র লিখে সন্তর্পণে সেই চিঠির মারফৎ তিনজনের মনে-মনে আলাপ চলতে লাগলো। টাঙ্কিকে এর মধ্যে একদিন অনাদি দেখে নিলে। বেশে বা চেহারায় লোকটা বিশেষ ছদ্মভাব অবলম্বন করেনি, শুধু একটু 'নুর'-দাড়ি লাগিয়ে মাথায় ফেজ এঁটে মুসলমান সেজেছে।

নীচেকার ডেকে একদিন দিনের বেলায় টাঙ্কি পড়ে ঘুমোচ্ছিল, সেই ফাঁকে রাতুর নির্দ্দেশে অনাদি গিয়ে তাকে দেখে চিনে নিলে।...

জাহাজে কড়াক্কড় হুঁশিয়ার থেকে সমুদ্র-শোভা দেখতে দেখতে সেই সঙ্গে নানা চিন্তা, নানা কল্পনায় মন দুলিয়ে মন ভুলিয়ে, একদিন সিঙ্গাপুরের ছোট দ্বীপে এসে নামলো বহু যাত্রীর সঙ্গে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানবেশী অনাদি এবং নেপালী শের-বাহাদুর-রূপী সুহাদে।

রাতু সাহেব এখানে নামলেন না। তিনি ছিলেন আরো-সুদূর পথের যাত্রী।...টাঙ্কিও এখানে নামলো না।

আগে থেকে চিঠিপত্র লিখে সুহাদে আর অনাদি স্থির করে রেখেছিল, সিঙ্গাপুরে কোথায় তারা উঠবে।...

জাহাজ থেকে নেমে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে দুজনে গিয়ে উঠলো সিঙ্গাপুরের মার্চ্চেণ্ট ষ্ট্রীটে এক ছোট হোটেলে। দীর্ঘকাল পরে নিজেদের কামরায় ঢুকে ছদ্মবেশ খুলে দুজনে আবার নিজেদের চেহারা দেখে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো!

রঙ্গভরে অনাদি বললে—ভাবিনি, আবার নিজের চেহারা বা চিরকালের

সেই বাঙালী অনাদিকে আয়নায় দেখতে পাবো! মনে হচ্ছিল, এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বেশেই গোরে যাবো…তারপর জাজ্মেণ্ট-ডে'র দিন যখন সকলের ডাক পড়বে, তখন ভগবানের খাতায় আমার নাম নেই দেখে আমার গতি করবে না—ঐ গোরেই আমাকে till eternity পড়ে' পচতে হবে। অনাদির আত্মা ত্রিশঙ্কু রাজার চেয়েও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হবে। চিতার ধোঁয়ায় মিশে না পারবো আমাদের হিন্দু-স্বর্গে যেতে…ওদিকে জাজমেণ্ট-ডেতে খাতায় নামহীন বেচারী এ্যাণ্ডিসের মুক্তি হবে না। ভাবো তো বন্ধু, কি রকম অবস্থা!

হেসে সুহাসে বললে—আর আমার অবস্থা? একজন জঙ্গ বাহাদুর এসে যদি জাহাজে নেপালী ভাষায় কথা বলতো, তাহলেই গিয়েছিলুম আর কি! জিওগ্রাফিতে পড়া বিদ্যা—জানি শুধু নেপালের রাজধানী খাটমুণ্ড…ব্যস…তারপর নেপাল-সম্বন্ধে বাকী সব একদম্ ধোঁয়া!

অনাদি বললে—ও-কথা যাক্! এখন বলো বন্ধু, আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম কি হবে? আমাকে যেখানে এনে তুলেছো, তার না জানি জিওগ্রাফি, না কোনো-কিছু খপর!

সুহাসে বললে—তোমাদের কলকাতার সহরে অতকাল বাস করে'ও আমি তার পথ-ঘাট চিনতে পারলুম না, আর তুমি একটি দিনে টকাটক্ কলুটোলার হোটেল, বাগবাজারের বস্তী ঢুঁড়ে কি কাণ্ড না করলে, বলো তো!…আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলুম, না হারিয়ে কি করে' তুমি কার্য্যোদ্ধার করে এলে!

অনাদি বললে—এখানে আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশী অবাক হয়ে থাকবো এখন। আমি এখানে অন্ধ…তুমি গাইড্ হয়ে আমার হাত ধরে না নিয়ে গেলে আমি ঠিক আমাদের বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগ বইয়ের সেই অচল অনড়ের মতো নট্-নড়ন্-চড়ন নট্-কিচ্ছু হয়ে থাকবো, বন্ধু।

সুহাদে বললে—বেশ, আমি তোমার হাত ধরে এ পথে নিয়ে যাবো···

হেসে অনাদি বললে,—এবং পথের শেষে তোমার হাত ধরে তোমাকে আমি তুলে দেবো কামপঙের রাজ-সিংহাসনে!

সুহাদে বললে—আজ আমাদের যাত্রা নাস্তি। কারণ আজ হলো বুধবার। শুক্কুরবার বিকেলে আমরা পাবো কোনিনক্লিজকে পাকেটভার্টি সীজ কোম্পানির এক্সপ্রেস ষ্টীমার। সে ষ্টীমার হপ্তায় একদিন ছাড়ে। তাতে চড়ে এখান থেকে আমরা যাবো জাভার প্রধান সহর বাটাভিয়া। তারপর সেখানে ট্রেণ ধরবো এবং সেই ট্রেণে চড়ে···

হেসে অনাদি বললে—এক-দফায় আর বেশী কিছু বলো না, আমার জিওগ্রাফি গুলিয়ে যাবে।···অর্থাৎ এবারে যাবো সিঙ্গাপুর হয়ে বাটাভিয়া। বাটাভিয়া এখান থেকে কত মাইল?

সুহাদে বললে—প্রায় সাড়ে পাঁচশো মাইল। যেতে সময় লাগবে চুয়াল্লিশ ঘণ্টা।·· তারপর যা···সে কথা পরে হবে। এখন আজ আর কাল—এ ছুটো দিন সিঙ্গাপুর ছাখো···

অনাদি বললে—দেখবো বৈ কি।···নিশ্চিন্ত হয়ে দেখবো। টাক্কি-শয়তানটা যখন এখানে নামেনি···

সুহাদে বললে—সে হয়তো কাম্‌পঙে চলেছে···আমার পিতৃব্য-মশায়ের কাছ থেকে মোটা-রকম বখশিস আদায় করতে···

হেসে অনাদি বললে—বিচিত্র নয়।

স্নানাহার সেরে ছুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামে চড়ে বসলো···

পথে এত জাতের এত রকমের লোক!

নানা লাইনের ট্রামে চড়ে' এখানকার বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে সুরু করে সহর-সহরতলী সব জায়গায় চক্র দিলে।

টাঙ্গং-কারঙে যত ধনী লোকের বাস। সে জায়গা দেখে দুজনে পাশির পাঞ্জাঙ, বুকিং তিল্লা ইস্তক—কোনো পল্লী দেখতে বাকী রাখলো না।

সন্ধ্যার আগে দুজনে এসে বসলো সিঙ্গাপুরের বোটানিকাল গার্ডেন্‌সে··· সেখান থেকে টমশন রোডের উপর পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো চৌবাচ্ছা দেখলো। ছোট ছোট কটা পাহাড়। পাহাড়ের দেহ সবুজ-শ্যামল তৃণলতায় সমাচ্ছন্ন···কে যেন সবুজ মখমল পেতে রেখেছে! তার মাঝখানে কাকচক্ষু-জল-ভরা মস্ত জলাশয়। চমৎকার!

সন্ধ্যার সময় ট্রামে চড়ে' দুজনে হোটেলে ফিরলো। সুহাদে বললে—কাল সহরের বাইরে যাবো···সেখানে দেখবে রবারের ফশলে ভরা বড় বড় বাগান···তাছাড়া অয়েল-গ্রাস, লিমন-গ্রাস···মানে, এ-সব ঘাস কখনো দেখেছো?

অনাদি বললে—নাম শুনিনি কখনো, তা দেখবো কি!

সুহাদে বললে—কাল সে-সব দেখাবো'খন। সিঙ্গাপুরের মতো এত বড় বাণিজ্য-স্থান দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ!···আমাদের সময় নেই··· নাহলে তোমাকে মলক্কা দ্বীপে নিয়ে যেতুম। এখান থেকে মোটে একশো দশ মাইল দূরে।···তারপর আছে পেনাঙ্···দ্বীপটি ছোট···লম্বায় চওড়ায় একশো মাইলের উপর নয়। সে দ্বীপটি শুধু পাহাড় আর পাহাড়!

অনাদি বললে—আমার কি মনে হচ্ছে, জানো বন্ধু?

—কি?

অনাদি বললে—রাজ্যহারা বন্ধুকে রাজ-গদিতে দেখে তারপর এদিকটা ঘুরে-ঘুরে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেবো।

—তাতে লাভ?

অনাদি বললে,—লাভ !…এত-বড় পৃথিবীর কোথায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোণে বসে' আমরা কি সুখে এত লাফ-ঝাঁপ করি, বলো ?…কিসের অহঙ্কার ? কিসের বা তৃপ্তি ? যাদের পয়সা-কড়ি আছে, তারা সে পয়সা-কড়ির পাহাড়ে বসে কটা দিন কাটিয়ে মানব-জন্মটা অকর্ম্মণ্য ব্যর্থ করে তোলে ! এই সব হতভাগা যদি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে বাইরে আসে, তাহলে বিশাল পৃথিবী দেখে যে-আনন্দ পায়, সে-আনন্দের সিকির সিকি পাবার আশা নেই ঐ ব্যাঙ্কের খাতা ঘেঁটে !…আমাদের কবি কি বলেছেন, জানো,—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন—
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন…

সুহাদে বললে,—ও কবিতার মানে কি ?

অনাদি তাকে মানে বুঝিয়ে দিলে ইংরেজী ভাষায়।

শুনে সুহাদে বললে—কোন কবির লেখা ?

অনাদি বললে—নাম না নিয়ে কবি বলতে আমরা বুঝি একজনকে। তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দশম পরিচ্ছেদ

পথে

শুক্রবার বিকেলে সিঙ্গাপুর ছেড়ে দুজনে উঠলো জাভা-গামী জাহাজে। জাহাজে টেলিগ্রাম এলো···মিষ্টার এ্যাণ্ডিসের নামে। রাতু-সাহেবের টেলিগ্রাম। তারে তিনি খপর দিয়েছেন—

> জাহাজ চলেছে। টাঙ্কি জাহাজে আছে। আমি নিরাপদ। সে আমার অস্তিত্ব জানতে পারেনি। আমার গুড্ উইশ্ এ্যাণ্ড ব্লেশিংস্ টু ইউ বোথ্ (তোমাদের দুজনকে জানাচ্ছি আমার শুভ-ইচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদ)।

বাটাভিয়ায় নেমে একদিন বিশ্রাম করে দুজনে ওয়েল্‌টেভ্রেডেন্ ষ্টেশনে ট্রেণে চড়লো। ট্রেণে চড়ে দুজনে এলো সেওকাবুকি।

সুহাদে বললে—এখানে তোমাকে আনলুম, তার মানে, তেলগো লেক্ আর জিবুরাম ফল্‌শ্ দেখাতে।

অনাদি বললে—কিন্তু পথে এত দেরী করা কি উচিত হচ্ছে?

সুহাদে বললে—একটানা লম্বা পাড়িতে দেহ-মন অবসন্ন হতে পারে। তাছাড়া আমরা প্রথমে যাবো বলীদ্বীপের পালীথানে। আমার বোন বর্ণী সেখানে আছে। এই পথ দিয়েই তো যেতে হবে···মাঝে মাঝে নেমে তোমার মনকে আরাম দিতে চাই···তাছাড়া এখন কতক নিরাপদ হয়েছি তো আমরা!

অনাদি বললে—আমার কিন্তু এ-সবে মন নেই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দিদি বর্ণীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে বা সব কথা জানতে পারছি, ততক্ষণ যত ভালো দৃশ্যই দেখি না কেন, মনে তেমন আরাম পাবো না, বন্ধু···

সুহাদে বল্‌লে—জানি,···কিন্তু এতে আমাদের চার-পাঁচ দিন হয়তো দেরী হতে পারে! লম্বা টানা গাড়ীতে বড্ড বেশী শ্রান্ত হবে। মাঝে মাঝে যাত্রা বদ্‌লে নিলে শ্রান্তির সম্ভাবনা কম!

লেক্‌ আর ফল্‌শ্‌ দেখা হলে আবার দুজনে ট্রেণে চড়লো। চড়ে সামারাঙে এলো।

সুহাদে বললে—বোরোবুদর নাম শুনেছে?

অনাদি বললে—শুনেছি। সেখানে হিন্দু-মন্দির আছে না? খুব প্রাচীন?

সুহাদে বললে,—হ্যাঁ। এবার আমরা বোরোবুদর যাচ্ছি···

মোটরে চড়ে দুজনে এলো বোরোবুদর।···

দ্বীপের বুকের মাঝখানে বোরোবুদর···প্রাচীন যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির ছিন্ন পতাকার মতো বিরাজ করছে। বিরাট ধ্বংস-স্তূপ। হিন্দু এবং বৌদ্ধ সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতি-রেখা। হাজার বৎসর আগে এ কীর্ত্তির উদ্ভব! পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুর্বৃত্ত আরব জাতি এসে হিংসা-বশে এ কীর্ত্তি-মন্দির ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছে!

তাদের কুলিশ-কঠোর আঘাত সয়ে এখনো যা আছে, দেখলে বিস্ময়-শ্রদ্ধার সীমা থাকে না!

ছোট একটি পাহাড়ের উপর পিরামিডের গড়নে পাঁচ-তলা মন্দির। দেওয়ালে, প্রাচীরে, ছাদে কি বিচিত্র নক্সার কাজ! বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা বলেন, মিশরের পিরামিডের চেয়েও বোরোবুদরের রচনায় শিল্পীর কুশলতা অনেক-বেশী প্রকাশ পেয়েছে···more stupendus task than the crection of the Great Pyramid in Egypt....

বোরোবুদরে ঘুরে-ফিরে সব দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা···জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটলো···সে অমল-ধবল জ্যোৎস্নার আলোয়

বোরোবুদর যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল! বিমুগ্ধ আবেশে ভগ্ন-মন্দিরের পানে চেয়ে-চেয়ে অনাদির মন দেশ-কাল-পাত্রের সংস্পর্শ ছেড়ে কোথায় কোন্ আদিহীন অন্তহীন কল্পনা-লোকে উধাও হয়ে গেল! তার মন কেবলি বলছিল—হে আদিহীন, অন্তহীন ধরিত্রী-জননী, তোমার অঙ্কে কি ঐশ্বর্য্য···কি সম্পদ বিরাজ করছে,···চোখে সে সব দেখলে মন ভরে' ওঠে···তবু আমরা তুচ্ছ জমিজমা এবং ব্যাঙ্কের জমা নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে পড়শীতে-পড়শীতে বিরোধ সৃষ্টি করে' অশান্তির উৎপাতে জর্জ্জরিত হই! বর্ব্বর হিংসা-বশে এ বোরোবুদর যারা ধ্বংস করতে এসেছিল, আজ তারা কোথায়? নেই! বোরোবুদর হেলাভরে তাদের সে আক্রমণ ব্যর্থ করে আজো···আজো কিন্তু নিজের মহিমায় ভাস্বর রয়েছে!···

বোরোবুদর থেকে ফিরে পরের দিন দুজনে গেল সৌরাবারায়। সেখান থেকে মালাঙ্···

অনাদি বললে—মিছে এত দেরী করছো কেন বন্ধু?

সুহাদে বললে—কতকটা দায়ে পড়ে। মানে, পর-পর টকাটক্ চলে যাবো, তেমন ভাবে গাড়ী বা জাহাজের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া এ দেরী করছি রাতু সাহেবের জন্য! তাঁর পৌছুতে যে দেরীটুকু হবে···বুঝচো না?

অনাদি বুঝলো। বুঝে তার মন সুস্থির হলো, মনের অধৈর্য্য কাটলো।

মালাঙ থেকে টোশারির গিরি-পর্ব্বত ঘুরে প্রকাণ্ড লেকের গা ঘেঁষে দুজনে এলো পেনাঙ্গানে। এইটি হিন্দুর দেশ। এখানে ক'জন হিন্দু সর্দ্দারের সঙ্গে সুহাদে গিয়ে দেখা করলো। সাক্ষাতের সংবাদ দিলে অনাদিকে। বললে,—এঁদের হাতে অনেক তীরন্দাজ আছে···প্রয়োজন হলে এঁরা আমাকে সাহায্য করবেন, বললেন।

পেনাঙ্গান্ থেকে ইজেন। ইজেন থেকে জেডিং লেক ঘুরে লাজিনা

বাঞ্জোয়াঙ্গি দেখে দুজনে আবার জাহাজে উঠলো। জাভা-চায়না-জাপান লাইনের জাহাজ। এ জাহাজ বলিদ্বীপ ছুঁয়ে জাভা হয়ে সিঙ্গাপুর যায়।

বলিদ্বীপে যখন জাহাজ এসে পৌঁছুলো তখন ভোরের আলো জেগে পৃথিবীর বুকে সবেমাত্র ঝরে পড়েছে!···অনাদিকে ঘুম থেকে তুলে সুহাদে বললে—বলিদ্বীপ!

দুজনে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে' ডেকে এসে দাঁড়ালো···

অনাদির মনে হলো, তার কতদিনের স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে—সত্য? যে বলিদ্বীপের কথা বইয়ে পড়েছে, গল্প শুনেছে—রঙের দেশ, সুরের দেশ, সারল্যের দেশ,—এ সেই বলিদ্বীপ! ঐ পল্লীকুঞ্জের মাথায় মাথায় নবারুণের রক্তমুকুট! এ যেন স্বপ্নরাজ্য!

তীর-রেখা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে··তালকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে ঐ দেখা যায় মাটীর দেওয়াল-দেওয়া ঘর। এই ভোরেই পাড়ার ছেলেমেয়েরা বালুচরে এসে জড়ো হয়েছে জাহাজ দেখতে···তীরে ধানক্ষেতে ···পাহাড়ের গা বয়ে থাকে-থাকে যেন মা-লক্ষ্মীর মন্দিরের সোপানশ্রেণী সোনার ধান দিয়ে তৈরী করেছে! পাহাড়ের গায়ে বলিদ্বীপের কিশোরী মেয়েরা ভোরের আলো পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে নৃত্যলীলায় মেতেছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেববালারা মা-লক্ষ্মীর বন্দনা-নৃত্যে মশ্‌গুল! তাদের পরণে রকমারি কাপড়··দোদুল নৃত্য-ছন্দে যেন নানা রঙের ফুলের পাপড়ি ঝরে' ঝরে' পড়ছে!···

তীরে জাহাজ লাগলো। গভীর খাল। যে-জায়গায় জাহাজ লাগলো, সে জায়গার নাম পান্দোপার।

সুহাদে বললে—তাহলে এসে পৌঁছুনো গেছে!

অনাদি বললে—এখান থেকে ট্রেণে যেতে চাই একেবারে তোমার সেই পালীথানে বর্ণী দিদির কাছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

বোন্ বর্ণী

পান্দোপারে নেমে দুজনে দাঁড়ালো না ; ট্রেণে চড়ে পাহাড়ের গা বয়ে এলো একেবারে বুলেলেঙে।

সুহাদে বললে—বুলেলেঙে হিন্দু মন্দির আছে। দেখতে চমৎকার। তাছাড়া ওখানে থাকবার জায়গা পাবো। আর ওখানে একজন পুরোহিত আছেন, সে পুরোহিতটি আমাদের দেশের লোক। তার কাছ থেকে বোন বর্ণীর আস্তানার সন্ধান পাবো মনে হয়।

অনাদি বললে—এখানেও তুমি নেপালী সেজে শের বাহাদুর হয়ে থাকবে?

সুহাদে বললে—নিশ্চয়।···এইথানেই ভয় আরো বেশী!

দুজনে যখন বুলেলেঙে এসে পৌঁছুলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেব-মন্দিরে আরতি হচ্ছে···সেই সঙ্গে দেবদাসীদের নৃত্য!

সে নৃত্য অপরূপ!

মন্দিরটি তিনতলা। সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে' মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সোপানের দুধারে রকমারি নক্সা-করা কাঠের প্রাচীর। বুলেলেঙ্ মন্দিরের চূড়ায় তেমনি নক্সা। সে নক্সার কা[illegible] বাহার যা খুলেছে, দেখে চোথ ঠিক্‌রে পড়ে!

আরতি শেষ হলে অনাদি ডাকলো—বন্ধু···

সুহাদে বললে,—কেন?

—কি ইংরেজী দেশে শিখে বিলিতি সভ্যতার বাজার [illegible]নবার জন্য

ক্ষেপে উঠেছো—বলো তো? কাজ কি তোমার ইলেক্‌ট্রিক লাইট, কিম্বা গ্রামোফোন বা রেডিয়ো-সিনেমা!…এমন চমৎকার মন্দির…এমন সরল সব লোকজন…এর পর যে এ-সবের চিহ্ন থাকবে না!

সুহাদে বললে—এ নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকলে তো চলবে না বন্ধু। পশ্চিম দিক থেকে যে ঢেউ আসছে, সে ঢেউয়ে নিজেদের অস্তিত্ব যদি লোপ পায়? কাজেই দেশের আবহাওয়াকে ও-আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে গড়ে তুলতে হবে!…লেখাপড়া শিখতে হবে। মূর্খ হয়ে যা কিছু দেখবো, তাতেই অবাক হয়ে যদি থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে পশ্চিমের ধাক্কায় গুঁড়ো হয়ে যাবো।…তোমাদের নিজেদের দেশের কথা একবার ভাবো দিকিনি…

অনাদি বললে—আমাদের দেশ হলো অভিশপ্ত দেশ! জ্ঞাতিবিদ্বেষের বীজ ভারতবর্ষের মাটী ছাড়া আর কোনো দেশের মাটীতে এমন সতেজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।… সেই মহাভারত থেকে আগাগোড়া ইতিহাস আলোচনা করো…প্রমাণ মিলবে।…আমার মনে হয়, কুরুক্ষেত্রের মাটীতে যে জ্ঞাতি-রক্ত পাত হয়েছে—তারি ছোঁয়াচ লেগে সারা ভারতবর্ষের মাটী জ্ঞাতি-বিদ্বেষের বিষে ভরে' আছে…

সুহাদে কি বলতে যাচ্ছিল—বলা হলো না। সামনে এলেন একজন পুরোহিত। তাঁর হাতে ঠাকুরের প্রসাদ।

তাঁকে দেখে মাতৃভাষায় সুহাদে তাঁর সঙ্গে কথা কইলো।

পুরোহিত সে-কথা শুনে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন… তারপর বললেন—এ-মূর্ত্তিতে হঠাৎ তোমাকে এখানে দেখবো—এ আমি কল্পনা করিনি!

সুহাদে তাঁকে কি বললে। তারপর দুজনে অনেকক্ষণ কথা হলো। সে-কথার পর সুহাদে অনাদির পানে চাইলো, ডাকলো,—বন্ধু…

অনাদি বললে—কি?

সুহাদে বললে—রাত্রে এঁর ঘরে বিশ্রাম। তারপর কাল সকালে পালীথান যাত্রা। এসো। সব কথা ওঁকে আমি বলেছি। তোমার কথা শুনে উনি অবাক! বললেন, বাঙালী-জাতকে আমরা ভারী ভক্তি করি।… অত বুদ্ধি আর কোনো জাতের নেই।…এত বৎসরের অধীনতার চাপ সয়ে এলেও বাঙালীর বুদ্ধি এতটুকু টশ্‌কায় নি…অন্য কোনো জাত হলে এত বছরের অধীনতায় ব্ল্যাঙ্ক ইডিয়ট্‌ হয়ে যেতো…

পুরোহিতের বাঙালী-প্রীতির পরিচয় পেয়ে অনাদির মন পুরোহিতের উপর প্রসন্ন হলো। পুরোহিতকে সে প্রণাম করলে, বললে—নমস্তে…

পুরোহিত হাসলেন, হেসে বললেন—শতং জীব…

সুহাদেকে অনাদি প্রশ্ন করলে,—তোমরা সংস্কৃত জানো?

সুহাদে বললে—যাঁরা খুব বড় স্কলার, সংস্কৃত ভাষা তাঁদের ভালো করে' শিখতে হয়। যদি সুদিন পাই, তোমাকে দেখাবো আমাদের দেশের নৃত্যাভিনয়। রামায়ণ-মহাভারত এবং কত হিন্দু পুরাণের উপাখ্যান নিয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা কি চমৎকার নৃত্যগীতের অভিনয় করেন…এগুলো বিলিতি Tableaux Vivanteর মতো। আমি একবার কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে tableaux vivante দেখেছি…কিন্তু এখন এসো। মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে হবে…

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দু'জনে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে পুরোহিতের সঙ্গে গেল নদীতে স্নান করতে। নদীর নাম লুলু। নদীটি বেশ চওড়া। নদীর বুকে ছোট-খাট ডোঙ্গা ভাসছে। ডোঙ্গায় চড়ে তীর-ধনু নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে…তাদের বেশ-ভূষা দেখে অনাদি বললে—হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বাঙালী জেলে!…

স্নান সেরে দুজনে এলো মন্দিরে। দেব-দর্শন করে' সুহাদে বললে,—

বেলা চারটেয় ট্রেণ···তার মধ্যে যদি চাও বন্ধু, দেশটাকে দেখে নিতে পারো।

অনাদি বললে—এখন আর দেশ দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে না। ইচ্ছা হচ্ছে দিদিকে দেখতে। সত্যি বন্ধু, আমার নিজের বোন্ নেই—সেজন্য পরের দিদিকে 'দিদি' বলে ডাকতে আমার মনে যে কি আকুলতা, তা আমি কথায় বলে বোঝাতে পারবো না।

সুহাদে বললে—আমার দিদিকে তোমার ভালো লাগবে। সত্যি, দিদি খুব ভালো।···লেখায়-পড়ায় কথায়-বার্তায় কোনো খুঁত পাবে না।··· তোমাকে বলি শোনো দিদির কথা। ছোট ঘটনা—কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারবে, দিদি কতখানি স্বার্থত্যাগী!···বাবা একা থাকবেন, আমি দূরে থেকে লেখাপড়া করবো—শুধু এই কারণে দিদি বিয়ে করেনি। দিদির সঙ্গে পেডাঙের এক মস্ত সদাগরের বিয়ের কথা প্রায়-পাকা হয়েছিল। সদাগরটি আমেরিকা ঘুরে এসেছে।

অনাদি বললে—দিদিরা কখনো খারাপ হয় না বন্ধু। আমাদের দেশেও দিদিরা ছোট ভায়েদের খুব ভালো বাসেন ছোট ভায়েদের সুখের জন্য দিদিরা হাসি-মুখে সব দুঃখ সব কষ্ট সইতে পারেন! কিন্তু আমি ভাবছি, রাতু সাহেবকে একখানা চিঠি দিলে হতো না?

সুহাদে বললে—আমরা নিরাপদে এ পর্য্যন্ত আসবো, সে সম্বন্ধে স্যরের কোনো চিন্তা নেই। দিদিকে দেখে সব খপর দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখবো।

অনাদি বললে—বেশ কথা।···

বেলা চারটের ট্রেণে চড়ে দুজনে বেরুলো পালীথানের পথে।···

রেল লাইনের দু'ধারে বড় বড় ধানের ক্ষেত, জলা, পাহাড়···কত রকমের গাছ···জলে-স্থলে, আকাশে কত রকমের পাখী! কাকাতুয়ার

প্রকাণ্ড ঝাঁক দেখে অনাদি বললে,—বা রে, কাকাতুয়া! দেশে ফেরবার সময় এক-জাহাজ কাকাতুয়া নিয়ে যাবো।

সুহাদে বললে,—অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া এত কাকাতুয়া আর কোনো দেশে দেখতে পাবে না।

অনাদি বললে—সত্যি বন্ধু, এ-সব দেখে কেবল মনে হচ্ছে, পড়ে আনন্দ পাবার মতো বই যদি তুনিয়ায় কিছু থাকে, তাহলে সে শুধু জিওগ্রাফি!

সুহাদে বললে—এবং হিষ্ট্রী! তুমি জানো, হিষ্ট্রীর লোভেই আমি আরো কলকাতায় গিয়েছিলুম। যদি সুদিন আসে, তোমাকে বলে রাখছি, আমাদের বাড়ীতে একটা ঘর আমি বোঝাই করবো শুধু রাজ্যের যত হিষ্ট্রী কিনে!…

ছোট-বড় ষ্টেশনে থেমে জিরিয়ে ট্রেণ চলেছে তো চলেইছে! ক্রমে সন্ধ্যার পর্দ্দা পড়লো পৃথিবীর বুকে। তবু আকাশে চাঁদের আলোয় এত বেশী অমল-শুভ্রতা যে পৃথিবী সে-পর্দ্দায় আলো হারালো না! কামরায় জানলার ধারে বসে অনাদি নিঃশব্দে চেয়ে আছে…চেয়েই আছে ঐ বহু-বিচিত্ররূপিণী প্রকৃতির দিকে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। তখন মা বেঁচে ছিলেন,—সে সময় ট্রেণে চড়ে কতবার সকলে পশ্চিম বেড়াতে গেছে…ট্রেণে অনাদি কোনোকালে ঘুমোতে পারতো না। কামরায় জানলার দিকে বসে দিগন্তের পানে চেয়ে থাকতো। মা বকতেন,—ওরে সারা-রাত কাঠ হয়ে অমন করে বসে থাকিস্ নে! ঘুমো…না হলে অসুখ করবে।…

আহা মা! স্নেহময়ী মা! আজ কোথায় তুমি?…অনাদি উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাইলো…ঐ যে সব-চেয়ে বড় নক্ষত্রটি…জ্বলজ্বল্ করে তারি পানে

চেয়ে আছে···এমন করে' কোনো নক্ষত্র তো চাইতে জানে না! ওটি যেন আকাশের নক্ষত্র নয়···স্নেহ-মমতা-ভরা তার মায়ের চোখের তারা! ও-নক্ষত্রটি যেন দুলছে!

একটা নিশ্বাস সে রোধ করতে পারলো না। ভাবলে, সাত সমুদ্র পার হয়ে এই তেপান্তর রাজ্যে এসেছে! পথে কত কি দেখেছে···যে-সব ব্যাপার দেখবার কল্পনা কখনো করেনি এবং সব-চেয়ে আশ্চর্য্য—ছদ্মবেশে এই এ্যাডভেঞ্চার···

মন বার-বার বলতে লাগলো, আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন···হায়রে, তাহলে ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে এ-সবের কি বিবরণ না সে দিত!···মা আজ নেই···এ-সৌন্দর্য্য দেখা যেন বৃথা হলো! কাকে এ সৌন্দর্য্য-কাহিনী বলবে···? কে শুনবে?···

এমনি চিন্তার মধ্য দিয়ে রাত্রি কেটে আবার দিনের আলো দেখা দিলে···এবং বেলা প্রায় এগারোটার সময় ট্রেণ এসে ছোট একটা ষ্টেশনে দাঁড়ালো। পাতায়-ছাওয়া ষ্টেশনের ঘর। নীচু প্ল্যাটফর্ম্ম। তারের বেড়া ঘিরে চারিদিকে অজস্র রঙীন ফুলের গাছ···ফুলে ফুলে যেন রামধনু আঁকা রয়েছে। ছায়া-তরুশাখায় বসে' বিহঙ্গ-কাকলীতে সুর-নির্ঝর করছে।

সুহাদে বললে—নামো বন্ধু। এইটে হলো পালীথান ষ্টেশন।

কুলি ডেকে জিনিষপত্র নামিয়ে দু'জনে সেই কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়োলো। ষ্টেশনের লোকজন এ দুটি অভিনব মূর্ত্তির লোককে অকস্মাৎ এখানে দেখে হাঁ করে তাদের দুজনের পানে তাকিয়ে রইলো।···

গাছের ছায়ায়-ছায়ায় ছায়া-করা সরু পথ···দুধারে ধানের ক্ষেত,

ফুলের ঝোপ···এবং এ-পথের সীমা বয়ে চারিদিক ঘিরে ছোট-ছোট পাহাড়ের কেয়ারি যেন কে রচে' রেখেছে !···

এ-পথে দুজনে চললো।

সুহাদে বললে—দিদি আমাদের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে যাবে।

অনাদি বললে—মুখোশ ফেলে স্বরূপে চলো।

সুহাদে বললে—না। কে বন্ধু, কে শত্রু, তা যখন জানি না···

অনাদি বললে,—তা সত্যি !

এ যেন বাঙলা দেশের সেই স্নিগ্ধ-মধুর পল্লী ! মাঠ-ঘাট-জলা···মাঝে-মাঝে মাটীর দেওয়ালের উপর পাতায়-ছাওয়া আবরণের নীচে রমণীয় আশ্রয়কুটীরগুলি !···আসন্ন অলস-মধ্যাহ্নে যেন আরামের কুঞ্জ ! গাছে-গাছে পাখীর ডাক···বনের ফল-ফুলের সে গন্ধে বাতাস ভরে আছে···মৌমাছির সেই গুঞ্জন—তেমনি বিরল-বাস পল্লীর পথে বৌ-ঝীয়েদের কলসী নিয়ে ঘাটে যাওয়া···ক্ষেতের বুকে কৃষক-দম্পতীর সমারোহ-হীন ঘরোয়া শান্ত-মাধুর্য্য···নর-নারীর মুখে-চোখে সরলতার মিষ্ট মোহন আমেজ···

অনাদি আপন-মনে গুণ-গুণ করে গান গাইছিল—

ও মা, তোর আঁচলেতে
দিলেম এই মাথা পেতে···

সে গান গায় না। কখনো গান গায় নি ! কিন্তু এখা[illegible]র আকাশ-বাতাসে যেন সুর ভাসছে ! অনাদির শ্রান্ত মন সে-সুরে জেগে উঠে নিজেকে কখন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেছে, সেদিকে অনাদির খেয়াল ছিল না। খেয়াল হলো সুহাদের আহ্বানে।

সুহাদে ডাকলে—বন্ধু···

অনাদির কণ্ঠে গান থেমে গেল। অনাদি দাঁড়ালো। সামনে বাঁশের তোরণ-আঁটা একখানি বাড়ী। ফটক থেকে মেটে পথ গিয়ে ভিতর দিকে কাঠের সোপান-শ্রেণীতে মিশেছে। সিঁড়ির উপর দাওয়া—থক্‌থকে নিকোনো…পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দাওয়ার দুপাশে এদেশী নানা রঙীন ফুলের গাছ এবং দাওয়ার উপর মাটীর দেওয়াল। তার মাথায় কাঠের তৈরী ছাদ…যেন ছবি!

সুহাদে বললে—এইটে হলো মুঞ্জির বাড়ী। মুঞ্জি একজন ব্যাপারী। আমার বাবার সঙ্গে জানাশোনা আছে। মানে, বাবার বন্ধু।… তুলেলেও মন্দিরের পুরুত বললেন, দিদি বর্ণী এই মুঞ্জির বাড়ীতে আছে…

অনাদির মন আনন্দে উৎফুল্ল হলো। সারাদিন টো-টো করে' উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার পর শ্রান্ত দেহ-মন নিয়ে ঘরে ফিরলে মনে যেমন আনন্দ জাগে, তেমনি আনন্দ হলো!

অনাদি বলে উঠলো—অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়…জানো, এ'ও আমাদের দেশের একজন কবির লেখা।

সুহাদে বললে,—কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?

অনাদি বললে—না। অন্য কবি। এ-কবির নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুহাদে বললে—ও-কথার মানে?

অনাদি মানে বললে। সুহাদে মানে বুঝলো না; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে চাইলো। অনাদি তখন ইংরাজীতে বললে—অবশেষে আমরা পৌছুলুম আমাদের শ্রান্তিহারা গৃহ-তীর্থে।

সুহাদে বললে—তুমি দাঁড়াও। দুজনকে এবেশে দেখলে দিদি যদি চমকে ওঠে? আমি ভিতরে গিয়ে বর্ণীকে ডাকি…

ধীর পদ-সঞ্চারে সুহাদে ফটক দিয়ে গৃহ প্রবেশ করলে; অনাদি তারা পানে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুহাদে দাওয়ায় উঠলো···ডাকলে,—বর্ণী···বোন···আমি এসেছি। সুহাদে···

ভিতর থেকে চকিতে দ্বার খুলে গেল এবং টকটকে লাল রঙের শাড়ী-পরা একটি তরুণী বাইরের বারান্দায় এলো। শাড়ী পরেছে লুঙ্গির মতো···কোমর থেকে গায়ের উপর সোনালি রঙের একটা চাদরের আবরণ···

কিশোরী বিস্ময়-স্ফুরিত নেত্রে সুহাদের পানে চেয়ে রইলো।

সুহাদে মাথার পাগড়ী ফেলে মুখের ওপরকার রবারের মুখোসটা টেনে ফেলে দিলে।

কিশোরী বলে উঠলো—সুহাদে···

সুহাদে বললে—বর্ণী···

তারপর বর্ণী একেবারে পাগলের মতো সুহাদেকে বুকে টেনে তাকে জড়িয়ে ধরলো···

অনাদি ফটকের বাইরে থেকে দেখলো···ভাইবোনে মিলন··· স্বর্গীয় সে দৃশ্য!

···লাল-রঙের শাড়ী-পরা তরুণী···   ৭২ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাজ্যের প্রান্তে

আনন্দ এবং বিশ্রামের ঘোর কাটলে বর্ণী বার-বার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অনাদিকে ধন্যবাদ জানালো! বর্ণী বললে—তোমার··শুধু তোমার জন্যই আমার ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে···

সলজ্জ কণ্ঠে অনাদি বললে—আমি উপলক্ষ! ভগবান না রক্ষা করলে কেউ রক্ষা পায় না, দিদি···আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পেয়ে সুহাদে এখানে আসতে পেরেছে বলে' আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজ্যের সব বিপদ কেটে যাবে!

সুহাদে বললে—তুমি বড় অপ্‌টিমিষ্ট বন্ধু···

অনাদি বললে—এতগুলো বেড়া টপ্‌কে এলুম, কি বলো তুমি, সুহাদে! এতেও মনে আশা হবে না?

সুহাদে বললে—তুমি জানোনা, এখানে পদে পদে কত বেড়া পেতে হবে! সে-সব বেড়া কাঁটায় কাঁটা! শুধু কাঁটা নয়, তার সঙ্গে আছে লেলিহান অগ্নিশিখা···আমাদের খুড়ো কি রকম ফন্দীবাজ, কতখানি নিষ্ঠুর, সভ্য-জগতের মানুষ তুমি, তা ধারণাও করতে পারবে না!

অনাদি বললে—কিন্তু আমাদের বুদ্ধি-বলে এখানে তার লোকজনকে আমরা আমাদের দলে আনতে পারবো না?

বর্ণী বললে—ক'দিন ধরে আমি অনেক ভেবেছি। আমার বাবার বন্ধু এ-বাড়ীর মালিক। তাঁর নাম মুঞ্জি সাহেব। সুমাত্রা-সিলেবিশ—এ-সব অঞ্চলে মুঞ্জি সাহেবের ক্ষেত-খামার আছে। সে সব ক্ষেত-খামারে

কটাকরা কাজ করে। এই কটাক-জাত খুব সাহসী। আবার যেমন নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী, তেমনি নিমকের মর্য্যাদা রাখতেও তৎপর। মুঞ্জি সাহেব বলেছেন, সুহাদে এলে এদের দলকে ক্ষেপিয়ে খুড়োর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন!

সুহাদে বললে,—মুঞ্জি সাহেব কোথায়?

বর্ণী বললে—তিনি বিদেশে গেছেন। হপ্তাখানেক পরে ফেরবার কথা।

অনাদি বললে—আমার মনে হয়, এ সাতদিন আমরা চুপচাপ বসে থাকবো না। কাম্‌পঙের দিকে এগুনো যাক্‌···

সুহাদে বললে—কিন্তু ছদ্মবেশে! অন্ততঃ আমার তাই মত।

অনাদি বললে,—আমারো ঐ মত।

বর্ণী বললে—কিন্তু বলিদ্বীপ পার হলে আর ট্রেণ পাবে না। চলা-পথে যেতে গেলে যদি কোনো বিপদ ঘটে?

সুহাদে বললে—বন-জঙ্গল ভেঙ্গে আমরা যাবো। এখান থেকে দুটো বন্দুক নেবো। তাছাড়া দুটো রিভলভার সঙ্গে রাখবো···

অনাদি বললে—তাহলে আর ভয় কি?

বর্ণী বললে—বনে খুড়োর লোক আর বাঘ-ভাল্লুক···দুই সমান জেনো।

সুহাদে বললে—রাজ্যের সব লোক খুড়োকে কুর্ণিশ দেবে, ভাবো বর্ণী? আমাদের নাম শুনে কেউ আমাদের সহায় হবে না?

বর্ণী বললে—চক্রীর চক্রান্তে আজ আমার কাছে কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না ভাই!

সুহাদে বললে—এতদিন যে লেখাপড়া শিখলুম, বুদ্ধি-বৃত্তির কোনো উন্নতি হয় নি, ভাবো? শঠের সঙ্গে শাঠ্যের অভিসন্ধি-রচনায় এতটুকু পটুতা লাভ করিনি?

বর্ণী বললে—এ-নির্ব্বাসনে এত দিন চুপচাপ বসে থেকে আমার মন

এমন হয়েছে যে এগুতে গিয়ে পদে-পদে ভয় পায়—ভয় পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়! আর এ তুই চোখে সর্ব্বদা আমি কি দেখি, জানো ?

সুহাদে বললে—কি ?

বর্ণী বললে—রাশি-রাশি অন্ধকার। শুধু অন্ধকার! কিন্তু ও-কথা যাক্—রাতু সাহেবকে চিঠি লিখে দাও সুহাদে। তিনি যে ঠিকানা দিয়েছেন, সেই ঠিকানায়। লিখে দিয়ো, তিনি যেন চিঠি লিখে এখানে সে-চিঠি পাঠান। মুঞ্জি সাহেবের নামে চিঠি পাঠাবেন। খামে যেন মুঞ্জি-সাহেবের নাম থাকে; আমার নাম না লেখেন! বুঝলে ?

সুহাদে বললে—বুঝেছি।

অনাদি বললে—আমাদের নেক্‌সট্ প্রোগ্রাম তাহলে ?

সুহাদে বললে—অভিযানে বেরুবো এবং কাল সকালেই।···

বর্ণী বললে—বাবার জন্য ব্যাকুল হয়োনা। তিনি আশ্রয় পেয়েছেন একজন সাধুর মঠে। সে-মঠের সন্ধান খুড়ো জানে না, কোনোদিন জানবে না। বাবা সেই মঠে সাধু-সন্ন্যাসী সেজে বাস করছেন। তিনি ভালো আছেন। আজ আটদিন হলো মুঞ্জি সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মুঞ্জি সাহেব চিঠি লিখে সে-কথা আমাকে জানিয়েছেন। এঁকে আমি সে চিঠি দেখাই···

সুহাদেকে বর্ণী চিঠি দেখালো। চিঠি পড়ে সুহাদে চাইলো অনাদির পানে। বললে,—একটা তুশ্চিন্তা মাত্র কাটলো, বাবা আর বর্ণী,—তুজনে নিরাপদ জানলে বুকে অনেকখানি বল পাবো।

অনাদি বললে,—নিশ্চয়······

পরের দিন সকালে স্নানাহার সেরে বন্দুক-রিভলভার এবং আরো বহু প্রয়োজনীয় তোড়জোড় সঙ্গে নিয়ে তুজনে বেরুলো ট্রেণে চড়ে···

ট্রেণ এসে থামলো লেডাঙ ষ্টেশনে। দুজনে ষ্টেশনে নামলো।

লেডাঙ ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশনের নীচে ছোট খাল। খালে অনেক ডিঙ্গি। একখানা ডিঙ্গি ভাড়া করে দুজনে খাল ধরে এলো সমুদ্রের মোহনায়।

সমুদ্র এখানে বহু-বিস্তীর্ণ দেহকে সঙ্কুচিত করে শীর্ণ-প্রবাহে বয়ে চলেছে। প্রবাহ শীর্ণ হলেও তার বুকে উচ্ছল তরঙ্গ!...

ডিঙ্গি ছেড়ে জেলেদের নৌকোয় চড়ে দুজনে সাগর পার হয়ে কাম্পঙ দ্বীপে বনের ধারে অবতীর্ণ হলো।

বেলা তখন দুপুর। মাথার উপর রোদ চড়্‌চড়্‌ করছে।

এধারটায় লোকজনের বসতি নেই। বিশাল বন। গাছে গাছে গায়ে গায়ে মিশে নিরন্ধ্র জমাট হয়ে আছে। বনফুলের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—মৌমাছির বিপুল ভিড়!

সুহাদে বললে,—এ বনে ভারী সাবধানে চলতে হবে। গাছে-গাছে মৌচাক...অসাবধানে সে-চাকে যদি হাত লেগে যায়, তাহলে আর বাঁচতে হবে না!

মুগ্ধ নয়নে অনাদি রৌদ্রস্নাত বনের শোভা দেখছিল।...সুহাদের কথায় সামনে নজর পড়তে দেখে, সত্যি! সামনেই দু'চারটে বড় গাছ। সে গাছের ডালে প্রকাণ্ড মৌচাক। তার বহর এত বড় যে দেখলে মনে হয়, যেন একটা দৈত্য ডালে পা লট্‌কে প্রকাণ্ড কালো মাথাটা জমির দিকে ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে!

অনাদি বললে—সাপখোপও খুব আছে?

সুহাদে বললে—নিশ্চয়।

অনাদির মনে হলো, সুহাদে ঠিক কথা বলেছিল,—এবারে যে বেড়া, তা শুধু কাঁটায় কাঁটা নয়, সে কাঁটার বেড়ার গায়ে-গায়ে আগুনের লেলিহান্

শিখা! নিজেকে অপ্‌টিমিষ্ট বলে বড় দর্প করছিল···দর্পহারী মধুসূদন সে কথা শুনে যেন এই পথে তাদের পাঠিয়ে দেছেন···

অনাদি বললে—এখানকার এ-সব মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে লোকজন আসে?

সুহাদে বললে—যদি মধুসংগ্রহ করতো, তাহলে দেশে অনেক টাকা আমদানি হতো, বন্ধু। ভগবানের এ দান পড়ে-পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আমাদের জাতটা চিরকালের আলস্য আর ছোট-খাটো তৃপ্তি নিয়ে পড়ে আছে··· বাইরের দুনিয়ার কোনো খপর রাখে না। এ মধু যে তাদের কি সম্পদ এনে দিতে পারে, সে সম্বন্ধে এদের কোনো আইডিয়া নেই!

অনাদি বললে—বলো কি বন্ধু! এবং এ-মধু-সংগ্রহের জন্য আজ পর্য্যন্ত বিদেশী বণিকরাও মাথা ঘামায় নি?

সুহাদে বললে—এখান থেকে মধু নিয়ে যেতে কি খরচ, সেটা ভাবচো? প্রথমতঃ এ-পথে কোনো-লাইনের জাহাজ আসে না। এ-মধু নিতে হলে বিদেশী-বণিককে আসতে হবে বলি-দ্বীপ ঘুরে বহু সাধনা করে। তাছাড়া শুধু মধু কেন, বনে যেতে-যেতে দেখবে, এ-যুগের বাণিজ্য-ব্যাপারের কি উপাদানই না পুঞ্জিত হয়ে আছে!···আমার এ-উদ্যোগ কেন? লেখাপড়া শিখে এ-দেশে স্কুল খুলবো, পণ করেছি। লেখাপড়া সকলের পক্ষে compulsory করবো। মেয়ে-পুরুষ সকলের পক্ষে। তাহলে দুনিয়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় হবে এবং মিল-কারখানা খুলে দেশ ধন্য হবে—সকলে আলস্য ত্যাগ করে' সত্যিকারের মানুষ হবে!

অনাদির মনে হলো, স্বাধীন দেশের মানুষ সুহাদে···লেখাপড়া শিখে সে লেখাপড়া সার্থক করে' তোলবার দিকে কি তার আগ্রহ! কতখানি তার আশা! আর অনাদি···? হায়রে, তার জাত বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রণী হলেও তুচ্ছ চাকরির মোহে মুগ্ধ হয়ে পড়ে আছে! অনাদির বাঙলা

দেশেও বহু-বিস্তীর্ণ জমি এমনি পড়ে আছে! রামপ্রসাদের গান মনে পড়লো,—আবাদ করলে ফলতো সোনা!

কিন্তু সে-সোনার দিকে কারো নজর নেই! দাসত্ব করে' দুটো তামার পয়সা পেলেই তাতে পরিতৃপ্ত হয়ে বিদ্বান-বুদ্ধিমান বাঙালী নিঃসাড়ে পড়ে থাকে!···

সুহাদে বললে—এসো···ফাঁক খুঁজে খুঁজে যেতে হবে···এবং খুব সতর্ক হয়ে···কত জন্তু-জানোয়ার এসে সামনে উদয় হবে, কিছু ঠিক নেই।···

দুজনে চললো। কাঁটায় পা ছড়ে যায়···লতায়-পাতায় প্রতিপদে গতি-রোধ হয়।···কোথাও রাশি-রাশি মশা-মাছি দশদিক থেকে দুজনকে ঘিরে বিপর্য্যস্ত করে ছায়···কোথাও বা খানিকটা মুক্ত প্রান্তর···গাছে-গাছে পাখীর গানে দেহ-মনের শ্রান্তি-অবসাদ বিরাট আনন্দে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়···

চলে'-চলে পথ আর ফুরোয় না। অনাদির মনে দ্বিধা জাগলো। সে বললে—শুনচো বন্ধু?

সুহাদে বললে—বলো···

অনাদি বললে—এ-পথে যে চলেছো, কোথায় পৌছুবে, শুনি···

সুহাদে বললে—এ-বনে মাঝে মাঝে বসতি আছে।···বসতি পেলে দেশের খপর পাবো। তাছাড়া সেখানে জানতে পারবো, কোথায় এসেছি। তা জানতে পারলে আমাদের goal ঠিক করে নেবো।

অপরাহ্ন-বেলা ক্রমে সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে পড়লো। বনে এ যে

আলোর প্রবেশ নেই···তার উপর আসন্ন সন্ধ্যায় বন যেন থম্‌থমে অস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

হঠাৎ অনাদির হাত ধরে টেনে অতি মৃদু স্বরে সুহাদে বললে—ষ্টপ্···

অনাদির গায়ে দিলে কাঁটা···

পাঁচ-মিনিট স্তম্ভিত নিঃশব্দতা! অনাদি চারিদিকে তাকাতে লাগলো।···

সুহাদে বললে—মস্ত একটা সাপ···এ-গাছ থেকে ওগাছে গেল···যদি এগুতে, ছোবল দিত···

অনাদি শিউরে উঠলো। বললে—কৈ?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সুহাদে বললে—ঐ···

সে-নির্দ্দেশ অনুসরণ করে' অনাদি দেখে, ইয়া মোটা এক সাপ···তার পুচ্ছটা সামনের এক গাছের ডাল বয়ে এদিকে এগিয়ে চলেছে···সাপের মুখ সে দেখতে পেলে না···তবে পুচ্ছ দেখে সাপের দেহ-সম্বন্ধে যে-ধারণা নিঃসংশয়ে মনে জাগলো, তাতে সে কেঁপে উঠলো! অনাদি ভাবলে, সামনে আসন্ন রাত্রি···এ-রাত্রে কাঁহাতক সাপের মুখ থেকে সুহাদে রক্ষার ব্যবস্থা করবে!

অনাদি বললে—রাত্রে কি হবে?

সুহাদে বললে—ভয় নেই। পথ পেয়েছি···

—তার মানে?

সুহাদে বললে—যে-পথে চলেছি, দেখচো না ছোট ছোট গাছপালার ডালপালা মাটীতে মাথা মিশিয়ে নুয়ে পড়ে আছে···তা থেকে বুঝতে পারছি, লোক চলে' চলে' এ-সব ছোট চারাগাছগুলোকে একেবারে দুম্‌ড়ে নুইয়ে দেছে···

অনাদি এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি—এখন এ-ব্যাপার তার লক্ষ্য হলো।

নিরাশ-মনে আশা জাগলো···সঙ্গে সঙ্গে দেহের শ্রান্তি-অবসাদের মাত্রা কমলো।

দুজনে চলতে লাগলো···

পথ এমন দুর্গম যে একশো গজ পথকে মনে হয় যেন দশ-বারো মাইল!···এ-পথের কোনো ধারণা অনাদির মনে ছিল না···সে চলেছিল সুহাদের পিছনে যন্ত্রের মতো! চিরদিন যে-শক্তির গর্ব্ব-আস্ফালন করেছে, সে-শক্তির উপর পদে-পদে সন্দেহ জন্মাচ্ছিল···অবিশ্বাস জাগছিল!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে দুজনে অবশেষে এলো ছোট একটী কুঁড়ে-ঘরের সামনে।

সুহাদে বললে—বলেছিলুম···এ-পথে আশ্রয় মিলবে।

আরামের নিশ্বাস ফেলে অনাদি বললে—বাঁচা গেল! অন্ধকারে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আলোয় চোখ চললে এ-ভাব থাকবে না। ভোর হোক্! দেখবে, ভোরের আলোয় এই বনে আমি আবার নতুন মানুষ হয়েছি।

সুহাদে বললে—কালকের কথা কাল। আজ রাত্রে এই কুঁড়েয় বেশ একটু জিরিয়ে নেওয়া যাবে'খন।

সুহাদে তার দেশী ভাষায় কুঁড়ের লোকজনদের ডাকলো। দুজন লোক বেরিয়ে এলো...পুরুষ-মানুষ। একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, আর এক-জনের বয়স বিশ-বাইশ বছর···

সুহাদে তাদের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কইলে। তারা খুশী-মনে অভ্যর্থনা করলে।

অনাদির পানে চেয়ে সুহাদে বললে—এসো··

ভিতরে আঙ্গিনা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গৃহস্বামী কাঠি-কুটো জড়ো করে আগুন জ্বাললো।

আলো দেখে অনাদির দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো।……

এ মাটির ঘর যার, তার নাম বুবাটি। বুবাটির কাছে বিদেশী বলে' দুজনে পরিচয় দিলে।

সুহাদে বললে,—কাম্পঙে তার বাবা ছিলেন। পাঁচ বছর সেখানে কাঠের কারবার করেছেন। সে-কারবার ছিল ঝাম্পানে। সেজন্য সুহাদে এদেশের ভাষায় কথা কইতে শিখেছে।

রাত্রে আহারাদি করে সুকৌশলে নানা প্রশ্নে দুজনে জেনে নিলে, রাজ্য এখন নাওলির। নাওলি বসেছে সিংহাসনে। বুড়ো রাজা পারথ্ নাকি রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন! বুড়ো-রাজার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে কোথায় গেছে, তার কোনো পাত্তা নেই। ছেলের নাম সুহাদে। মেয়ের নাম বর্ণী। মেয়েটি একেবারে গোরা-মেজাজের…এদেশ তার ভালো লাগে না বলে সে চলে গেছে বাঙলা মুলুকে। নাওলি রাজা ভারী কড়া। যেখানে যত জোয়ান পুরুষ আছে…ছেলে-বুড়ো…সকলকে হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হতে বলছে। বুড়ো রাজার ছেলে-মেয়েকে বন্দী করে যে তার কাছে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে দেবে জায়গীর এবং বহু ধন-রত্ন বখ্শিস!

সুহাদে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি করো যদি বুড়ো রাজার ছেলে সুহাদে-যুবরাজকে দেখতে পাও?

বুবাটি বললে—নতুন রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাই।

—কেন?

বুবাটি বললে,—এ-বনে বড় কষ্টে আছি। জায়গীর টাকাকড়ি পেলে একবার বরাত ফিরিয়ে নি।

সুহাদে বললে—সুহাদে যুবরাজ তো কোনো দোষ করেনি বাপু! এ-রাজা জোর করে রাজ্য কেড়ে নিয়েছে—চোর-ডাকাতের মতো। তবু একে মানবে?

বুবাটি বললে—উপায় কি? একে না মানলে জান্ থাকবে না যে!

সুহাদে বললে—যদি তোমাদের যুবরাজ ফিরে এসে লড়াই করে' রাজ্য আবার ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে তাকে সাহায্য করবে না?

বুবাটি বললে—রাজার সেপাইদের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠবো কেন?

সুহাদে বললে—আমরা জাতে নেপালী। ভয়-ডর জানি না। একা হলেও তবু এ-হাতে হাতিয়ার ধরতে পারি। তোমাদের যুবরাজ ফিরে এসে যদি এই ডাকাত-রাজার সঙ্গে লড়াই করে, জানের ভয় থাকলেও আমি যুবরাজের দলে যোগ দেবো।···যার হক, সে ভেসে যাবে একটা ফন্দীবাজের চক্রান্তে? আশ্চর্য্য! তোমরা এ জুলুম সহ্য করবে কি বলে?

বুবাটি বললে—আমি একা যুবরাজের দলে মিশলে যুবরাজের কোনো লাভ হবে না, বাপু।···মিছি-মিছি দাঙ্গা-হাঙ্গাম করে' শেষে কি জান্ খোয়াবো?

অনাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুবাটিকে লক্ষ্য করছিল···তাকে কোনো কথা বলবে সে সামর্থ্য ছিল না···বুবাটি কি বলছে, বুঝছিল না! শুধু এইটুকু উপলব্ধি করছিল যে, বুবাটির সঙ্গে সুহাদের মতের তফাৎ চলেছে।

সুহাদে বললে,—তুমি একা কেন? ধরো, তোমাদের যুবরাজ এলে দেশের সব লোক যদি তাঁর দলে যোগ দ্যায়?

বুবাটি বললে,—সবাই যদি যোগ দ্যায়, আমিই বা তাহলে দল-ছাড়া থাকবো কেন ?

সুহাদে অনাদির পানে চাইলো,—তাকে বুবাটির মনস্তত্ত্বটুকু দিলে বুঝিয়ে।

শুনে অনাদি বললে,—এখন আত্মপ্রকাশ করা চলে না। আগে বহুজনের মনের ভাব বোঝো।·· তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে, এ-লোক রাজধানী থেকে অনেক দূরে বাস করে। রাজা, রাজ্য, রাজনীতি—এ-সবের কিছু জানে না। শুধু জানে রাজ্যে একজন রাজা থাকা চাই, আর থাকা চাই সেই রাজার সৈন্যবল এবং অস্ত্রবল। কাজেই সিংহাসনে যে বসবে, সৈন্যবল এবং অস্ত্রবলের দাপটে সে দুর্জ্জয় হবে। অতএব তা নিয়ে মেজাজ গরম করলে লাভ হবে না, মাঝে থেকে প্রাণটা যাবার ভয় থাকবে প্রচুর !

রাত্রিটা এইখানে এই কুঁড়েয় কাটিয়ে দুজনে সকালে আবার বনের পথে পাড়ি সুরু করলে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মারি তো হাতী

বেলা প্রায় দুটোর সময় ছোট একটা বস্তী পাওয়া গেল। দশ-বারো ঘর লোক এ-বস্তীতে বাস করে।

সুহাদে সন্ধান করে' এ-বস্তীর মোড়লকে বার করলে এবং নেপালী পরিচয়ে তাকে বললে,—আমরা বিদেশী লোক। জাহাজ-ডুবি হয়ে এখানে এসে উঠেছি। আমি নেপালী···লড়াই আমার জাত-ব্যবসা। আর আমার এ-সঙ্গীটি হলো রাংরেজ। এ'ও ফৌজে কাজ করতো। বলতে পারো বন্ধু, এখানকার ফৌজে চাকরি মেলবার কোনো সম্ভাবনা আছে?

মোড়লের নাম অগন্। অগন্ বললে—খুব সম্ভাবনা আছে। রাজ্যে ভারী গোলমাল চলেছে। নয়া-রাজা এখন শুধু ফৌজকে জোরালো করতে চায়। তার মানে, বুড়ো রাজা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে··যুবরাজ আছে বিদেশে। যুবরাজ এসে যদি রাজ্য কেড়ে ন্যায়, তাই এই নয়া রাজা চায় বেশ একটা জোয়ান-দল মোতায়েন রাখতে...

সুহাদে বললে—কিন্তু তাতে তো সুবিধা হবে না! যুবরাজ ফিরে এলে তোমরা তাকে কি বলে' ফেলে দেবে? তোমাদের চিরকালের রাজার ছেলে তো!

অগন্ বললে—ফৌজদার চাকরী ছেড়ে দেছে···নয়া-রাজা নয়া ফৌজ-দার নিয়েছে। এ রাজা ভারী শয়তান! মানুষের প্রাণগুলোকে প্রাণ বলে মানে না। ধাড়ি-জোয়ান যাকে পাচ্ছে, ক্ষেত-খামার থেকে

উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে···নিয়ে গিয়ে তার হাতে হাতিয়ার দিচ্ছে···তীর-ধনুক-শড়কী-লাঠি দিচ্ছে।

সুহাদে বললে—তোমাদের যুবরাজকে খপর দিয়ে তোমরা এখানে আন্‌চো না কেন?

অগন্‌ বললে—কি করে খপর দেবো?···চারিদিকে নয়া-রাজার চর ঘুরছে। তাছাড়া যুবরাজ কোথায় আছে, তার ঠিকানা জানি না তো।

সুহাদে বললে—ধরো, যদি তোমদের যুবরাজ এখানকার এ-খপর পেয়ে নিজে থেকে এ-মুল্লুকে ফিরে আসে?

অগন্‌ চারিদিকে তাকালো, চোখদুটো নিমেষের জন্য আক্রোশে ঝক্‌ঝক্ করে' উঠলো! তারপর কণ্ঠস্বর মৃদু করে' সে বললে—তাহলে তাঁকে নিয়ে একবার ঝাঁপ দি নয়া-রাজার ঐ কেল্লার উপর···

সুহাদে খুশী হলো। অগনের পিঠ চাপড়ে সে বললে—সাবাস্! কি জানো, আমরা হলুম নেপালী জাত··হিন্দু। অধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমরা জানের কেয়ার করি না। তার উপর আমরা জানি চিরদিনের যে-রাজা, সেই রাজাকে। ভুঁইফোড়-রাজার ভুঁড়ি আমরা কুক্‌রী দিয়ে ফেঁড়ে ফেলি!··

এ-কথায় সর্দ্দারের চোখ আবার জ্বলে উঠলো।

সর্দ্দার বললে—তোমার কথাগুলি চমৎকার! তুমি যদি এমনি করে' বুঝোতে পারো, তাহলে আমাদের অনেক বুনো বোকা ক্ষেপে উঠে বোধ হয় ও শয়তানকে সরায়!

সুহাদে বললে—কিন্তু শয়তানকে যে সরাবে, তারপর ও-গদিতে কাকে বসাবে?

সর্দ্দার বললে,—কেন, আমাদের রাজার ছেলেকে।

—রাজার ছেলে কোথায় আছে?

—শুনেছি বাঙলা মুল্লুকে গেছে। খপর দিয়ে সেখান থেকে তাকে আনাবো।

শুনে সুহাদে আরো খুশী হলো। একবার মনে হলো, নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে এখনি সর্দ্দারকে বুকে চেপে বলে' ওঠে,—আমি…আমি… আমি তোমাদের যুবরাজ, ভাই সর্দ্দার…

কিন্তু সে-কথা বলা হলো না। কে জানে, আনন্দের আতিশয্যে সর্দ্দার যদি ক্ষেপে ওঠে!…

সুহাদে বললে—জাহাজ-ডুবি হয়ে তোমাদের দেশে এসেছি।… এখন এ-সব কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমরা যদি হাতিয়ার ধরো, তোমাদের সঙ্গে মিশে যাই।…কি জানো, আমরা হলুম লড়ায়ে-জাত…

সর্দ্দার বললে—বহুৎ আচ্ছা!—ত্যাখো, আমি তাহলে একবার চর পাঠিয়ে বনে-জঙ্গলে খানিকটা সাড়া তুলি…

সুহাদে বললে—আগে আমার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করি। রাংরেজ জাত…রাজার নামে এখনি ক্ষেপে উঠবে'খন!…

অনাদির সঙ্গে সুহাদের পরামর্শ হলো।

অনাদি বললে—সর্দ্দারের চর যতটা সন্ধান নিতে পারে, নিক… আমরাও চুপচাপ বসে না থেকে সন্ধান নি, এসো…। দুদিক থেকে দু'দল যদি জড়ো হয়, তাতে বেশী সময়ও লাগবে না।

এবং এমনি সঙ্কল্প স্থির করে' অনাদি আর সুহাদে মামুলি-ছদ্মবেশে এবং ছদ্ম-পরিচয়ে জঙ্গল ভেদ করে' আরো দূরে অগ্রসর হয়ে চললো।

দুদিন দুরাত্রি পরে একটা লোকালয়ের সন্ধান মিললো। সন্ধ্যার পর

এক চটিতে বিশ্রাম। রাত্রে শোবার সময় দুজনে মুখোশ খুলে শোয়। সে-রাত্রেও শুয়েছিল···

গাঁয়ে খপর রটে গেল, এক রাংরেজ আর এক নেপালী-সদাগর এসে চটিতে উঠেছে···জাল-রাজার দৌলতে বদমায়েসের দল প্রশ্রয় পেয়েছিল,—তাদের মধ্যে একজনের হাত সড়্‌সড়্‌ করে উঠলো। সে ভাবলে, নিশ্চয় টাকাকড়ি সঙ্গে আছে·· একবার ঘরভেদী নজর চালালে মন্দ হয় না!

নিশুতি-রাতে সে এলো চটিতে চুরি করতে। মাটীর দেওয়াল··· লোহার কাঠি মেরে সে-দেওয়ালে রন্ধ্রপথ-রচনা শক্ত হলো না এবং লোকটা ঘরে ঢুকলো।

ঘরে আলো জ্বলছিল। সে আলোয় লোকটা দেখলে, কোথায় নেপালী! কোথায় বা রাংরেজ!

একজন···ও তো এদেশী ছোকরা!···কোথায় গেল নেপালীটা?···

পা টিপে-টিপে সন্তর্পণে সে এলো একেবারে ঘুমন্ত সুহাদের সামনে।··· চিনতে পারলো। বাঃ এ যে···ঠিক···না, কোনো ভুল নেই!

তার মাথার মধ্যে যেন সারা প্যাশিফিক-ওশান দুলে উঠলো·· চিন্তার বিপুল উত্তাল তরঙ্গ···তরঙ্গের পর তরঙ্গ!·· তারি মধ্যে সে স্থির করে ফেললে, সামান্য দু'চার শো টাকা চুরি করে কি দুঃখ ঘুচবে! তার চেয়ে মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার! নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়া যাক··· বেরিয়ে সোজা একেবারে সর্দ্দার-গুপ্তচরের বাড়ী···এ খপর দিলে মোটা বখশিস ··নগদ টাকা-কড়ি তার উপর জমিজমা-জায়গীর খাশা হবে।

এমনি স্থির করে' সে লোকটা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো।

যেমন বেরুবে, তার পা কেমন বেধে গেল। একটা শব্দ! সে শব্দে অনাদির ঘুম গেল ভেঙ্গে। সুহাদে বেশ ঘুমোচ্ছে। সুহাদেকে না জাগিয়ে অনাদি তাড়াতাড়ি রিভলভার নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো।

বাইরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে ! বেরিয়ে অনাদি দেখতে পেলো, রণ্‌পায় ভর করে' একটা লোক দ্রুতগতিতে বনের পথ অতিক্রম করে চলেছে উত্তর-দিকে।···

তার মনে সন্দেহ জাগলো। সহসা ? গোয়েন্দা নয় তো ?···

এবং এ-প্রশ্ন মনে উদয় হবামাত্র চকিতে সে বাইসিক্‌ল্ বার করলে। চটির মালিকের একখানা পুরোনো বাইসিক্‌ল্ ছিল। সেই বাইসিক্‌ল্ বার করে তাতে চড়ে সে ছুটলো রণপা-গোয়েন্দার পিছনে।

উঁচু-নীচু পথ—ঢিপি-ঢ্যালায় ভরা ! বাইসিক্‌ল্ এখানে চলে না, বিশেষ এমন মোরচে-ধরা পুরোনো বাইসিক্‌ল্ ! কিন্তু উপায় কি ? ওরি মধ্যে যথাসম্ভব কৌশলে বাইসিক্‌ল্ চালিয়ে অনাদি চললো···

খানিকদূর গিয়ে দেখে, সামনে একটা জলা। লোকটা সেই জলার ধারে এসে দাঁড়ালো···

বাইসিক্‌ল্ রেখে অনাদি সতর্কভাবে এলো বড় ঝোপের আড়ালে।··· দুজনের মধ্যে তখন ব্যবধান বোধ হয় বিশ-হাত !

অনাদির হাত শুড়শুড় করে উঠলো। একবার তাগ্ করে' দেখবে ? গুলি না লাগে, গুলির শব্দে লোকটা ভড়কে উঠবে তো !

গুলি ছুড়বে কি ছুড়বে না, অনাদি ভাবছিল। এবং তার ভাবনার মধ্য দিয়ে লোকটা রণ্‌পায়ে চড়ে জলা পার হয়ে গেল···

অনাদি এবারে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।···

কিছুক্ষণ তার বুদ্ধি রইলো যেন পাথরের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চল নিষ্ক্রিয় ! তারপর হঠাৎ দেখে, জলার ধার দিয়ে উঁচু পাহাড়ের মতো একটা প্রাচীর চলে গেছে···

বাইসিক্‌ল্ ফেলে অনাদি সেই প্রাচীরের উপর উঠলো। জ্যোৎস্নার আলোয় ঝোপ-ঝাপ ফুঁড়ে যতখানি দেখা যায়, লোকটার কোনো চিহ্ন নেই !

...তারা রণ-পায় চড়ে' চললো... ১০ পৃষ্ঠা

কোথায় গেল ?…

অনাদি ফিরলো না। সামনে দু'চোখে দেখে যেদিকে যাওয়া চলে, সে চললো…

চলে-চলে' একটা মুক্ত প্রান্তরের বুকে এলো…

খুব শ্রান্ত হয়েছিল। দূরে কতকগুলো ঘরের আব্‌ছায়া-মতো দেখা যায়! নিশ্চয় বাড়ী!…সেই বাড়ী লক্ষ্য করে' অনাদি এগিয়ে চললো…

বাড়ীর সামনে একজোড়া রণ্‌পা…অনাদি বুঝলো, লোকটা এইখানে এসেছে!…

দেওয়ালে কাণ পেতে রইলো। ভিতরে মানুষের কণ্ঠ শোনা গেল।… তারপর পায়ের শব্দ।

অনাদি বুঝলো, কারা বাইরে আসছে। একজন নয়, দুজন নয়, পাঁচ-সাত জন। দেওয়ালের ফাটলে যে-ঝোপ, সেই ঝোপের পিছনে নিশ্বাস বন্ধ করে' কাঠ হয়ে অনাদি দাঁড়িয়ে রইলো…

দু'মিনিট…পাঁচ মিনিট…পনেরো মিনিট…

অনাদির বুকের মধ্যে শব্দ হচ্ছিল…কে যেন অবিরাম হাতুড়ি পিটছে!

প্রায় বিশ-মিনিট পরে পাঁচ-সাত জন লোক বেরিয়ে এলো…সকলের হাতে একজোড়া করে' রণ্‌পা…পিঠে একরাশ তীর…কাঁধে লাঠী, গুল্‌তি-ধনুক আটকানো।

বেরিয়ে তারা রণ্‌পায় চড়ে চললো···যে-পথে এতক্ষণ ধরে' অনাদি এসেছে, সেই পথে !

অনাদি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলো···তারপর বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। একজোড়া রণ্‌পা কি মিলবে না ? ভগবান···ভগবান···

রণ্‌পা মিললো।

অনাদির মনে হলো, চীৎকার করে একবার বলে' ওঠে—বন্দে-মাতরম্‌···

অসহ্য সংযমে এ লোভ সে সম্বরণ করলো···করে' রণ্‌পায় চড়ে সেও সেই লোকগুলোর পেছু নিলে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঐ দেখা যায়

কিন্তু সাহস বা শক্তি থাকলেও এ পথে অনাদির সাধ্য কতটুকু !

অজানা পথ। সে-পথে কাঁটার ঝোপ, খানা-খোঁদল, জলা, ঢিপি-ঢাপা ·· তার উপর রাত্রিকাল। আকাশে জ্যোৎস্না থাকলেও মনে এতখানি দুশ্চিন্তা বয়ে সে-আলোয় বনের মধ্যে পথ ঠিক করা···সে যে কতখানি দুঃসাধ্য, অনাদি তা পদে-পদে বুঝছিল।

তবু তার চলার বিরাম নেই···কিন্তু আগের লোকগুলো এমন তীরের বেগে বেরিয়ে গেছে···তাদের হলো জানা পথ··কাজেই তাদের রণ্‌পার দাগ ধরে অনাদি যে ছুটবে, সে উপায় ছিল না।

বনের মধ্যে বেচারী দিশাহারা হয়ে পড়লো এবং সারা রাত্রিটা তার কাটলো নিবিড় বনে নিরুদ্দেশ-পর্য্যটনে। মাটী বয়ে দু'চারটে সাপ চলে যায়…শিউরে অনাদি ভাবে, ভাগ্যে মাটীতে পা না দিয়ে রণপায় ভর দিয়ে চলেছে! কখনো নিস্তব্ধ বনে পাতায় মর্ম্মর-ধ্বনি জাগে…চোখ তুলে কোনো ঝোপে হঠাৎ দেখে, দুটো চোখ জ্বলছে…বুকের রক্ত হিম হয়ে ওঠে! কোথায় দূরে কি একটা জানোয়ার এমন চীৎকার তোলে যে অনাদি দু'এক মিনিট থম্‌কে দাঁড়ায়…হাতে রিভলভার বাগিয়ে…

এমনি নিরুদ্দেশ-ভ্রমণে রাত পুইয়ে আকাশে ক্রমে ভোরের আলো জাগলো!…

দুর্বৃত্তগুলোকে হাতের নাগালে পাবে না, সে সম্বন্ধে অনাদির মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রইলো না। তার উপর মনে নতুন আশঙ্কা জাগলো! যদি এরা সেই চটিতে গিয়ে থাকে? মুখোশ খুলে সুহাদে ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্ত আরামে…যদি তার সেই মুখোশ-খোলা মুখ দেখে এরা চিনতে পারে? এবং চিনতে পেরে…

চিনতে পারলে কি যে এরা না করবে, ভেবে অনাদির গা ছম্‌ছম্ করতে লাগলো।

কোনোমতে এ-পথ ও-পথ করতে-করতে সূর্য্যের কিরণে সহসা তার চোখে পড়লো তাল-বনের গায়ে ক্ষেত, ক্ষেতের পাশে সেই বস্তী! একটা তাল-গাছের গায়ে ছিন্ন লাল নিশেন বাঁধা—সেই নিশেন দেখে চটির নিশানা পেলে…

চটিতে এসে অনাদি দেখে, যা ভেবেছিল, তাই!

অগন্ চটিওলা বললে—নতুন রাজার চরেরা এসে নেপালীকে ধরে নিয়ে গেছে। বলে, সে নেপালী নয়…মুখে মুখোশ এঁটে নেপালী সেজেছিল…, কোনো ফন্দীবাজ দুশমন্…তাই রাজার কাছে তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

অনাদির বুক ফেটে কান্নার সাগর ফুঁশে উঠলো! রাত্রে অগনের কথা শুনে সে যা বুঝেছে···ভাবলো, কোনোমতে ব্যাপারখানা যদি একে বুঝিয়ে দিতে পারে···হয়তো উপায় হবে।

অনাদি তখন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নানা ভাষায় ব্যাপারটা অগনকে বুঝিয়ে দিলে। বললে,—আরো লোক জোগাড় করো! অন্যায়কে কেন তোমরা মান্‌বে?

অগন বললে—উপায় আছে। একটু দূরে একদল ডাকাত থাকে। জাতে বাতাক। তারা টাকা চায়। টাকা দিলে তাদের যা বলবে, তাই করবে! তাদের হাতের তীর কখনো ফশ্‌কায় না!

অনাদি বললে—বেশ, এখনি আমি একশো টাকা দিচ্ছি। যদি তোমাদের যুবরাজকে উদ্ধার কর্‌তে পারো, তারা যা চাইবে, আমি দেবো—বখ্‌শিস।

দেখতে দেখতে অগন অগ্নিমূর্ত্তি ধরে' জেগে উঠলো! বললে,—এখানে আমার জাত-ভাই যে কজনকে পাই, জড়ো করি। রণপা আছে···তাতে চড়ে এখনি সকলে বেরুবো।

নিমেষে নিস্তব্ধ বাড়ী সোরগোলে ভরে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে' উঠলো। এবং প্রায় পঞ্চাশজন জোয়ান লোক রণপায় চড়ে হৈ-হৈ শব্দে বেরিয়ে পড়লো!···

বাতাকদের বাস সেখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে···পশ্চিমে। মাটীর ঢিপিতে গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা বাস করে। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বেড়ায়; সমুদ্রে মাছ ধরে। যদি কখনো এরা সন্ধান পায় কারো ঘরে টাকাকড়ি আছে, চিলের মতো এসে ছোঁ মারে। এরা ভারী নিষ্ঠুর।

প্রাণে একবিন্দু মায়া-মমতা নেই। মশা-মাছি মারতে মানুষ যেমন একমুহূর্ত দ্বিধা বা চিন্তা করে না, তেমনি নিশ্চিন্ত নিঃসংশয়ে এরা মানুষ মারে! মারবার আগে একটিবার দ্বিধা করে না, আহা, মারবো কি?···

টাকা দিয়ে অগন্ চকিতে এই বাতাকদের উন্মত্ত করে তুললো।

অগন তাদের বললে—এই রাংরেজ সাহেব আমাদের মোড়ল। চ' সকলে। রাজার চর এসে আমাদের সাবেকী-যুবরাজকে ধরে নিয়ে গেছে···

টাকা পেয়ে বাতাকের দল তখন ক্ষেপে রুখে উঠেছে। টাকার দামে এরা চায় রক্ত! কে আর তাদের পায়? চোখা-চোখা অজস্র তীর বয়ে নিয়ে বাতকের দল অগনের নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে চললো···

অগন বললে—রাজার বাড়ী যেতে হবে। সেই পথ ধরি। এরা যুবরাজকে নিশ্চয় সেইখানে নিয়ে গেছে··

বন-জঙ্গল ভেঙ্গে মাড়িয়ে চললো এই বুনোর দল।

অনাদির বুকের মধ্যে কেবল এক চিন্তা···সুহৃদে বন্ধু, আমার বেহুঁশিয়ারীর জন্যই আজ তোমার এ নিগ্রহ! ভেবেছিলুম, মুখে মুখোস এঁটে সবার চোখে ধূলো দিয়েছি! কেন যে এদের পিছনে ছুটেছিলুম! অন্ততঃ তোমাকে জাগিয়ে রেখে যদি বেরুতুম!

এমনি নানা চিন্তা তার বুকের মধ্যে যেন ঝড় তুলে দেছে! সে-ঝড়ে সারা পৃথিবী যেন ছেয়ে গেছে! কোথায় চলেছে, কোন্ পথ ধরে—অনাদির সেদিকে তিলমাত্র হুঁশ্ ছিল না!

সন্ধ্যার সময় সকলে এসে একটা গ্রামে পৌঁছুলো। বন কেটে সাফ করে বহু লোকজন এখানে বসতি রচনা করেছে···

অগন্ গিয়ে তাদের একজনের সঙ্গে দেখা করলে···

প্রায় আধঘণ্টা ধরে' অনেক কথা হলো···এবং একঘণ্টার মধ্যে সারা

গ্রাম তীর-ধনুক সড়কী-লাঠি হাতে অগনের সামনে এসে দাঁড়ালো···সকলের মুখে বিপুল কলরব !

অনাদিকে ডেকে অগন বললে—একটু দূরে নদী···ডিঙ্গি পাবো দশ-বারোখানা মাত্র। নদীতে কুমীর আছে। এক-একটি ডিঙ্গিতে দুজন করে' লোক পার হতে পারে।

অনাদি বললে—তুমি যা বলবে, তাই হবে।

হৈ-হৈ শব্দে নদী পার হয়ে ওপারে এক বনে গিয়ে সকলে উঠলো। লোকজন সব কাঠ ভেঙ্গে তাতে পাথর ঠুকে আগুন জেলে মশাল জ্বালালো। এবং সেই মশাল-হাতে আবার রৈ-রৈ শব্দে ক্ষ্যাপার মূর্ত্তিতে বনপথে অগ্রসর হলো।···

অনাদি ভাবলে, এত লোক যে এই আরাম-বিরাম, প্রাণের মায়া ছেড়ে মরণের সামনে ছুটে চলেছে···এ-জাতকে আমরা বলি অশিক্ষিত, অসভ্য !··· নিজের দেশের কথা মনে পড়লো। রাত্রে শব-দাহ করবার জন্য ডাকতে গেলে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে যারা বলে, ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সদ্য উঠেছি ভাই··· এদের তুলনায় তারা কি মানুষ !

মাঝ-রাত্রে বনের মধ্যে একটা পোড়ো ঘর দেখা গেল।···

অগন্ বললে—এ-রাতটা এইখানেই কাটানো যাক্ !

লোক-জন কিন্তু প্রচণ্ড উৎসাহে তখন উন্মত্ত !

তারা বললে,—না। একদম্ রাজবাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো...তার আগে নয়।···

এই কথা বলে' সকলে চললো।

বেলা আটটায় বনের শেষে একটা সরাই মিললো।

অগন্ বললে,—সকলে কিছু খেয়ে নাও।

অনাদি টাকা-কড়ি সব সঙ্গে এনেছিল। অগনের হাতে সমস্ত টাকা-কড়ি সে দিতে গেল।

অগন বললে—পয়সা রেখে দাও সাহেব। এ-বনে এত রকমের গাছ আছে···কি চাও, বলো? আনারস, লেবু, খেজুর, তাল, নারকোল, আঙুর ·· ?

সত্য! মা-অন্নপূর্ণা এই বনের মধ্যে অপরূপ ভাঁড়ার সাজিয়ে বসে আছেন!···এ-সব ফল গাছে ফলে; গাছে ফলে' সবার চোখের অড়ালে শুকিয়ে যায়! খাবার লোক নেই···

সরাইয়ে ভাত মিললো···

অনাদি বললে—সোনার দেশ···

অগন বললে—আমরা অন্ধ, সাহেব!···যুবরাজের দৌলতে আজ

কুড়েমি ছেড়ে এত দৌড়ঝাঁপ করছি, এমনটি আমি জন্মে-ইস্তক্ কখনো এর আগে করিনি!

অনাদি বললে—এত শক্তি নিয়ে চুপচাপ বসে আছো অগন!

আহারাদি সেরে আবার পাড়ি সুরু হলো···

কি অপরূপ দৃশ্য-বৈচিত্র্য! অনাদি ভাবলে, যদি ক্যামেরা থাকতো, ছবি তুলে নিয়ে যেতুম···কলকাতা সহর এ-ছবি দেখে মুগ্ধ হতো!·· তুলি ধরতে জানলে এই বন-পর্ব্বতের এমন ছবি আঁকতুম যে য়ুরোপ-আমেরিকার সৌখীন স্ত্রী-পুরুষ এদেশ দেখতে তখনি ছুটে আসতো!···

আরো একটা দিন এবং একটা রাত্রি কাটলে ভোরের বেলায় সকলে এলো আর-একটা গ্রামে। এ-গ্রামখানি ওরি মধ্যে একটু সমৃদ্ধ। কাঠের বাড়ী-ঘর আছে। বাজার আছে। গ্রামের কোলে ছোট নদী···দু-চারখানা ডিঙ্গিতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে···

অগন বললে···এটা হলো রাজধানী। নদীর ঘাট থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে রাজ-বাড়ী।

ঘাটে জনকয়েক লোক জমেছিল···

অগন তাদের কাছে গেল।

এবং বেলা প্রায় নটায় এখান থেকেও পঞ্চাশ-ষাটজন কামিন-পশারী তাদের দলে যোগ দিলে। তখন পুরো দলটিকে ডেকে অগন বললে

—যুবরাজকে ধরে নিয়ে গেছে। খপর শুনে তিনি এসেছিলেন কলকাতা থেকে চোরাই-গদি দখল করতে।··· আমরা আজ চোর-রাজার ঘাড় ধরে' তাকে বার করে দেবো দেশ থেকে। এসো, কে আমাদের দলে আসবে!

হৈ-হৈ শব্দে সকলে বললে,—আসবো···আসবো!

পায়ে-চলা সরু পথ। মাঝে-মাঝে দু-চারখানা ঘর। ঘুম ভেঙ্গে লোকজন হাই তুলে ঘর ছেড়ে পথে বেরুচ্ছে!···বেরিয়েই পথে প্রকাণ্ড ভিড় দেখে সব অবাক! অগন চলেছে চীৎকার করে—জয় যুবরাজের জয়···

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা মোড়ের বাঁক···দূরে দেখা গেল মস্ত কাঠের বাড়ী। ছাদে চূড়ো।

অনাদি বললে—তীর ছুড়ে জানিয়ে দিই, আমরা এসেছি।

অগন বললে—না···তাহলে সাবধান হতে পারে। তা নয়··· বাহিনী-শুদ্ধ নিঃশব্দে গিয়ে একেবারে শয়তানের ঘাড়ে পড়বো···

কাঠের পুরী নিস্তব্ধ। ঘরে আলো জ্বলছে। খোলা জানলা দিয়ে সে আলো বাইরে এসে পড়েছে···

চারিদিক থেকে সকলে মিলে নিঃশব্দে রাজপুরীতে ঢুকলো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

টাঙ্কি

এবার একবার রাতু সাহেবের সংবাদ নি।

সিঙ্গাপুরে অনাদি এবং সুহাদে নেমে গেলে রাতু সাহেব চল্‌লেন যবদ্বীপের পথে।

এবং কোথাও বিশ্রাম না করে তিনি সেমারাঙে এলেন। সেমারাঙে তাঁর পরিচিত বহু বন্ধুর বাস। একদিন এখানকার স্কুলে হেড-মাষ্টারী করেছিলেন। স্কুলের ছেলেদের সামনে কোনদিন যণ্ড বা অমর্কের মূর্ত্তিতে দাঁড়ান নি—তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। স্কুলে ডিবেটিং ক্লাব খুলে ছেলেদের মধ্যে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা-বিস্তারে যে প্রয়াস পেয়েছিলেন, তার ফলে তাঁর ছাত্রেরা আজ বেশ মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ে নেমেছে; কতকগুলি ছাত্র বড়-বড় সরকারী কাজ পেয়েছে এবং কালের ছন্দে তাল রেখে সকলের মন উদার ভাবে গড়ে উঠেছে।

রাতু-সাহেব আসিয়া উঠিলেন হুতংয়ের গৃহে। এখানে আসিয়া ছদ্ম বেশ ত্যাগ করিয়া স্ব-রূপে দেখা দিলেন।

হুতং জাতে চীনাম্যান। তবে চীনের মাটী কখনো দেখে নাই। সেমারাঙে তার জন্ম এবং এই সেমারাঙেই তাদের তিন-পুরুষের বাস।

হুতংয়ের মস্ত কারবার। চিনি, কফি, রবার এবং চামড়ার কারখানা। তার অধীনে অনেক লোক কাজ করে। দেশে হুতংয়ের যেমন খাতির, তেমনি প্রতিপত্তি।

রাতু-সাহেবকে পাইয়া হুতং তাঁকে একেবারে শিরোধার্য্য করিয়া বসিল। বলিল—আপনি তো স্যর কলকাতায় বাস করছেন। দু মাস আগে আমার এক পিস্‌তুতো ভাই আচিন কলকাতা থেকে ফিরেছে; সে এসে বললে, আপনার সঙ্গে সেখানে নিউ মার্কেটে তার দেখা হয়েছিল। সেখানে কামপঙের যুবরাজের গার্জ্জেন-টিউটর হয়ে আছেন!

রাতু-সাহেব বলিলেন—কথাটা সত্য। সম্প্রতি সে ছাত্রের দারুণ বিপদ। তার নাম সুহাদে। সুহাদের রাজ্য গেছে। বাপ-রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তার খুড়ো গদি দখল করেছে। তাতেও খুশী না হয়ে সুহাদের আর আমার প্রাণ নেবার জন্ম কলকাতায় গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যবলে একটি বাঙালী বন্ধুর কৃপায় আমরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছি···

এ কথা শুনিয়া হুতঙের দু'চোখ প্রায় কপালে উঠিল! সে বলিল—বলেন কি স্যর? তারপর?

রাতু-সাহেব হুতংকে আনুপূর্ব্বিক সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া হুতং বলিল,—আচ্ছা, দুদিন এখানে বিশ্রাম করুন। যুক্তি করে' এ ব্যাপারে সাহায্যের ব্যবস্থা করছি।···জানেন তো, আমার চামড়ার কারখানায় বহু বর্ম্মীজ কাজ করে। আসলে তারা বর্ম্মার শান-জাত! শানেরা ডাকাতী আর লুটপাট করে বেড়ায়। বর্ম্মায় পুলিশের তাড়া খেয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ঘর শান এখানে আসে! এখানে এসেও ডাকাতি-পেশা ধরেছিল। কিন্তু ওদের সর্দ্দারের একবার ভারী বিপদ ঘটে—তখন তাকে আমার দ্বারস্থ হতে হয়। আমি সেই সময়ে বলি, দলশুদ্ধ যদি আমার কারখানায় কাজ করতে ঢোকো, তাহলে তোমাদের

বিপদ থেকে উদ্ধার করি, আর বাস করবার জন্য জায়গা-জমি দিতে পারি। সে-কথায় তারা খুশী-মনে কারখানায় আসে। দিব্যি কাজ করছে।

রাতু-সাহেব বলিলেন—তাদের দিয়ে তুমি কি করতে চাও, বলো তো?

হুতং বলিল,—এদের যা দেহ···ইয়া হাতের গুলি···আর জবর সাহস। হুঁঃ—ওরা গিয়ে যুদ্ধ করবে কি? তা নয়! সেখানে দল বেঁধে গিয়ে ঐ শয়তান usurperটার দুটো কান ধরে তাকে গদি থেকে নামিয়ে দেবে!···

রাতু সাহেব এ-কথার পর চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন,—কিন্তু অত সহজে গদি দখল হবে না, হুতং! আমার দেশের লোকগুলো লেখাপড়া জানে না তো! গদিকেই তারা রাজা বলে মানে। তারা জানে, গদিতে যখন নাওলি বসেছে, তখন নাওলিই রাজা। আর জানো তো, এদের বিশ্বাস, রাজা আর দেবতা এক এবং অভিন্ন। কাজেই নাওলি রাজার দিক ছেড়ে দাঙ্গা তারা করবে কেন?

হাসিয়া হুতং বলিল—আজ বিশ্রাম করুন। কাল আমার সঙ্গে কারখানায় যাবেন'খন। গিয়ে শানদের চেহারা দেখবেন,—দেখলেই বুঝবেন, তারা যদি হুঙ্কার দিয়ে বলে, গদি ছাড়ো—তাহলে কাণ মলবার জন্য হাত বাড়াবার দরকার হবে না! তোমার ঐ নাওলি-রাজা সুড়সুড় করে' পালাবার পথ পাবে না!

রাতু সাহেব বলিলেন,—তা যদি হয়, তাহলে সে তো দেবতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে করবো। না হলে লড়াইয়ের কথায় আমার আতঙ্কের সীমা নেই! নিজের দেশ···জ্ঞাতিবন্ধুর প্রাণ নিয়ে তাদের রক্তে দেশে নদীর সৃষ্টি করলে সে ক্ষতি কখনো পূরণ হবে না।

হুতং বলিল—নিশ্চয়।···

হুতংয়ের কথায় রাতু সাহেবের মন একটু শান্ত হইল, দুশ্চিন্তার মাত্রা

কমিল। ভাবিলেন, লোক-বল পাওয়া গেলে এ দুর্গ্রহ হইতে মুক্তি পাইবার আশা হয়তো দুরাশা হইবে না!

বৈকালের দিকে হুতং বলিল,—বেরুবেন আমার সঙ্গে?

বাড়ীর ফটকে রিক্শ-গাড়ী মজুত ছিল। বাড়ীর রিক্শ।

রাতু সাহেব বলিলেন—তুমি যাও। আমি পায়ে হেঁটে খানিকটা ঘুরে আসি। চেনা-জানা বহু লোক আছে···দেখা করবো না?

হুতং বলিল—বেশ। তাহলে তাই করুন।

রাতু সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। এখানে-ওখানে এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিতে রাত্রি প্রায় নটা বাজিয়া গেল। তখন রাতু সাহেব হুতঙের গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

গলি-পথে না আসিয়া তিনি আসিতেছিলেন মার্কেট-পটীর পথ ধরিয়া। পথ তেমন চওড়া নয়। পথের দুধারে একালের প্যাটার্ণের বড় বড় অফিস-বাড়ী; অফিস-বাড়ীর মাঝে-মাঝে কানাতের চাঁদোয়া খাটানো—সেই চাঁদোয়ার নীচে বিবিধ ছোট দোকান।

চিনিপটীর ভিতর দিয়া চানাজী ভরষ্ট্রাট রোডে আসিয়া পৌছিবামাত্র পিছন হইতে কে বলিল—রাতু সাহেব না?

সে-স্বরে চমকিয়া রাতু সাহেব মুখ ফিরাইলেন। যা দেখিলেন, বুকখানা তাহাতে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল!

টাঙ্কি!

কোথায় ছিল টাঙ্কি? কি করিয়া তাঁর পাছু লইয়া এই জনহীন পথে আসিয়া উদয় হইল?

রাতু সাহেব বলিলেন—টাঙ্কি যে!

মুখে অভিসন্ধি-ভরা হাসি···টাঙ্কি বলিল—হ্যাঁ সাহেব। ঠিক চিনতে পেরেছেন তো!

রাতু সাহেব বলিলেন,—কোনো দরকার আছে ?

প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ রহিলেন···সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলেন, কোনো পথিক এ পথে আছে কি না।

কেহ নাই !

ছু' ধারে বড়-বড় দোকান। এ সব দোকান রাত্রি আটটায় বন্ধ হয়। দোকানের লোকজনের মধ্যে দু-চারজন কর্ম্মচারী এবং ভৃত্য-পিয়ন মাত্র দোকানে থাকে ; অপরে বাড়ী চলিয়া যায়।

টাঙ্কি বলিল—এখানে চীনাম্যান্ সেজে বার হননি যে ?

রাতু সাহেব বলিলেন,—এখানে চীনা সাজবার দরকার নেই। তার কারণ এটা ইংরেজের রাজ্য নয় যে আত্মরক্ষার জন্য রিভলভার রাখতে হলে পুলিশ-লাইসেন্সের দরকার হবে !

কথাটা বলিয়া তিনি পকেটে হাত পুরিয়া দিলেন। পকেটে রিভলভার ছিল না। অভিনয় করিলেন। অভিনয় দেখিয়া টাঙ্কি ভাবিবে, পকেটে নিশ্চয় রিভলভার আছে !

টাঙ্কি বলিল—কিন্তু ও-রিভলভার পকেট থেকে বার করবার অবসর যদি না পান···

কথার সঙ্গে টাঙ্কি একেবারে বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়া রাতু সাহেবের ঘাড়ে পড়িল। অতর্কিত আক্রমণে রাতু সাহেব পথে পড়িয়া গেলেন।

দুজনে দারুণ ধস্তাধস্তি চলিল। রাতু সাহেব প্রাণপণে লড়িতে লাগিলেন। তাঁর মনে পড়িতেছিল ঈশপের লেখা সেই কুকুর - বিড়ালের গল্প! দৌড়ে কুকুরকে বিড়াল হারাইয়া দিয়াছিল—বিড়ালকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দৌড়িতে হইয়াছিল, তাই। রাতু সাহেবকেও এখন প্রাণ বাঁচাইতে হইবে! সে-গল্প মনে করিয়া রাতু সাহেব কোথা হইতে দেহে যেন সিংহের বল পাইলেন···

কিন্তু টাঙ্কি পেশাদার গুণ্ডা—তার নানা কৌশল জানা আছে! রাতু সাহেব তার সঙ্গে পারিবেন কেন?

দু'চার মিনিট পরেই তাঁর দেহ শ্রান্ত হইল। তখন টাঙ্কি—দু পাণ্টা জোর প্যাঁচ মারিল···রাতু সাহেবের চোখের সামনে আলো গেল নিবিয়া!

চোখে আবার আলো ফুটিলে তিনি চাহিয়া দেখেন, একখানা ডিঙ্গিতে পড়িয়া আছেন···হাত-পা-বাঁধা। ডিঙ্গি চলিয়াছে! মাথার উপর আকাশ···আকাশে একফালি চাঁদ। দু'পাশে ঘন বন। চারিদিক নিথর নিস্পন্দ!

রাতু সাহেব ভাবিলেন, মিথ্যা আশা!

নির্বুদ্ধিতা! সেমারাঙে আসিয়া কেন যে নিজেকে এমন নিরাপদ ভাবিলেন!···নিরাপদ ভাবিয়া কেন সে ছদ্মাবরণ খুলিলেন!

কিন্তু ছদ্মাবরণে নিরাপদ থাকিতেন না। টাঙ্কি তো সে ছদ্মবেশ চিনিয়াছিল! না চিনিলে ছদ্ম চীনাবেশের কথা তুলিয়া তামাসা করিবে কেন?

এখন উপায়?

নাই!

বেচারী সুহাদে! তাঁর প্রাণ যদি যায়, যাক! সুহাদে যেন ধরা না পড়ে! তাদের ছদ্মবেশ যেন তারা না খোলে! মনে হইল, দুজনকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন নাই। কে জানে, সেদেশে তাদেরো যদি এমন বিপদ ঘটে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ত্র্যহস্পর্শ

রাতু-সাহেবের মন যেন পাথর হইয়া গিয়াছে! কত চিন্তা করিবেন? কোন্ দিক দিয়া কিসের বা চিন্তা? চিন্তা করিয়া কোনো লাভ নাই!

রাতু-সাহেব চক্ষু মুদিলেন।

কতক্ষণ···

এক-এক মুহূর্ত্ত যেন এক-এক যুগ!···

মাথার উপর রাশি-রাশি নক্ষত্র···স্তব্ধ আকাশের গায়ে নক্ষত্রগুলা যেন নিস্পন্দ অপলক নেত্রে নীচে এই জলের বুকে ডিঙ্গির পানে চাহিয়া আছে···ডিঙ্গির বুকে রাতু-সাহেবের অদৃষ্টে কি ঘটে, যেন নির্নিমেষ নয়নে তাহাই লক্ষ্য করিতেছে!

অনেকক্ষণ···

রাতু-সাহেবের বুকের মধ্যে যেন বজ্রগর্জ্জন চলিয়াছে···এক নিমেষের জন্য সে-গর্জ্জনের বিরাম নাই!···

হঠাৎ টাঙ্কি একটা বিকট আর্ত্ত রব তুলিল। চমকিয়া রাতু-সাহেব চোখ খুলিলেন। চোখ খুলিয়া দেখেন, লগি ফেলিয়া টাঙ্কি ডিঙ্গির বুকে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হোক দুশমন, রাতু-সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে টাঙ্কি ?

ভীত কম্পিত স্বরে টাঙ্কি বলিল—বাঘ।

বাঘ রাতু সাহেব হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় যতদূর চাহিয়া দেখিলেন, বাঘের কোনো চিহ্ন দেখিলেন না! বলিলেন,—কোথায় বাঘ ?

টাঙ্কি কহিল—ঐ ঝোপের আড়ালে। বোধ হয়, জল খেতে এসেছিল··· জল খেয়ে চুপচাপ বসে আছে।

রাতু সাহেব কহিলেন—তাহলে ডিঙ্গি ফেরাও···

টাঙ্কি কহিল—ভয়ে আমার হাত কাঁপছে! সঙ্গে অস্ত্র নেই··· স্রোতের মুখে ডিঙ্গি ঐদিকে ভেসে চলেছে।

রাতু সাহেব বলিলেন—বাঘের পেটে যাওয়া তো ঠিক হবে না। আমার বাঁধন খুলে দিলে লগি ঠেলে আমি না হয় ডিঙ্গি ফেরাই···

টাঙ্কি ভাবিল, দোষ কি ? এ-বনে রাতু সাহেব কোথায় পলাইবেন! জলে ঝাঁপ দিয়া ? কিন্তু এদিককার খালে-বিলে অজস্র কুমীর আছে। দিই রাতু সাহেবের বাঁধন খুলিয়া! বাঘের গ্রাস হইতে বাঁচিবার চেষ্টা চলিবে তো! তারপর বাঁচিয়া থাকিলে রাতু-সাহেবকে আবার বন্দী করিতে কতক্ষণ!

টাঙ্কি বলিল—বেশ, বাঁধন খুলে দি। তারপর এই নিন্ লগি।

সে রাতুসাহেবের বাঁধন খুলিয়া দিলে রাতু সাহেব লগি লইয়া ডিঙ্গির গতি রুদ্ধ করিলেন; তারপর ডিঙ্গি ফিরাইলেন···যেদিকে বাঘ ছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকে।

ওদিকে শুষ্ক পাতায় সুস্পষ্ট খশখশ শব্দ উঠিল। নির্জ্জন বন-তলে সে শব্দে ভয় হয়···

টাঙ্কি বলিল—সাড়া পেয়েছে। বাঘ এইদিকে চেয়ে আছে।

চাপা গলায় রাতু সাহেব বলিলেন—কথা কয়ো না। গলার আওয়াজ শুনে এগিয়ে আসবে।···

টাঙ্কি বলিল—কিন্তু ডিঙ্গি চলার শব্দ হচ্ছে যে···

রাতু সাহেব তেমনি মৃদু স্বরে বলিলেন—ভাববে, কুমীর চলেছে নদীর বুক বয়ে···

লগির জোরে স্রোত কাটিয়া ডিঙ্গি বিপরীত দিকে চলিল···

বেশী দূর বাইতে হইল না। পিছনে বাঘের গর্জ্জন···

অকস্মাৎ এ গর্জ্জন-রোলে রাতু সাহেবের হাতের লগি গেল জলে পড়িয়া।···রাতু সাহেব বলিলেন—ঐ যাঃ···

সঙ্গে সঙ্গে লগি তুলিবার জন্য যেমন ঝুঁকিলেন, দেখেন, ডিঙ্গির পিছনে পোড়া-কাঠের মতো কি একটা···পোড়া কাঠখানা ডিঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে···ডিঙ্গির পাঁচ-সাত হাত পিছনে···

রাতু সাহেব বুঝিলেন, পোড়া কাঠ নয়···কুমীর! কুমীরে তাড়া করিয়াছে!

ভাবিলেন, মন্দ নয়! ডিঙ্গির বুকে তাঁর ঠিক পাশে মানুষ দুশমন···আর ওদিকে ডাঙ্গায় বাঘ এবং জলে কুমীর! ভাবিলেন, ইহাদের একজনের মুখেই এ জীবনের লীলা-শেষ!

আসলে মরণকে এই ত্রি-মূর্ত্তিতে আসন্ন দেখিয়া রাতু সাহেবের বুকে নিমেষে অযুত হাতীর-বল জাগিল! ভাবিলেন, প্রাণটাকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব! অতএব একবার মরিয়া হইয়া দেহ-মনের সকল শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা যাক···

হয় এস্পার, না হয় ওস্পার···

চকিতে তাঁর মনে জাগিল উৎকট *প্রতিশোধ-স্পৃহা! কি দোষ?* নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রাণে মারিবার জন্য কোনো লোক যদি পশুর মতো নৃশংস হয়···এবং তুচ্ছ দু'চারিটা টাকার লোভে,···সে-নৃশংসতা তাহা হইলে পশুর মতো তাকে শীকার করা কিম্বা হিংস্র পশুর মতো তার নিধন···তাহাতে কোনো অপরাধ হইবে না! এতটুকু পাপ হইবে না!

জলের বুকে ছোট তরঙ্গের মতো মনে এ-চিন্তা উদয় হইবা মাত্র সমস্ত মনকে ছাইয়া কুণ্ডলী রচিয়া দীর্ঘ-প্রসারে পরিব্যাপ্ত হইল!

রাতু সাহেব টাঙ্কির পানে চাহিলেন। দু'চোখ ভয়ে আকুল · টাঙ্কি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে···নিথর নিস্পন্দ!

রাতু সাহেব লাফাইয়া তার কাছে আসিলেন, সবলে তাকে ধরিয়া বলিলেন—এবার··· ?

টাঙ্কি দারুণ আর্ত্তনাদ তুলিল, কহিল—এবার কি?

রাতু সাহেব বলিল—পিশাচ তুই! আমাদের মারবার জন্য তোর কশরত-ফন্দী সমানে চলেছে! তোকে যদি জলে ফেলে দি? চেয়ে ত্যাখ, ডিঙ্গির পিছনে কুমীর···

রাতু সাহেবের সে কণ্ঠস্বরে টাঙ্কি যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল! সে বলিল—মাপ···মাপ করো সাহেব···আর আমি এমন কাজ করবো না।

রাতু সাহেব বলিলেন—করবে না, তার কি গ্যারাণ্টি আছে?

টাঙ্কি বলিল—ভগবান বুদ্ধের নামে আমি শপথ করছি···

রাতু সাহেব বলিলেন—ভগবান বুদ্ধদেবকে তুই মানিস কি না! মানলে এত বড় হিংসাবৃত্তি নিয়ে পয়সা-রোজগারের মতলব তোর মাথায় আসতো না···কিন্তু না, এত কথার সময় নেই আর!···বাঘটা ঐ ঝোপের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে আসছে···বোধ হয়, ডিঙ্গির নাগাল পাবে না

ভেবে ঝাঁপ দিচ্ছে না। কিন্তু জলে ঐ কুমীর···তোকে একটা ঠ্যালা দিলে···

বিকট আর্ত্ত রব তুলিয়া টাঙ্কি বলিল—না-না-না···

তারপর কোথা দিয়া কি যে ঘটিল···যেন নাটকে-লেখা ঘটনার মতো··· আগাগোড়া যেন সব রিহার্শাল দিয়া ব্যবস্থা করা ছিল···

বনে উপর্য্যুপরি কটা বন্দুকের আওয়াজ হইল···একরাশ ধোঁয়া···সে ধোঁয়ার পিছনে চার-পাঁচটা মশালের আলো···

রাতু সাহেব তখনো বজ্রবলে টাঙ্কিকে ধরিয়া আছেন···

ধোঁয়া এবং আলো লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখেন, ক'জন লোক এদিকে আসিতেছে···

বোধ হয়, শিকারী ··

অপূর্ব্ব পুলকে রাতু সাহেব চক্ষু মুদিলেন। মনে-মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন—আছো···প্রভু, তুমি আছো···পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ কি-মূর্ত্তি লইয়া কখন্ যে আবির্ভূত হও···

টাঙ্কি তখনো আর্ত্ত কাকুতি-ভরে বলিতেছে—মাপ···মাপ সাহেব, মাপ করো···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রাতু সাহেব ভাবিলেন, এত হিংস্র কার্য্য হইতে আমাকে তুমি রক্ষা করিয়াছ···তোমাকে নমস্কার···ভগবান বুদ্ধ···বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!

চোখ চাহিয়া জলের বুকে চাহিয়া দেখেন, কুমীরটা জল-তলে ডুব দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে! নিশ্চয় বন্দুকের শব্দে ভয় পাইয়া···

বাঘ ?

জ্যোৎস্নার আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়···ঐ যে ছোট-ছোট একরাশ কফি গাছের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া আছে···বাঘের গায়ে অজস্র ডোরা দাগ। চিনিলেন, চিতা-বাঘ !

লোকগুলা ওদিকে মশাল হাতে তীরে আসিয়া পড়িল। ডিঙ্গি স্রোতের মুখে আবার ঐদিকে ভাসিয়া চলিয়াছে···

রাতু সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন,—*বাঘ আছে ওখানে···*

তারপর তিনি টাঙ্কির পানে চাহিলেন, কহিলেন—শয়তানী করেছো কি মরেছো ! অনেক লোক এসেছে। শয়তানী করলে সকলে মিলে তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

টাঙ্কি বলিল—না সাহেব, না···আমি আপনার গোলাম !

রাতু সাহেব বলিলেন—তোমাকে বিশ্বাস নেই। যেভাবে আমাকে তুমি নির্জ্জন পথে পাকড়াও করেছিলে···কাপুরুষের মতো···তোমাকে মুক্ত রাখলে বিপদ হতে পারে। তোমার হাত-পা এই দড়ি দিয়ে বাঁধবো···

টাঙ্কি বলিল,—তাই করুন, সাহেব, তাই করুন আপনার যদি বিশ্বাস না হয়···

এ কথা বলিয়া টাঙ্কি দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল। রাতু সাহেব ছাড়িলেন না ; টাঙ্কির হাত-পা ডিঙ্গির তক্তার সঙ্গে বাঁধিয়া তাকে ডিঙ্গির উপর ফেলিয়া রাখিলেন।

শিকারীরা তখন কাছে আসিয়াছে···

রাতু সাহেব বলিলেন—ঐ খেজুর-ঝোপে বাঘ ঢুকেছে…

চারিদিক হইতে শিকারীর দল ঝোপ ঘিরিয়া ফেলিল। বাঘের পলায়নের পথ রহিল না। মরিয়া হইয়া সে সাম্‌নে লাফ দিল…অমনি পিছন হইতে একজন শিকারী বন্দুক ছুড়িল এবং সামনে হইতে তাগ করিয়া আর-একজন সড়কী নিক্ষেপ করিল। বিকট গর্জ্জন করিয়া বাঘ ভূলুণ্ঠিত হইল।…

চোখের পলক-পাতে এ-ঘটনা ঘটিয়া গেল!…

রাতু সাহেবের ডিঙ্গি তাদের নিকট হইতে দূরে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। তারা বলিল—ডিঙ্গি ফেরাও…

রাতু সাহেব বলিলেন—লগি নেই। স্রোতের টানে ভেসে চলেছি…

শিকারীদিগের মধ্য হইতে একজন একটা খুঁটি ছুড়িয়া দিল ডিঙ্গি লক্ষ্য করিয়া…রাতু সাহেব আশ্চর্য্য তৎপরতায় সে খুঁটি লুফিয়া লইলেন। এবং খুঁটির সাহায্যে ডিঙ্গি লইয়া তীরে আসিলেন।

শিকারীরা আসিল এবং রাতু সাহেব সব কথা খুলিয়া বলিলে তারা টাঙ্কিকে মারিতে উদ্যত হইল।

রাতু সাহেব বলিলেন—মেরো না…ওকে পুলিশের হাতে দিলেই হবে। যে-কাজ করেছে…জেলে বসে তার ফলভোগ করবে।…

শিকারীরা দেশী লোক। তাদের কাছ হইতে রাতু সাহেব শুনিলেন, সেমারাঙ এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে! হুতং সাহেবের নাম তারা জানে এবং রাতু সাহেবকে সেখানে তারা ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া পৌঁছাইয়া দিবে, বলিল।

রাতু সাহেব নিশ্চেতনের মতো এ-কথা শুনিলেন। ভাবিলেন, এ কি সত্য? না, তিনি আগাগোড়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন?

চারদিন পরে রাতু সাহেব ফিরিলেন হুতংয়ের গৃহে।

হুতং বলিল—ব্যাপার কি? এমন করে' নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া···

রাতু সাহেব সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া হুতং স্তম্ভিত!

সে-ভাব কাটিলে হুতং বলিল—ভগবান ভালো করবেন, মনে হচ্ছে। এ বিপদ থেকে যখন উদ্ধার পেয়েছেন, তখন জানবেন, কাল-রাত্রি কেটে প্রভাতের সূর্য্যোদয় সম্ভাবনা সুনিশ্চিত!

রাতু সাহেব বলিলেন—আমারো মনে বিপুল আশা জেগেছে, হুতং!

হুতং বলিল—শানেরা রাজী···আমার কথায় তারা বলেছে, মরণের মুখে যেতে পেছ্‌পা হবে না!···বিলম্ব না করে' শানদের নিয়ে আপনি কালই চলে যান। আপনার যাত্রা যাতে নিরাপদ হয়, সে সম্বন্ধে আমি ব্যবস্থা করবো। এখন বিশ্রাম করবেন, চলুন···

রাতু সাহেব বলিলেন—বিশ্রাম নয়, হুতং। বোর্ণীর বাসায় সব খপর দিয়ে বোর্ণী-মাকে আগে একখানা চিঠি লিখে দি।···আজ আমার মনে শুধু আশা···আশা···

উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগ একটু প্রশমিত হইলে রাতু সাহেব চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

কল্যাণীয়াসু—

মা বোর্ণী······

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নিবাণ

রাজা নাওলি ছিল ঘরে। যে-লোকগুলো সুহাদেকে ধরে' এনেছিল, তাদের হাত থেকে সুহাদেকে নিয়ে রাজার চরেরা সুহাদেকে এক অন্ধকার গুহায় বন্দী করে' ছিল। ক'জন চরকে ডাকিয়ে তাদের সঙ্গে রাজা এখন পরামর্শ করছিল—কি করা যাবে? একদম্ খুন? না...

চরেরা বলছিল—বন্দী করে' রাখো রাজা!...রাতু কোথায়, কে জানে! সে যদি কোনোমতে বর্ম্মায় যেতে পারে, তাহলে ওখান থেকে কতকগুলো শান্-আদমী নিয়ে এখানে আসা তার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। শান্-জাত রাতুকে দেবতার মতো মানে!...

রাজা নাওলি বললে,—কিন্তু টাঙ্কি কোথায় গেল? সিঙ্গাপুর থেকে সে চিঠি লিখেছে। জাহাজে আছে, লিখেছিল। লিখেছিল, বর্ম্মা হয়ে আসবে। তারপর আর কোনো চিঠি নেই—এর মানে কি?

চরেরা বললে—তার পরেও কোনো চিঠি আসেনি। সে গেল কোথায়?

রাজা বললে,—টাঙ্কি এলে ওদিক্কার খপর সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতুম। তার খপর না পেয়ে ভাবনা হচ্ছে, হয়তো সে সাবাড় হয়ে গেছে!

চরেরা বললে—তার কথা পরে ভেবো রাজা। এখন [illegible]দের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, যতক্ষণ না রাতুর খপর পাও, একে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখা চাই। ফশ্ করে মেরো না। একে মারবার পর যদি রাতু আসে, তাহলে তোমাকে আর রাজত্ব করতে হবে না!

রাজার সঙ্গে চরেদের এমনি জল্পনা চলেছে···রাজা নাওলির মুখ গম্ভীর !

চরেরা বার-বার বলছে—কয়েদ করে রাখো রাজা···দানাপানি একদম্ বন্ধ করো না !···রাতুর খপর নাও···। পারো, চারদিকে চর পাঠাও। রাতু যদি না আসে, তাহলে বটে, গর্দ্দানা নিতে পারো।···নাহলে রাতু যদি আসে, ছোট রাজার গর্দ্দানার শোধ নিতে ছাড়বে না !

এমন সময় সে-ঘরে যেন বাজ পড়লো !

হুড়মুড় করে' একদল লোক ঘরে ঢুকে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো শড়কী একেবারে ক'জনের বুকের উপর সমুদ্যত !

রাজা এবং তার চরেরা হতভম্ব ! প্রথমে ভাবলো, দুঃস্বপ্ন !···কিন্তু এ-ভাব কাটতে দেরী হলো না··· শড়কীর ধার বুকে বিঁধলো। স্পর্শমাত্র ! সঙ্গে সঙ্গে অগন্ সর্দ্দার গর্জ্জন করে' উঠলো,—কোথায় আমাদের যুবরাজকে রেখেছো, বলো ! নাহলে···

অনাদি এদেশের ভাষা খানিকটা আয়ত্ত করেছিল। তাঁরি উপর নির্ভর করে সে বললো,—নাহলে এই পিস্তলের গুলি···

বলে' রিভলভারটিকে সে উদ্যত করলে রাজা নাওলির বুক তাগ্ করে'···

নাওলি-রাজার দু'চোখ কপালে উঠলো ! বাপ্ রে, রিভলভার !

একটি শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে রিভলভার উঁচিয়ে অনাদি ঘোড়া টিপ্‌লো···'দুড়ুম্' করে' শব্দ···খানিকটা ধোঁয়া···

তারপর অনাদি বললে—এবারে যে তাগ্ করবো, দেওয়ালে নয়··· তোমার মাথায়।···বলো, সুহাদে কোথায় ?

কোনো মতে জিভ্ টেনে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নাওলি বললে—আমি জানি না···

—জানো না ? পাজী ! শয়তান !···অনাদি গর্জ্জন করে উঠলো।

নাওলি বললে,—সত্যি···আমি সত্যি কথা বলছি।···তুমি এদের জিজ্ঞাসা করো বরং···

এই কথা বলে' নাওলি তার চরগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলে!

চরেরা যেন পাথরে-খোদা পুতুল! আতঙ্কে তাদের মুখের কথা লোপ পেয়েছিল! তারা শুধু হাঁ করে' রইলো··চোখগুলো যেন বড় বড় ভাঁটা!

অনাদি বললে,—যেমন ছুঁচো রাজা, তার দলটও তো তেমনি ছুঁচো হবে! এই কথা বলে' অনাদি চরেদের পানে চাইলো। ভয়ে চরগুলো চোখ পিট্‌পিট্ করছিল। তাদের মুখে কথা নেই!

অনাদির লোকজন ক্ষেপে উঠলো! ঘরদোর ভাঙ্গতে সুরু করলে।

অনাদি বললে—বাড়ী-ঘর নষ্ট করো না···। আমি পিস্তল উঁচিয়ে আছি···ক'জন শড়কী তুলে থাকো···এরা যেন হাতে নিজেদের অস্ত্র বাগাতে সুযোগ না পায়! আর বাকী দল যাও, প্রতি ঘরে সন্ধান করো··· ঘরের মেঝে খুঁড়তে হয়, খোঁড়ো! আমি জানি, সুহাদে এখানে আছে। বাইরে ক'টা রণপা পড়ে আছে···ঐ রণ্‌পাওলাদের পাছু নিয়েছিলুম আমি···আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই!···

তাই হলো। ক'জন লোক বেরিয়ে গেল সুহাদের সন্ধানে···রাজা নাওলি আতঙ্কে সারা হয়ে রইলো···অনাদির উদ্যত পিস্তলের সামনে! চরগুলোও তদবস্থ!

একজন চরের আর সহ্য হলো না। কোনোমতে তেজে [illegible] সঙের মতো খাড়া হয়ে···সে বলে উঠলো—বখশিসের দফা তো সাফ্!··· জানটাও যাবে শেষে!···তার চেয়ে দাও বলে'···জান থাকলে ঢের বখশিস মিলবে···

অনাদির লোকজন বললে—বল্, যদি জানে বাঁচতে চাস্···

তখন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো···

যা থাকে বরাতে ভেবে নাওলি-রাজা বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়লো একজন বাতাকের ঘাড়ে···বললে—আমি তো মরোবই, কিন্তু তোর হাতিয়ার যদি পাই, একটাকে অন্ততঃ মেরে তবে মরবো···

নাওলি সে-লোকটাকে এমন অকস্মাৎ এবং এমন অতর্কিতে বাগিয়ে ধরলে যে সকলে স্তম্ভিত! লোকটা গোঁ-গোঁ রব তুলে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো···

নাওলি তখন ক্ষেপে উঠলো। অনাদি ভাবলে, একেই বলে মরুণ-কামড়··

অনাদি দ্বিধা করলো না; রিভলভার ছুড়লো। গুলি গিয়ে লাগলো নাওলির পায়ে! লোকটাকে ছেড়ে নাওলি মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো··· পায়ে রক্ত ঝরলো···

অনাদি বললে,—কে জানো, বলো···নাহলে জান্ থাকবে না!

আহত পাখানা দু'হাতে চেপে ধরে আর্ত্ত-স্বরে নাওলি বললে—খবর্দ্দার! বেইমানী নয়···

চরেরা কোনো কথাই বললে না। অনাদি তার লোকজনদের পানে চেয়ে বললে,—মেরো না। অসহ্য রকমের যাতনা দাও।

তারা বললে,—যেমন ওরা পাজী, সেই দাওয়াই উচিত হবে··

তারা তখন শড়কীর ধারালো দিক্ দিয়ে লোকগুলোকে খোঁচাতে সুরু করলে। দু'একজনের বুকে সে খোঁচায় রক্ত-বিন্দু দেখা গেল। তবু তাদের কারো মুখে এতটুকু কথা বার হলো না!

নাওলি মেঝেয় গড়াচ্ছে···যেন একটা চাল-কুম্ড়ো!

অনাদি অবাক! এত বড় শয়তান!···এ-যাতনা সহ্য করবে, তবু কবুল করবে না···?

নাওলি বললে,—সত্যি···আমি সত্যি কথা বলছি।···তুমি এদের জিজ্ঞাসা করো বরং···

এই কথা বলে' নাওলি তার চরগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলে!

চরেরা যেন পাথরে-খোদা পুতুল! আতঙ্কে তাদের মুখের কথা লোপ পেয়েছিল! তারা শুধু হাঁ করে' রইলো···চোখগুলো যেন বড় বড় ভাঁটা!

অনাদি বললে,—যেমন ছুঁচো রাজা, তার দলটও তো তেমনি ছুঁচো হবে! এই কথা বলে' অনাদি চরেদের পানে চাইলো। ভয়ে চরগুলো চোখ পিট্‌পিট্ করছিল। তাদের মুখে কথা নেই!

অনাদির লোকজন ক্ষেপে উঠলো! ঘরদোর ভাঙ্গতে সুরু করলে।

অনাদি বললে—বাড়ী-ঘর নষ্ট করো না···। আমি পিস্তল উঁচিয়ে আছি···ক'জন শড়কী তুলে থাকো···এরা যেন হাতে নিজেদের অস্ত্র বাগাতে সুযোগ না পায়! আর বাকী দল যাও, প্রতি ঘরে সন্ধান করো··· ঘরের মেঝে খুঁড়তে হয়, খোঁড়ো! আমি জানি, সুহাদে এখানে আছে। বাইরে ক'টা রণপা পড়ে আছে···ঐ রণ্‌পাওলাদের পাছু নিয়েছিলুম আমি···আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই!···

তাই হলো। ক'জন লোক বেরিয়ে গেল সুহাদের সন্ধানে···রাজা নাওলি আতঙ্কে সারা হয়ে রইলো···অনাদির উদ্যত পিস্তলের সামনে! চরগুলোও তদবস্থ!

একজন চরের আর সহ্য হলো না। কোনোমতে তেজে [illegible]কে সঙের মতো খাড়া হয়ে···সে বলে উঠলো—বখশিসের দফা তো সাফ্!··· জানটাও যাবে শেষে!···তার চেয়ে দাও বলে'···জান থাকলে ঢের বখশিস মিলবে···

অনাদির লোকজন বললে—বল্, যদি জানে বাঁচতে চাস্···

তখন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো…

যা থাকে বরাতে ভেবে নাওলি-রাজা বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়লো একজন বাতাকের ঘাড়ে…বললে—আমি তো মরোবই, কিন্তু তোর হাতিয়ার যদি পাই, একটাকে অন্ততঃ মেরে তবে মরবো…

নাওলি সে-লোকটাকে এমন অকস্মাৎ এবং এমন অতর্কিতে বাগিয়ে ধরলে যে সকলে স্তম্ভিত! লোকটা গোঁ-গোঁ রব তুলে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো…

নাওলি তখন ক্ষেপে উঠলো। অনাদি ভাবলে, একেই বলে মরুণ-কামড়…

অনাদি দ্বিধা করলো না; রিভলভার ছুড়লো। গুলি গিয়ে লাগলো নাওলির পায়ে! লোকটাকে ছেড়ে নাওলি মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো… পায়ে রক্ত ঝরলো…

অনাদি বললে,—কে জানো, বলো…নাহলে জান্ থাকবে না!

আহত পাখানা দু'হাতে চেপে ধরে আর্ত্ত-স্বরে নাওলি বললে—খবর্দ্দার! বেইমানী নয়…

চরেরা কোনো কথাই বললে না। অনাদি তার লোকজনদের পানে চেয়ে বললে,—মেরো না। অসহ্য রকমের যাতনা দাও।

তারা বললে,—যেমন ওরা পাজী, সেই দাওয়াই উচিত হবে…

তারা তখন শড়কীর ধারালো দিক্ দিয়ে লোকগুলোকে খোঁচাতে সুরু করলে। দু'একজনের বুকে সে খোঁচায় রক্ত-বিন্দু দেখা গেল। তবু তাদের কারো মুখে এতটুকু কথা বার হলো না!

নাওলি মেঝেয় গড়াচ্ছে…যেন একটা চাল-কুম্ড়ো!

অনাদি অবাক! এত বড় শয়তান!…এ যাতনা সহ্য করবে, তবু কবুল করবে না…?

হঠাৎ এ স্তম্ভিত ভাব কাট্‌লো—বাইরে প্রচণ্ড কলকোলাহল শোনা গেল।

একটা রৈ-রৈ শব্দ।…নিশ্চয় ওরা নাওলির ফৌজ…এ-আক্রমণের খপর পেয়েছে! এখন উপায়?

অনাদি পিস্তল উঁচিয়ে রইলো…দরজা দিয়ে যে ঢুকবে, গুলি ছুড়বে!…

ছুটো মাথা দেখা গেল দরজার সামনে…সঙ্গে সঙ্গে অনাদির রিভলভারে পর-পর ছুটি শব্দ…খানিকটা ধোঁয়া…লোক ছুটো সেইখানে লুটিয়ে পড়লো…

তারপর তৃতীয় ব্যক্তির মাথা। এ লোকের হাতে ছোট মশাল। সে মশালের আলোয় অনাদির চোখ পড়লো লোকটির মুখে।

অনাদি চীৎকার করে' উঠলো—মিষ্টার রাতু! ফ্রেণ্ড! ষ্টপ্… আমি অনাদি…

তৃতীয় ব্যক্তি সত্যই রাতু সাহেব!

রাতু সাহেব বললেন—ও মাই গড!… দিস্ ইজ্ মিরাক্‌ল্!…

অনাদি বলে' উঠলো—সুহৃদকে পাইনি…এরা তাকে চুরি করে' এনে বন্দী করে রেখেছে…

রাতু বললে—সকলকে আগে বেঁধে ফেলি। তারপর…তোমার সঙ্গে কত লোক আছে?

অনাদি বললে—পঞ্চাশ জন।

—অল্ রাইট্…

চকিতে চরগুলোর হাতে-পায়ে দড়ির বাঁধন পড়লো…তারপর তাদের পাহারার বন্দোবস্ত করে' পুরী-রক্ষার ব্যবস্থা করে' রাতু সাহেব বললেন,—সুহৃদের সন্ধান করি এবার…এসো।

সারা পুরীতে সন্ধান করা হলো···আশে-পাশে ছোট-বড় পাহাড়, বন··· কোথাও সুহাদেকে পাওয়া গেল না।

রাতু সাহেব বললেন—হয়তো এখানে আনেনি!

অনাদি বললে—নাওলি বলছিল, একেবারে মেরে ফেলবার কথা···চরেরা বলছিল, যতদিন রাতু-সাহেবের সন্ধান না মেলে, ততদিন বন্ধ করে' রাখো, মেরো না।

রাতু সাহেব বললেন—কিন্তু কোথায় রাখবে?···

অগন্ সর্দ্দার বললে—আমাদের হাতে ভার দাও সায়েব, ঐ ছুঁচোগুলোর জিভ্ টেনে খপর বার করবো।

অনাদি বললে—এরা যে-রকম বদমায়েস, ওদের উপর মমতা করলে অধর্ম্ম হবে!···দিন ওদের ঐ হুকুম।

রাতু সাহেব বললেন,—আচ্ছা···

শান-সর্দ্দারের লোকেরা তখন দুজন চরকে ধরে বাইরে নিয়ে গেল। কাঠ-কুটো জড়ো করে' তাতে আগুন লাগালো। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বললো।

হাত-পা-বাঁধা দু' জনকে সেই আগুনের সামনে ধরে' অগন সর্দ্দার বললে—ওদের একখানা করে' পা ঐ আগুনে গুঁজে দাও—দেখি, বলে কি না···

অনাদি শিউরে উঠলো। সে বললে—আগুনের ছ্যাঁকা দেবে! উচিত শাস্তি হলেও এ-দৃশ্য আমি চোখে দেখতে চাই না···

অনাদিকে নিয়ে রাতু সাহেব অন্যদিকে চলে এলেন···সন্ধান করতে লাগলেন।

সুহাদেকে এরা কোথায় রাখলো?···

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আর্ত্তরব উঠলো—বর্ম্মীজ্ শানদের হুহুঙ্কার।

অনাদি বললে—সত্যি ওদের পায়ে আগুন লাগাবে ?

রাতু বললেন,—সত্যি ! তবে উনুনে যেভাবে কাঠ গুঁজে দ্যায়, তেমন ভাবে নয় !···আগুনের জ্বালা ভোগ না করালে চলবে না। চেহারায় এরা মানুষ হলে কি হবে, অগনের চরগুলোও জানোয়ারের সামিল !···সাধে এদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে আমাদের এত ঝোঁক ! ওদের মন না জাগলে মানুষ হবে কেন ? ওরা নরাকারে পশু !

অনাদি বললে—আপনার বিশ্বাস, সুহাদেকে এরা এইখানেই রেখেছে ? এই রাজপুরীতে ?

রাতু সাহেব বললেন—এ-বাড়ীতে যদি না রেখে থাকে তো কাছাকাছি কোথাও রেখেছে !

অনাদি বললে—চরেরা বখশিস পাবে নিশ্চয়···ওদের তল্লাসী নিন। কাছে যদি বখশিস থাকে, তাহলে জানবো, সুহাদেকে এখানে নাওলির হাতে সঁপে দেছে। আর যদি বখশিস না থাকে···

রাতু সাহেব বললেন—কথাটা মন্দ নয়। দেখি তল্লাসী নিয়ে···

দুজনে ফিরে এলো ··সেখানে তখন চরেদের চীৎকার চলেছে···

শান-সর্দারকে রাতু সাহেব বললেন,—খপর পেলে ?

সর্দার বললে—না। এ হলো পালের গোদা। নাওলিটাকে ধরে জ্যান্ত ঐ আগুনে ফেলে দি ! কিম্বা রুটী-স্যাঁকার মতো আগুনের তাতে ধরি !

রাতু সাহেব চাইলেন নাওলির দিকে ; বললেন—যখন ধরা পড়েছো, তখন গদি হাত-ছাড়া হয়েছে, জেনো। এখন প্রাণটাকে যদি দেহছাড়া করতে না চাও, তাহলে সোজাসুজি বলে' ফ্যালো বাপু···আজ রাত্রে যদি সুহাদেকে না পাই, তাহলে তোমাদের উপর মানুষের ব্যবহার কখনো করবো না, জেনো !···রাক্ষস হবো তোমার মতো দুরাত্মাকে শাস্তি দিতে···

অগন্ বললে—রামায়ণে রাবণ-রাজার কথা শুনেছি···আর চোখে এখানে দেখছি জ্যান্ত রাবণ-রাজা···

রাতু সাহেব বললেন—নাওলি রাবণ রাজাকেও টেক্কা দেছে! রাবণ রাজা ভাই-ভাইপোর সঙ্গে এমন রাক্ষুসে ব্যবহার করেনি কোনোদিন!

শান সর্দ্দার চাইলো নাওলির পানে, বললে—কি? ইচ্ছা আছে রুটী-পোড়া হবার?

নাওলি কোনো জবাব দিলে না···পায়ে চোট্ লেগেছে—তার উপর সব একেবারে ভেস্তে গেল···টাঙ্কিটা এত বড় অপদার্থ! টাকা খেয়ে এত বড় শত্রুকে এমন বাঁচিয়ে রেখেছে!···এর চেয়ে টাঙ্কিকে কোনো-কিছু করতে না বললে সিংহাসন নিরুপদ্রব থাকতো! সুহাদের উপর নজর রাখলেই চলতো! যেমন সে এ মুল্লুকে এসে নামতো, অমনি অন্ধকারে ছোরার একটি খোঁচা! ব্যস!

মনে আপশোষ হতে লাগলো···নিজের উপর রাগে সে ফুলতে লাগলো ···মাঝে থাকতে কেন যে অপরকে দিয়ে সুহাদে আর রাতুকে সরাবার ফন্দী মাথায় এনেছিল!

তার জবাব না পেয়ে সর্দ্দার বললে—আগুন পায়ে দিয়েছি···তাতেও জ্ঞান হলো না! এবার চ্যাঙদোলা করে' যদি আগুনে ফেলে শেঁকি, তাহলে···?

বলে' সর্দ্দার তার দলের দুজন জোয়ান লোককে বললে,—ধর্ ওটাকে পাঁঠার মতো করে'···তারপর আগুনে ঝল্শা···

দুজন জোয়ান-চর তখনি নাওলিকে চ্যাঙদোলা দুলিয়ে আগুনের সামনে নিয়ে এলো।

নাওলি চীৎকার করে' উঠলো—দে, দে, আমাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দে।

পুড়ে মরবো তবু মুখে কোনো খপর দেবো না!···যদি সব যায়, প্রাণটাকে রেখে আমার কি লাভ হবে?

কথা শুনে অনাদি অবাক!

রাতু সাহেব বললেন—ঝল্‌শানি খাওয়াও···একদম পুড়িয়ে দিলে যাতনা ফুরিয়ে যাবে। মাঝে-মাঝে জল-ঝাপটা দিয়ো। তার জ্বালায় ছটফটানি বাড়বে'খন। যেমন শয়তান, এ-জন্মে তেমনি জ্যান্ত থেকে পাপের ফলে নরক-যাতনা ভোগ করুক!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে

ঝল্‌শানি সহ্য করতে না পেরে একজন চর বলে উঠলো,—আমাকে ছেড়ে দাও গো···আমি যুবরাজকে এনে দেবো!···

রাতু সাহেবের আদেশে তাকে মুক্তি দেওয়া হলো। রাতু সাহেব বললেন,—কোথায় যুবরাজ, বলো···

সে বললে—যুবরাজকে এর হাতে আমরা তুলে দিইনি। বলেছিলুম, আগে বখশিস দাও···আমরা বখ্‌শিস নিয়ে যাবো···তারপর তাঁকে এনে তোমার হাতে দেবো।···আমাদের ভয় ছিল, যুবরাজকে হাতে পেলে হয়তো আমাদের বখশিস দেবে না, উল্টে কয়েদ করে রাখবে কিম্বা গর্দানা নেবে। যে-লোক নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বেইমানি করতে পারে, তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

রাতু সাহেব বললেন,—মস্ত জ্ঞানের কথা বলেছো বাপু।···আমরা তোমাকে বখশিস দেবো। যুবরাজকে তুমি আমাদের হাতে এনে দাও।

সে বললে,—দেবো। আমাকে নিয়ে চলুন। শিউগর্ বলে' পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের গায়ে এক গুহা আছে। সেই গুহায় তাঁকে রেখেছি। আমাদের লোক পাহারায় আছে।...

এ-কথা শুনে নাওলি কটমট করে তার পানে তাকিয়ে একটা হুঙ্কার তুললো! কিন্তু ঐ হুঙ্কারই সার—তার বেশী কিছু করবার সামর্থ্য তার ছিল না।

রাতু সাহেব তখন শান্-সর্দ্দারকে বললেন,—এদের সকলকে বন্দী করে রাখো। আমরা ফিরে এসে এদের শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

রাতু সাহেব আর অনাদি সে-লোকটার সঙ্গে চললো পাহাড়ের পথে। তাঁদের সঙ্গে চললো কজন সশস্ত্র শান।

পাহাড়ের গুহার মুখে পাথরের আবরণ। সরিয়ে সকলে দেখে, সুহাদে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

অনাদি তাকে পাঁজাকোলা করে বাহিরে নিয়ে এলো। রাতু সাহেব বললেন,—একদম্ রাজপুরীতে চলো...

সকলে রাজপুরীতে এলেন। সারা রাত সুহাদের সেবা-পরিচর্য্যা চললো...ভোরের দিকে সুহাদে চোখ মেলে চাইলো...

কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব! সুহাদের চোখে সব যেন আবছায়ার মতো! মনে হচ্ছিল, যেন কি-সব! ঐ অনাদি...ঐ রাতু সাহেব!...সত্যি ওঁরা? না, সে স্বপ্ন দেখছে?

অনাদি ডাকলো,—বন্ধু...

সুহাদে তার পানে চেয়ে রইলো। ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টি!

অনাদি বললে,—ভয় নেই। আমরা সব নিরাপদ। তোমার খুড়ো নাওলি বন্দী। তার একটা পা পিস্তলের গুলিতে জখম।...

যেন কে কাকে কি কথা বলছে!

রাতু সাহেব বললেন,—তুমি কথা কও...বন্দীদের সাজা দিতে হবে। রাজ-বিধি!...অমন করে চেয়ে কি দেখছো?

সুহাদে কোনো কথা বললে না। শুধু একটা নিশ্বাস ফেললে। বেশ বড় নিশ্বাস। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুজলো!...

এমনি আচ্ছন্নভাবে চার-পাঁচ দিন কাটলো। চিকিৎসার ভার নিলেন রাতু সাহেব।

অনাদি বললে—এখানে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই?

রাতু সাহেব বললেন—না। দেশী রোজা ছাড়া কোনো ব্যবস্থাই নেই। সে-সবেও বিশ্বাস হারাচ্ছি...দুৰ্দ্দশা কি আমাদের এক রকমের?

অনাদি বললে,—আপনি যদি বায়োকেমিক ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারতেন!...শুনেছি, এ রকম নার্ভশ্ প্রস্ট্রেশনে কিম্বা মেণ্টাল্-শকে সে ওষুধ খুব ভালো।

রাতু সাহেব বললেন—এখানকার দু'চারটে গাছ-গাছড়ার রস দিচ্ছি। তাছাড়া পথ্য—এগ্-ফ্লিপ্, আঙুর, বাদাম, বেদানা, পেস্তা, দুধ।

পাঁচ দিন পরে সকালে ঘুম ভেঙ্গে সুহাদে ডাকলো—স্যর...

রাতু সাহেব আর অনাদি কাছে ছিলেন। সুহাদের আহ্বানে কাছে এলেন।

সুহাদ বললে,—আমি খুব ঘুমোচ্ছিলুম, না ?

অনাদি বললে—হ্যাঁ।

সুহাদে বললে—স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন একটা পাহাড়ের গুহায় পড়ে আছি···বন্ধু আমাকে তুলে নিয়ে এলো! বাড়ীতে নিয়ে এলো। কলকাতার বাড়ী নয়···এখানকার বাড়ী। সেখানে খুড়ো পড়ে আছে··· পায়ে জখম!···আর বোন বর্ণী আমার মাথায় পাখার বাতাস করছে।

রাতু সাহেব বললেন,—বর্ণী-মাকে আন্‌তে ঘোড়া পাঠিয়েছি···এখানকার সব কথা তাকে জানিয়েছি। লিখেছি, ঘোড়ায় চড়ে এখনি চলে আসবে। ছুটো ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছি···

সুহাদে বললে—বাবা ?

রাতু সাহেব বললেন,—সমস্ত দেশে ঢ্যাঁড়া দিয়েছি···রাজা বাহাদুরের খপর যে এনে দেবে, তাকে জায়গীর আর অনেক টাকা বখ্‌শিস দেবো।

সুহাদে শুধু বললে—হুঁ···

আরো দুদিন পরের কথা।

দুটো ঘোড়ায় চড়ে সুহাদে আর অনাদি বেড়াতে বেরিয়েছিল।

অনাদি বলছিল—তোমার দেশের সঙ্গে আমার বাঙলা দেশের অনেক মিল দেখছি। বাঙলা দেশের সহর ঠিক কলকাতা নয়। কলকাতা যেন আমাদের দেশ-ছাড়া! সেখানে মানুষের মন পাথর হয়ে যায়। কলকাতার বাইরে আমাদের গ্রামে-গ্রামে এখনো যেমন নীল আকাশ, গাছপালা, দরাজ-মনের জীবন্ত মানুষ বাস করে, তোমাদের দেশেও তেমনি।

সুহাদে বললে,—তা নয়। এখানকার মানুষ আর জানোয়ার প্রায়

এক-রকম ঐ বুদ্ধির দিক দিয়ে··· তফাৎ শুধু এই যে, মানুষ কথা কয়, জানোয়ারে কথা কইতে পারে না!

অনাদি বললে,—এবার তুমি এদের দেহে মনের প্রতিষ্ঠা করো। জীবন্ত মন! দেশের সেবায় লাগো, দেশের লোকের প্রাণগুলোকে জ্ঞানের আলো-বাতাস দিয়ে জাগিয়ে তোলো···

সুহাদে বললে,—এই স্বপ্নই আমি চিরদিন দেখছি বন্ধু।

হঠাৎ পাহাড় কাঁপিয়ে কটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ জাগলো! সে-শব্দ লক্ষ্য করে দুজনে তাকালো। দেখলে, দূরে আকাশের গা ছুঁয়ে চারটে ঘোড়া···

ঘোড়াগুলো এই দিকেই আসছে!···

সুহাদে বললে—বর্ণী বোন্···নিশ্চয়···

অনাদি বললে—বাঃ··· এ যেন ঠিক গল্প-উপন্যাসের মতো মনে হচ্ছে!

ঘোড়া কাছে এলো। সুহাদের অনুমান ঠিক। একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে বর্ণী···তার সঙ্গে আর তিনটে ঘোড়ার পিঠে তিনজন দেশী সওয়ার।

ঘোড়া থেকে নেমে বর্ণী সুহাদেকে বুকে চেপে ধরলো, তার মাথায় চুম্বন বর্ষণ করলে; করে' বললে,—ভাই···ভাই···আমার আদরের ভাইটী···

সুহাদে বললে—ভাইকে পেয়েছো কিন্তু শুধু তার এই বন্ধুর জন্য!

বর্ণী দু'হাত বাড়িয়ে অনাদির দুহাত গ্রন্থিবদ্ধ করলে···বললে,— ফ্রেণ্ড···বেনিফ্যাক্টর···আওয়ার সেভিয়র···

রাজ্যে আনন্দ-সমারোহ সুরু হলো!

সুহাদে বললে—এ সমরোহ বন্ধ করো। রাজ্যের রাজা এখনো নিরুদ্দেশ!

রাতু সাহেব বললেন,—এই চিঠি পড়ো সুহাদে···

সুহাদের হাত তিনি চিঠি দিলেন।

এ চিঠি রাজা লিখেছেন—সুহাদের বাবা।

তিনি লিখেছেন—

> আমি মঠে আশ্রয় নিয়েছি; প্রভু বুদ্ধের কৃপায় আমি সত্যপথের সন্ধান পেয়েছি। আমাকে আর সংসারে ডেকো না। সুহাদের অভিষেকের ব্যবস্থা করো। অভিষেকের পর সুহাদে আর বর্ণী যেন মঠে এসে আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যায়। ভগবান বুদ্ধদেব তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন!

রাতু সাহেব বললেন—এ চিঠি কাল রাত্রে আমি পেয়েছি। এ চিঠি পেয়ে আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা করেছি সুহাদে!···তোমরা তখন ঘুমোচ্ছিলে, তাই ডেকে এ খপর জানাই নি।

সুহাদের অভিষেক হলো। এ অনুষ্ঠানে অনাদি বসলো রাজার ডান দিকে। রাজার কপালে বর্ণী চন্দনের টীকা দিলে···অনাদির কপালেও দিলে।

তারপর উৎসব-সমারোহ শেষ হলে অনাদি একদিন সুহাদেকে ডেকে বললে,—আমাকে এবার ছুটী দাও বন্ধু···

সুহাদে চম্‌কে উঠলো। বললে,—আমাদের ত্যাগ করবে?

অনাদি বললে,—ত্যাগ নয়।

—তবে?

অনাদি বললে—আমার মনের মধ্যে চিরদিন ঘূর্ণী বাতাস বইছে! সে-বাতাসের বেগে আমার এক জায়গায় বাস করবার উপায় নেই…

বর্ণী বললে—কিন্তু তুমি যে আমাদেরি একজন…আমাদের ছাড়বে কি?

অনাদি বললে—আবার আসবো। যে-স্নেহে আমাকে বন্দী করেছো, সে বাঁধন কাটা শক্ত…এমন স্নেহ আমার মায়ের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে পাইনি বোন।

বর্ণীর দু চোখ জলে ভরে এলো। সে বললে—কিন্তু তুমি যে আমার বড় ভাই। সুহাদে ছোট। তুমি বড়…

হেসে অনাদি বললে—যেখানে থাকি, চিঠি দেবো।…তোমরাও চিঠি লিখো।…তারপর তোমার বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ করো। যদি উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুতে থাকি, তবু আসবো।

বর্ণী বললে,—তাহলে তো এ-জন্মে আর দেখা হবার আশা নেই, দেখছি…

অনাদি বললে—কেন?

বর্ণী বললে,—আমি বিয়ে করবো না।…আমার দেশকে জাগিয়ে মানুষ করতে হলে ছোট্ট সংসারের গণ্ডীতে আমার আবদ্ধ থাকলে চলবে না।… কিন্তু দাদা, যে-দেশকে তুমি দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করলে, সে-দেশকে জীবন্ত-জাগ্রত করা কি তোমার উচিত নয়?

অনাদি বললে,—সেজন্য রইলেন তিনজন! রাতু সা[illegible]রের মাথা আর তোমাদের দুই ভাইবোনের দুই হাত…জ্ঞান আর কর্ম্ম—এতে করে' দেশের গৌরব আচিরাগত, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখছি…

সুহাদে বললে,—কিন্তু এ দেশের হৃদয় যে তুমি, বন্ধু…

অনাদি বললে—সে-হৃদয় তোমাদের দুই ভাইবোনের বুকে রেখে যাচ্ছি···

অনাদিকে ধরে' রাখা গেল না।

তার জন্য ষ্টীমার এলো। ষ্টীমারে ওঠবার আগে সুহাদের সামনে নতজানু হয়ে অনাদি প্রণতি জানালো, বললে—রাজাধিরাজ সুহাদে বাহাদুর···

সুহাদে তার হাত ধরে তুললো; তুলে বললে—রাজা বলবার জন্য লোকের এখানে অভাব হবে না! তুমি আমাকে রাজা বলো না! তুমি বলবে, সুহাদে, বন্ধু···

অনাদি বললে—সুহাদে, বন্ধু···আজ আমাকে বিদায় দাও। বোন বর্ণী, বিদায়···

অনাদির হাত ধরে বর্ণী বললে,—পুনরাগমনায় চ···

অনাদি বললে,—তাই। আসবো বৈ কি···আমি নিশ্চয় আবার আসবো। এখন বিশ্ব-নিখিলের সঙ্গে একবার নিজেকে মিশিয়ে ঘুরি··· তারপর···

বর্ণী বললে—তোমার ঘর, তোমার আপন-জন এখানে রইলো। মনে রেখো দাদা।

গাঢ় কণ্ঠে অনাদি বললে—নিশ্চয় মনে থাকবে··

অনাদি ষ্টীমারে চড়লো···

ষ্টীমার চললো···খাল বয়ে। সে খাল এসে মিশেছে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। সেখানে আছে বড় জাহাজ। সুহাদে আর বর্ণী অনাদিকে সেই জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে।···

রাতু সাহেবের এতদূর আসা হলো না। তাঁর হাতে গুরুতর ভার—রাজকার্য্য!

খালের প্রান্তে শুধু ধোঁয়ার রেখা নীল আকাশের গায়ে কে যেন মোটা পেন্সিলের দাগ টেনে দিয়েছে!

বর্ণী আর সুহাদে সেই দাগের পানে চেয়ে আছে…

সে দাগ ক্রমে মিলিয়ে গেল…'রবার ঘষে' কে যেন সে দাগ মুছে দিলে! আকাশ আবার নীলে নীল…

সুহাদে ডাকলে—বর্ণী…বোন…

দু'চোখে জল…বর্ণী বললে—সুহাদে…

সুহাদে বললে—আমার বন্ধু…বাঙালী বন্ধু…

বর্ণী বললে—আমার ভাই…বাঙালী ভাই…দাদা…

সন্ধ্যার বাতাসে বেদনার নিশ্বাস-বাষ্প মিশিয়ে দুটি ভাইবোনে ঘোড়া পিঠে চড়লো।

ঘোড়া ফিরলো…চললো ধীর-মন্থর গতিতে রাজপুরীর দিকে!

শেষ